শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা

Guidelines of Islam for Character Building in Children: A Study

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো: মাসুদ আলম

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সুমাইয়া ফেরদৌস

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং- ৫৮/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ ২০১৭

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুমাইয়া ফেরদৌস কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **''শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনাঃ একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর কোনো অংশবিশেষ ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো।

ঢাকাঃ
মার্চ ২০১৭

(ড. মোঃ মাসুদ আলম)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে "**শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনাঃ একটি পর্যালোচনা**" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এর কোনো অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(সুমাইয়া ফেরদৌস)
এম.ফিল গবেষক
সেশন: ২০১৩-২০১৪
রেজিস্ট্রেশন নং: ৫৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানিতে অবশেষে **"শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মো: মাসুদ আলম, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। শুরু থেকেই তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানের ফলে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে পেরেছি এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায়-পরিচ্ছেদ বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস ও আন্তরিক সহযোগিতায়। এজন্য তাঁর প্রতি আমি চিরঋণী। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-সহ বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন সব শিক্ষকের প্রতি যারা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই নিকটাত্মীয়দের প্রতি যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রেরণা ছাড়া হয়তো গবেষণাকর্মটি আদৌ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যেসব দেশী-বিদেশী লেখকের রচনার সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, একাডেমিক কাউন্সিল, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা-সহ অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের যারা আমাকে একটি আধুনিক যুগোপযোগী বিষয়ের ওপর এম.ফিল করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

শব্দসংক্ষেপ নির্দেশনা

(সা.)	: সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	: রাদিয়াল্লাহু আনহু
(রহ.)	: রহমাতুল্লাহি আলাইহি
(আ.)	: ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বুখারী	: মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী
মুসলিম	: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী
তিরমিযী	: আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী
পৃ.	: পৃষ্ঠা
নং	: নম্বর
ড.	: ডক্টর
অনুঃ	: অনুবাদ/অনূদিত
ইফাবা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
হিঃ সাল)	: হিজরী (মুহাম্মাদ (সা.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত থেকে গণনাকৃত
সম্পা:	: সম্পাদিত
সংস্ক:	: সংস্করণ
খ.	: খণ্ড
P.	: Page
Vol.	: Volume
Ibid	: Ibidem
Dr.	: Doctor
Pvt.	: Private
Ed.	: Edition

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	i
ঘোষণা পত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা	iv
প্রতিবর্ণায়ন	v
সূচিপত্র	vi
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় : শিশু পরিচিতি, শিশুর মর্যাদা, গুরুত্ব ও অধিকার	
প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশু পরিচিতি	২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর মর্যাদা ও গুরুত্ব	৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর অধিকার	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের দিক নির্দেশনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল কুর'আনের দিক নির্দেশনা	৩৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-হাদীসের দিক নির্দেশনা	৫০
তৃতীয় অধ্যায় : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতাসমূহ	
প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে বর্জনীয় বিষয়সমূহ	৭৩
চতুর্থ অধ্যায় : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে করণীয়	
প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পরিবারের করণীয়	৭৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী	১২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক আদর্শ নবী-রাসূলগণ	১৪৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম	১৫৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের করণীয়	১৬৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সমাজ ও এনজিওর করণীয়	১৭২
সপ্তম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সরকারের করণীয়	১৯৪
পঞ্চম অধ্যায় : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে করণীয় বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ ও সুপারিশমালা	
প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে কৌশলসমূহ	১৯৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সুপারিশমালা	২১৪
উপসংহার	২১৬
গ্রন্থপঞ্জি	২১৮

ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদেরকে সত্যিকারভাবে ভালো মানুষে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে পরিবারের স্বপ্নপূরণ এবং সমাজ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনা। অথচ অভিভাবকগণ শিশুসন্তানকে নিয়ে প্রায়শই দুশ্চিন্তায় ভোগেন। সন্তানদেরকে যেমন চক্ষুশীতলকারী সচ্চরিত্রবান তৈরী করতে চেয়েছিলেন তেমন করতে না পেরে হতাশায় নিমজ্জিত হন। কোনো কোনো সময় শিশুরা কৈশোর অথবা যৌবনে পদার্পণের সময় যে নৈতিক মানে উপনীত হয় সেটা শুধু পরিবার নয়, দেশ ও জাতির জন্যও চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা প্রায়শই শিশুদের এ ধরনের চরম উদ্বেগজনক অবক্ষয়ের নানা ঘটনা জানতে পারি। আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এ ধরনের ঘটনা নিত্য ঘটে চলেছে। শিশুদেরকে কাঙ্ক্ষিত মানে তৈরী করতে অভিভাবকদের প্রত্যাশার কোনো অভাব নেই। অভাব যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের। তার চেয়েও বেশী অভাব শিশুর চরিত্র গঠনের পদ্ধতিগত জ্ঞানের। অথচ শিশুদের চরিত্র গঠনে ইসলামের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত। তবে এ ক্ষেত্রে মানসম্মত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আমরা শিশু পরিচিতি, শিশুর মর্যাদা ও গুরুত্ব, শিশুর অধিকার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশুর চরিত্র গঠন ও বিকাশে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা আলোকপাত করেছি। অধিকন্তু সন্তানদের প্রতি নবীদের উপদেশসমূহ উল্লেখপূর্বক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিশুদের প্রতি অতুলনীয় স্নেহভালবাসাপূর্ণ আচরণ ও শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানে তাঁর নির্দেশনা পর্যালোচনা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও শিশুর জন্য বর্জনীয় বিষয়সমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে করণীয় আলোচনা করেছি। শিশুর চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে পরিবারের করণীয় হিসেবে ঈমান বৃদ্ধি ও দৃঢ় করার প্রশিক্ষণ, যথার্থ জ্ঞান দান ও উন্নত চারিত্রিক শিক্ষাদানের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা এবং শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক নবী, রাসূল ও সাহাবীর জীবন পর্যালোচনা করে শিশুর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ গুণাবলী পেশ করা হয়েছে। পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও এনজিও এবং সরকারের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে করণীয় বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ এবং একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। সবশেষে উপসংহারে অত্র অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক বিষয়ের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

শিশুরাই ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। জাতির এ ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ যেন শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে এটিই আমাদের প্রত্যাশা। শিশুদেরকে সত্যিকারভাবে ভালো মানুষে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে পরিবারের স্বপ্নপূরণ এবং সমাজ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনা। অথচ অভিভাবকগণ শিশুসন্তানকে নিয়ে প্রায়শই দুশ্চিন্তায় ভোগেন। সন্তানদেরকে যেমন চক্ষুশীতলকারী সচ্চরিত্রবান তৈরী করতে চেয়েছিলেন তেমন করতে না পেরে হতাশায় নিমজ্জিত হন। তবে শিশুদেরকে কাঙ্ক্ষিত মানে তৈরী করতে অভিভাবকদের প্রত্যাশার কোনো অভাব নেই। অভাব যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের। তার চেয়েও বেশী অভাব শিশুর চরিত্র গঠনের পদ্ধতিগত জ্ঞানের। অথচ শিশুদের চরিত্র গঠনে ইসলামের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত। তবে এ ক্ষেত্রে মানসম্মত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

শিশুবিষয়ক যে কোনো গবেষণামূলক আলোচনার শুরুতে শিশুর পরিচয় একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। তাই এ অভিসন্দর্ভে সর্বপ্রথম শিশুর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট। তাই শিশুর পরিচয় প্রদানের পর শিশুর মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং শিশুর অধিকার আলোচনা করা হয়েছে।

শিশুর চারিত্রিক বিকাশ, সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে একজন সফল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আল-কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলামের স্বর্ণযুগে বেড়ে ওঠা শিশুরা চারিত্রিক উৎকর্ষে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো শিল্পকলা বা সভ্যতা-সংস্কৃতি এমন জ্ঞানে-গুণে, চরিত্রে শ্রেষ্ঠ শিশু উপহার দিতে পারেনি। তাই শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-কুর'আন ও হাদীসের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ লক্ষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-কুর'আন ও হাদীসের দিক নির্দেশনাসম্পর্কিত দুটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে। কারণ শিশুরাই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। চরিত্রবান ও সুস্থ শিশু সুস্থ জাতি বির্নিমাণের পূর্বশর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিশুদের চারিত্রিক উন্নয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। শিশুদের মাদকাসক্তি, চুরি, ছিনতাই, হত্যা, অবৈধ যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি-সহ নানা অনৈতিক কাজে

জড়িয়ে পড়ার হার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাই প্রথমে শিশুদের এ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে তার সমাধান তুলে ধরা হয়েছে।

পিতামাতার সব স্বপ্ন আবর্তিত হয় শিশুসন্তানের ভালো-মন্দকে ঘিরে। সন্তানকে ভালো মানুষরূপে তৈরী করার জন্য পিতামাতার আগ্রহের কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে পিতামাতা যথার্থ উদ্যোগ নিতে পারে না। যার ফলে পিতামাতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। শিশুদেরকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিশুর চরিত্র গঠন ও বিকাশে যেসব করণীয় আলোচনা করা হয়েছে তা অনুসরণে পিতামাতা ও অভিভাবকদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পরিবারের করণীয় আলোচনার পাশাপাশি শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। আল-কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত চারিত্রিক গুণাবলীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন তারা। এ আদর্শ ছোটোবেলা থেকেই তাদের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠত। ছোটোবেলা থেকেই তাঁরা ছিলেন সৎ, সত্যবাদী, বিনয়ী ও সদা আল্লাহ্কে মান্যকারী। নবী-রাসূলের শৈশব আমাদের শিশুদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাই চতুর্থ অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদে কিছুসংখ্যক নবী-রাসূলের শৈশব তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন্ত আদর্শ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কয়েকজনের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের ধারকবাহক। তাঁরা ইসলামের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন পূর্ণাঙ্গভাবে। বেশ কয়েকজন সাহাবী শিশুবেলায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে প্রমাণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম নৈতিক চরিত্র ও আদর্শ তাঁরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করেন।

শিশুদের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন উপযোগী সত্যিকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সে শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইসলামী দৃষ্টিকোণে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ সুশিক্ষায় বেড়ে ওঠা শিশুরাই পারে একটি নতুন সভ্যতা বিনির্মাণ করতে। আর মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে সুসভ্য হয়ে চলাফেরা করে, তাই একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠার শুরুতেই তাকে সঠিক পথে বিকশিত করার বা হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আবার একটি দেশের সরকার জনগণের সেবক। জনগণের সেবা করার অন্যতম পদ্ধতি হলো, জাতির ভবিষ্যৎ

কর্ণধার শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের সার্বিক ব্যবস্থা করা। তাই শিশুর চারিত্রিক বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, এনজিও ও সরকারের কী কী করণীয় হতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদে।

পরিবারকে একটি বিকল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। শিশুরা বড়ো হলেও তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। চরিত্র গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে দূর হতে পারে। তাই পঞ্চম অধ্যায়ে পারিবারিক শিক্ষার একটি মডেল কারিকুলাম উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পিতামাতা পরিবারে এ কারিকুলামটি অনুসরণ করতে পারেন। আশা করা যায় শিশুদের চরিত্র গঠনে এ কারিকুলামটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সবশেষে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আমাদের পক্ষ থেকে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে শিশুর সুষ্ঠু চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।

একটি পরিশীলিত ও উন্নত জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো সচ্চরিত্রবান শিশু। চরিত্র গঠনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদেরকে যদি লালনপালন করা যায় তাহলে সে শিশু মানুষের মত মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে। দেশ-জাতির অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। আজকের শিশুরা সুস্থ দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে বেড়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছে না। যার ফলে শিশুদের নৈতিক অবক্ষয়ের করুণ চিত্র আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমরা যদি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই তবে অত্র অভিসন্দর্ভে আলোচিত পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলেই আশা করা যায়, জাতির এ ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

প্রথম অধ্যায়

শিশু পরিচিতি, শিশুর মর্যাদা, গুরুত্ব ও অধিকার

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশু পরিচিতি

শিশুবিষয়ক যে কোনো গবেষণামূলক আলোচনার শুরুতে শিশুর পরিচয় একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বাংলা অভিধান অনুযায়ী অল্প বয়স্ক বালকবালিকাকে শিশু বলে।[১] শিশু শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'তিফ্‌ল' (طفل)।[২]

আরবী ভাষায় শিশুকে الطفل বহুবচনে الأطفال বলা হয়। অনুরূপ الطفل শব্দকে الطفالة و الطفولة و الطفولية ইত্যাদিও বলা হয়। তাছাড়া الصبي বহুবচনে الصبيان ; الصغير বহুবচনে الصغار ; الولد বহুবচনে الأولاد ; غلام বহুবচনে غلمان ; কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে صبي বহুবচনে صبيات ; بنت বহুবচনে بناتবলা হয়।[৩]

'লিসানুল 'আরব' অভিধানে 'শিশু' শব্দের আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে: اَلطِّفْلُ: اَلصَّغِيْرُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ

"প্রত্যেক বস্তুর ছোটোকে শিশু বলা হয়।"[৪]

আল-কুর'আনে 'আত্-তিফলু' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটি একবচন হিসেবে তিনবার এবং বহুবচন হিসেবে একবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"তিনিই তো ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এরপর শুক্র থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করে আনেন, এরপর তোমাদেরকে বড়ো করেন, যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যাও, তারপর আরো বড়ো করেন, যেন তোমরা বুড়ো বয়সে পৌঁছ; তোমাদের মধ্যে

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একডেমী, ২০১১) পৃ. ১০৮২

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯) ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৬৬০

৩. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: লেবানন, ১৯৫৬) খণ্ড-১১, পৃ.৪০১

৪. প্রাগুক্ত।

কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়; এসব এজন্যই করা হয়, যাতে তোমরা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাও এবং যাতে তোমরা আসল সত্য বুঝতে পারো।"[৫]

ইংরেজি অভিধানে শিশুর প্রতিশব্দ লেখা হয়েছে, Infant, baby, child.[৬]

Al-MAWRID প্রণেতা বলেন, ولد صغير :طفل [৭]

Oxford Dictionary তে child-এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে, a young human who is not yet an adult.[৮] মূলত শিশুর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ১৪, ১৬, ১৮ বছরের নিচের সময়সীমার কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৯]

Compact Oxford Dictionary -তে এসেছেঃ A young human being below the age of full physical development.[10]

Shorter Oxford English Dictionary তে Childhood- এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ The state or stage of life a child. The time during which one is a child. The time from birth to puberty.[11]

একটি শিশু কত বছর পর্যন্ত শিশু থাকে, তার সময়সীমা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, সনদ ও আইনে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)-সহ আন্তর্জাতিক যে কোনো নীতিমালা এবং সনদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখা হয়। তাই দেখা যায়, শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে দেশীয় আইনের সাথে আন্তর্জাতিক ও ইসলামী আইনের কিছুটা বৈপরীত্য থাকে।

---

৫. আল-কুর'আন, ৪০:৬৭

৬. J M. Cowan edited, *The HANS WEHR DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC* (New York : Spoken Language Services Inc, THIRD EDITION, 1976) pg. 562.

৭. Dr. Rohi Baalbaki, *AL MAWRID A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY* (Bairut: Darul Ilmil lil Malaeen, sixth edition 1994) pg. 727

৮. A. S. Hornby, *OXFORD Advanced Learners Dictionary*, (Oxford, UK : Oxford University Press, 5th edition, 2005) p. 256.

৯. ELIZABETH A. MARTIN AND JONATHAN LAW edited, *A Dictionary of Law*,(New York, USA : Oxford University Press Inc 6th edition, 2006) p. 86.

১০. Alan Spooner, *Compact Oxford Dictionary, Thesaurus, and Wirdpower Guide*, (New Delhi: YMCA Library Building, 2006) pg. 143

১১. Shorter Oxford English Dictionary, Vol-1, 15th Edition, A-M, (Newyork. Oxford University press, 1993) P. 394.

জাতিসংঘ সনদের ধারা-১-এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[১২]

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর ১৯১টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত শিশু অধিকার সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই শিশুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, শূন্য (০) থেকে আঠারো (১৮) বছর বয়সসীমার মধ্যে সব মানবসন্তানই শিশু। তবে শর্ত হলো, অন্য কোনো আইনের আওতায় যদি তাকে সাবালক ঘোষণা না করা হয়।

সনদটির প্রথম পর্বের Article-১ (অনুচ্ছেদ-১)-এ বলা হয়েছে: For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.এই সনদের উদ্দেশ্য পূরণে শিশু বলতে ১৮ বছরের কমবয়সি যে কোনো মানুষকে বোঝাবে, তবে শিশুর প্রতি প্রযোজ্য আইনে আরো কম বয়সেই শিশুকে সাবালক ধরা না হলে এ বিধান কার্যকর হবে।[১৩]

বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-এ বলা হয়েছে, "শিশু বলতে আঠারো বছরের কমবয়সি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বোঝাবে।"[১৪] দেশের শিশু নীতিমালা ও বিভিন্ন আইনে শিশুর পরিচয়দানের ক্ষেত্রে যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যহীন ও সাংঘর্ষিক।[১৫]

এ সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের মতামতসমূহ বিবেচনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব। বিখ্যাত আরবী অভিধান 'লিসানুল 'আরব'-এ শিশু (তিফ্‌ল)-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে:

الصبى يدعى طفلا حين يسقط من بطن امه الى ان يحتلم

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ছেলেমেয়েকে শিশু বলা হয়।[১৬]

ইসলামের পঞ্চম খলীফা উমর ইব্‌ন 'আব্দিল 'আযীয (রহ.) পনেরো (১৫) বছরকে শিশুর বয়সসীমা উল্লেখ করেছেন।[১৭] ইমাম সুফিয়ান আছ-ছাওরী, ইবনুল মুবারক, আশ-শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক (রহ.)-এর মতে,

---

১২. ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, (ঢাকা: ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭) পৃ. ৯

১৩. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx, Access date : 27-01-2014

১৪. *জাতীয় শিশুনীতি ২০১১*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৪

১৫. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান*, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১২০-১২৪

১৬. ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, (বৈরূত : দারুস সাদির, ১৯৫৬) খণ্ড-১১, পৃ. ৪০২

১৭. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

শিশুর বয়স পনেরো (১৫) বছর পূর্ণ হলেই সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। যদি পনেরো (১৫) বছরের পূর্বেই স্বপ্নদোষ হয়, তাহলেও সে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।[১৮]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, "পনেরো (১৫) বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক ও বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) বলে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে অনধিক পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত একজন বালক বা বালিকা শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়।"[১৯]

ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিতে, মেয়েশিশু বালিগা বা সাবালকে উপনীত হবে যখন তার হায়িয (মাসিক ঋতুস্রাব) হওয়া শুরু হবে। আর এর নিম্নতম বয়সসীমা বলা হয়েছে কমপক্ষে 'নয়' বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোনো বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে না।[২০]

সাবালকত্বের সীমা নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী ৭টি মতের উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ:

১.শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তাছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থবান হওয়া।

২. মনীষী মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব আল জাযায়েরী বলেন, শিশুর সাবালকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং শরীয়তে পাগলের পার্থক্য বোঝার সক্ষমতা শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাইল আল বুখারী, *আল-জামে' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাছার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি (সা.) ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি*, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু বুলূগিস সিবইয়ান ওয়া শাহাদাতিহিম (দারু তউকিন নাজাত, ১৪২২ হি.) খণ্ড-৩, পৃ. ১৭৭, হাদীস নং-২৬৬৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নীসাপূরী, *আল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার বিনাকলিল 'আদলি 'আনিল 'আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ (সা.)*, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু বায়ানি সিন্নিল বুলূগ, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী) খণ্ড-৩, পৃ. ১৪৯০, হাদীস নং-১৮৬৮

১৮. سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلاَمَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْبُلُوغُ ثَلاَثَةُ مَنَازِلَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ الاِحْتِلاَمُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلاَ احْتِلاَمُهُ فَالإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ

আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা জাআ ফী হাদ্দি বুলূগির রজুলি ওয়াল মার'আতি, (বৈরূত: দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৮) খণ্ড-৩, পৃ. ৩৫, হাদীস নং-১৩৬১

১৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, অনুবাদ : মুহীউদ্দীন খান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.) খণ্ড-২, পৃ. ২৮৭

২০. সম্পাদনা পরিষদ, *ফতোয়ায়ে আলমগীরী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) খণ্ড-১, পৃ.৩৬; *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০) পৃ.২০৭; *শরহি বিকায়া*, খণ্ড-১, পৃ.১০৮

৪. 'আল্লামা ছুমামা ইবন আশরাস আন-নুমাইরির মতে, মানবশিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহ্, রাসূল ও কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়, তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন (যুক্তিবিদ)-এর মতে, মানবশিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. অধিকাংশ ফিক্হবিদের মতে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স পনেরো বছর হওয়া। তবে কোন কোন ফিক্হবিদ শিশুর সাবালকত্বের বয়সসীমা সতেরো বছর মনে করেন।

৭. স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিতগণের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ৩০ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করবে না।[২১]

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি শিশুর মাঝে সাবালকত্ব বা বয়ঃসন্ধি ঘটলে ধরে নিতে হবে যে তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে। তবে কারো মাঝে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ আদৌ পাওয়া না গেলে তার বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হলে তাকে পূর্ণ মানব হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ সময় থেকে তাকে ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলতে হবে।[২২]

উপর্যুক্ত আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, শিশুর সাবালকত্বের বয়স অর্থাৎ শিশুত্বের শেষ বয়সসীমা পনেরো। এ বয়সসীমা নির্ধারণের পেছনে বিভিন্ন যৌক্তিক কারণও রয়েছে।[২৩]

---

[২১]. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল আশ'আরী (মূল), মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন 'আব্দুল হামীদ সম্পাদিত, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন* (কায়রো: মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল মাসরিয়্যাহ, ১৯৬৯) ২য় সংস্করণ, খণ্ড-২, ২৩৫ তম আর্টিকেল পৃ. ১৭৫

[২২]. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

[২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শিশুর মর্যাদা ও গুরুত্ব

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। জাতির এই ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ যেন শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে এটিই আমাদের প্রত্যাশা। মানুষকে আল্লাহ্‌র দেওয়া অগণিত নিয়ামতের মধ্যে শিশু একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সে জুড়ি থেকে তোমাদের জন্য সন্তানসন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের দিয়েছেন উত্তম জীবনোপকরণ। তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[২৪]

দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দেওয়া এ অগণিত নিয়ামত মানব জীবনের জন্য শোভাস্বরূপ। নারী ও পুরুষের বৈধ দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয় মানব শিশুর মাধ্যমেই। আল-কুর'আনে মানব শিশুকে পার্থিব জীবনের শোভা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির বাহন এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।[২৫]

শিশুর অস্তিত্বকে ঝামেলা বা জীবনের বোঝা মনে করা ঠিক নয়। বরং শিশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে তার যথাযথ মর্যাদা অনুধাবন ও নিরূপণ। এটি ছাড়া শিশুর অধিকার কোনরূপেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

মূলত সন্তানপ্রাপ্তির ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কেউ সারা জীবন কামনা করেও সন্তানের মুখ দেখতে পায় না। আবার কেউ না চাইতেই পেয়ে যায়।

---

[২৪]. আল-কুর'আন, ১৬:৭২

[২৫]. আল-কুর'আন, ১৮:৪৬

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

আসমান এবং জমিনের আধিপত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যাশিশু উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[২৬]

এ সন্তানই দ্বীনের প্রচারপ্রসারে পিতার সহায়ক ও উত্তরাধিকার। মানুষের উচিত নেক সন্তান কামনা করা, যে হবে তার দীনী উত্তরাধিকারী। তাইতো হযরত যাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান কামনা করেছেন। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّايَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

আমার পর আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের ভয় করি। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। হে আমার রব! এ অবস্থায় তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করো। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে। আর হে প্রভূ! তাকে একজন পছন্দনীয় মর্যাদাবান মানুষ বানাও।[২৭]

আল-কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নেক সন্তান কামনা করার জন্য আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন এভাবে:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রভূ! আমাদের জন্য এমন জুড়ি ও সন্তানসন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নশীতলকারী এবং আমাদেরকে করো মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য নেতা।[২৮]

অন্যত্র এসেছে:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রভূ! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো। অবশ্যই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।[২৯]

---

[২৬]. আল-কুর'আন, ৪২:৪৯-৫০

[২৭]. আল-কুর'আন, ১৯:৫-৬

[২৮]. আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

[২৯]. আল-কুর'আন, ৩:৩৮

সন্তান যেমন আল্লাহ্‌র দান তেমনি তাকে নিয়ে যাওয়ার মালিকও তিনি। তাই সন্তানের মৃত্যুতে হা-হুতাশ করা ঠিক নয়। বরং এ সময়ে সবর করা ও আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করা মুমিনের দায়িত্ব। এজন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার।

সন্তানের মৃত্যুতে আমরা পড়তে পারি আল্লাহ্ তা'আলার শেখানো এই দু'আ:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

যারা বিপদে পড়লে বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌র জন্যই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।[৩০]

উপরোক্ত আল-কুর'আন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর মর্যাদা ও মূল্য অপরিসীম।

মানব জীবনে শিশুর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শিশু নারী ও পুরুষের বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফলস্বরূপ। মূলত শিশু হচ্ছে সুসংবাদ ও সৌভাগ্যের পরম প্রাপ্তি। বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্ হযরত যাকারিয়া (আ.) কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন এভাবে:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

ওহে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের; যার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া। ইতিপূর্বে আর কাউকেই এ নামধারী করিনি।[৩১]

আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনে শিশু সন্তানের নামে শপথ করেছেন, যা দ্বারা শিশুর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

না, আমি এ নগরীর নামে শপথ করে বলছি, যখন তুমি এ নগরীতে অবস্থান করছো। আর শপথ করছি জন্মদাতার নামে এবং তার ঔরসে জন্মপ্রাপ্ত শিশুসন্তানের নামে।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিরি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটোদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৩]

---

৩০. আল-কুর'আন, ২:১৫৬

৩১. আল-কুর'আন, ১৯:৭

৩২. আল-কুর'আন, ৯০:১-৩

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কেননা শিশু কাঁদলে মায়ের মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নাতি হযরত হুসাইন (রা.– কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সাথে কৌতুক করতেন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاسْتَقْبَلَ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ، حَتَّى أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ

হযরত ইয়া'লা আল 'আমেরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এক দাওয়াতে বের হলেন, পথিমধ্যে হুসাইন (রা.) রাস্তায় কয়েকজন বালকের সাথে খেলা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ লোকদের সামনে গেলেন এবং হুসাইন (রা.) কে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন, হুসাইন (রা.) এদিক ওদিক দৌঁড়াতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যতক্ষণ না তাঁকে ধরলেন ততক্ষণ তাঁর সাথে কৌতুক করলেন। তারপর তিনি একটি হাত তাঁর চিবুকের নিচে এবং অন্য হাতটি তার মাথার ওপর রাখলেন। তারপর তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। এবং বললেন, হুসাইন আমার এবং আমি হুসাইনের। আল্লাহ্ তাঁকে ভালোবাসেন যে হুসাইনকে ভালোবাসে, হুসাইন আমার বংশের একজন।[৩৫]

---

৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল বুখারী ও আবূ 'আবদুল্লাহ, *আদাবুল মুফরাদ মাখরাজান*, বাবু ইজলালিল কাবীর (বৈরূত: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৯ সাল) খণ্ড-১, পৃ. ১৩০, হাদীস নং-৩৫৮

৩৪. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আযান, বাবু মান আখফফাস সলাত 'ইনদা বাকাইস সবিয়্যি, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং-৭১০

৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন মু'আয ইব্ন মা'বাদ আত তামীমী ও আবূ হাতিম আদ দারিমী আল বুসতী, *সহীহ ইব্ন হিব্বান বিতারতীবি ইব্ন বালবান*, (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩) কিতাবু ইখবারিহী (সা.) 'আন মানাকিবিস সাহাবাহ, রিজালুহুম, বাবু যিকরি ইসবাতি মাহাব্বাতিল্লাহি জাল্লা ওয়া 'আলা লি মুহিব্বিল হুসাইন ইব্ন 'আলী, ২য় সংস্করণ, খণ্ড-১৫, পৃ. ৪২৭, হাদীস নং-৬৯৭১

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا

হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে হাতে ধরে তাঁর এক রানের ওপর বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিতেন। পরে বলতেন, হে আল্লাহ্! আপনি এদের উভয়কে রহম করুন, কেননা আমিও এদের ভালোবাসি।[৩৬]

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, শিশুর সাথে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করা উচিত। অন্য একটি হাদীসে শিশুর সাথে কোমল আচরণকারী ব্যক্তির মর্যাদা বিধৃত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ.

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমান সে লোকই লাভ করেছে যার চরিত্র সর্বোত্তম এবং যিনি পরিবারের লোকদের সাথে কোমল আচরণকারী।"[৩৭]

মূলত শিশুসন্তান শুধু এ দুনিয়ায় নয় পরকালেও উপকারী। সন্তানকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করতে পারলে পরকালে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এক পরিবারের সবাইকে একই জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের পথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদের আমরা তাদের সাথে জান্নাতে একত্র করব আর তাদের আমলের মধ্যে আমি কোনো কমতি করবো না। প্রত্যেক মানুষ যা কামাই করে এর বদলে সে বন্ধক আছে।[৩৮]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

সদা প্রস্তুত জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে, আর তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুণ্যবান হবে তারাও। আর ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদের সমাদর করতে আসবে।[৩৯]

---

৩৬. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু ওয়াদ'ইস সবিয়্যি 'আলাল ফাখিযি, খণ্ড-৮, পৃ. ৮, হাদীস নং-৬০০৩

৩৭. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল ঈমান, বাবু মা জাআ ফি ইসতিকমালিল ঈমান ওয়া যিয়াদিহী ওয়া নুকছানিহী, খণ্ড-৪, পৃ. ৩০৫, হাদীস নং-২৬১২

৩৮. আল-কুর'আন, ৫২:২১

৩৯. আল-কুর'আন, ১৩:২৩

অন্যত্র এসেছে:

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে সদা প্রস্তুত জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো। আর তাদেরও যারা তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে নেককার হবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৪০]

নিম্নে শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যেসব নির্দেশনা দিয়েছে তা আলোচনা করা হলো:

১.২.১. শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট। ইসলামের আগমনের পূর্বে আইয়্যামে জাহেলিয়াতে যেখানে মানবশিশুর বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা ছিল না সেখানে ইসলাম এহেন শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধান করেছে। ইসলামে অভাবঅনটনের ভয়ে সন্তান হত্যা নিষেধ। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন,

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

আর্থিক অনটনের জন্য তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে যেভাবে জীবিকা দান করি তাদেরও অনুরূপভাবে দান করবো।[৪১]

অন্যত্র এসেছে:

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের শিশুদের হত্যা করো না, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[৪২]

বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার। ইসলামের নির্দেশ হলো, সন্তানের ভরণপোষণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা। ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে শিশুসন্তানের

---

৪০. আল-কুর'আন, ৪০:৮

৪১. আল-কুর'আন, ৬:১৫১

৪২. আল-কুর'আন, ১৭:৩১

খাওয়াদাওয়া, বাসস্থান, পোশাকপরিচ্ছদ, চিকিৎসা, প্রতিপালন এবং শিক্ষাদীক্ষার তত্ত্বাবধান প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক।

শিশু মানব সভ্যতা গঠনের সুতিকাগার। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশু উন্নত সমাজ গঠনে অপরিহার্য। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নেকসন্তান কামনা করার জন্য আমাদের দু'আ শিখিয়েছেন এভাবে:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের জন্য এমন জুড়ি ও সন্তানসন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নশীতলকারী এবং আমাদের করো মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য নেতা।[৪৩]

নেককার সন্তানপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা উচিত। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে যখন ইসমাইল (আ.) ও ইসহাক (আ.)-এর মতো সন্তান পান তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এভাবে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমায় বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার রব অবশ্যই প্রার্থনা শোনেন।[৪৪]

অন্য আয়াতে এসেছে:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের রব! আমি আমার শিশুদের তোমারই সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যবিহীন পানিবিহীন অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করতে রেখে গেলাম। প্রভূ! সেখানে তারা সালাত কায়েম করবে। তুমি মানবজাতির হৃদয়কে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও এবং তাদেরকে ফলমূলের আহার্য সরবরাহ করো। অবশ্যই তারা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী থাকবে।[৪৫]

মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অন্যতম প্রধান অবদান হলো, শিশুর সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যা মূলত অভিভাবকের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহ্র কাছে যে দু'আ করেন তা প্রণিধানযোগ্য:

---

৪৩. আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

৪৪. আল-কুর'আন, ১৪:৩৯

৪৫.আল-কুর'আন, ১৪:৩৭

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

আমার পর আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের ভয় করি। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। হে আমার রব! এ অবস্থায় তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো। এ উত্তরাধিকারী আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে। আর হে প্রভূ! তাকে একজন পছন্দনীয় মর্যাদাবান মানুষ বানাও।[৪৬]

১.২.২. শিশু মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ

শিশু মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ। মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখতে হলে শিশু সন্তানের বিকল্প নেই। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানব-মানবী সৃষ্টি করে তাদের থেকেই সমস্ত মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল-কুর'আনের ভাষায়:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সে রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়িকে এবং দুজন থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী; এবং আল্লাহ্কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করো, এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[৪৭]

অন্যত্র এসেছে:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

তিনি আকাশমণ্ডলী ও প্রথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে প্রাণীকুলের মধ্যেও তাদের স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন; কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৪৮]

---

[৪৬]. আল-কুর'আন, ১৯:৫-৬

[৪৭]. আল-কুর'আন, ৪:১

[৪৮]. আল-কুর'আন, ৪২:১১

আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি পানির উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে মানুষকে বংশক্রম ও শ্বশুর সম্পর্কিত আত্মীয়তার ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন। আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।[৪৯]

আল-কুর'আনে আরো এসেছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব জাতি! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। আর তোমাদের সজ্জিত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। আসলে আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।[৫০]

আল-কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, পৃথিবীতে মানবজাতির বসবাস তথা মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে শিশুদের সুন্দরভাবে লালনপালন করতে হবে। তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা তারাই হলো মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ।

---

৪৯. আল-কুর'আন, ২৫:৫৪

৫০. আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর অধিকার

শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। শিশুরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। সুতরাং একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য শিশুদের যথাযথ লালনপালন করা তথা তাদের সব ধরনের অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য ইসলাম সুসন্তানকে আল্লাহ্‌র অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে অভিহিত করেছে এবং শিশুদের সব ধরনের অধিকার দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

আল্লাহ্‌ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন। তবুও কি তারা বাতিলে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[৫১]

স্বামী-স্ত্রীর আবেগউচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমভালোবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমেই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্পবিশেষ। ধনসম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তানসন্ততি বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম। সে জন্য আল্লাহ্‌ চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি চাইতে বলেছেন। আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করো যারা হবে আমাদের নয়নশীতলকারী এবং আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।[৫২]

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার রব! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান করো, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবনকারী।[৫৩]

সন্তান আল্লাহ্‌র দেওয়া এক উত্তম নিয়ামত। এ নিয়ামতের সুফল মৃত্যুর পরও ভোগ করা যায়।

---

[৫১]. আল-কুর'আন, ১৬:৭২

[৫২]. আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

[৫৩]. আল-কুর'আন, ৩:৩৮

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন মানুষের আমলের (সওয়াবের) ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমলের সওয়াব সদা সর্বদা অব্যাহত থাকে– ১. সাদকায়ে জারিয়াহ ২. এমন ইলম যা দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয় এবং ৩. সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।[৫৪]

এ ধরনের চক্ষুশীতলকারী ও সাদকায়ে জারিয়াহ তথা নেক সন্তান তৈরীতে পিতামাতাকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। শিশুদের লালনপালনে কর্তব্যসমূহ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আদায় ও তাদের হক পালনের যোগ্যতা ও গুণাবলী পিতার চাইতে মায়েদের বেশী দেওয়া হয়েছে। আর সন্তান অধিকাংশ সময় মায়ের কাছেই অবস্থান করে। শুধুমাত্র অর্থ যোগান দেওয়া ও সন্তানকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পিতার বিবিধ দায়িত্ব রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে সন্তানের প্রতি পিতামাতার বিভিন্ন দায়িত্ব তথা সন্তানের অধিকারসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করতে চাই।

১.৩.১. মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশ

ইসলাম শিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই তার বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। বৈবাহিক জীবনের পবিত্রতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বর্ণনা করেছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মেয়েদেরকে স্ত্রী করার ব্যাপারে চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তার অর্থসম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপসৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। তুমি দীনদার মেয়েকে বিয়ে করো, তাহলে শান্তি লাভ করতে পারবে।[৫৫]

---

৫৪. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ওয়াসিয়্যাত, বাবু মা ইউলহিকুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওয়াফাতিহী, খণ্ড-৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস নং-১৬৩১

৫৫. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল আকফা ফিদ দীন, খণ্ড-৭, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫০৯০, *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুর রিদা', খণ্ড-২, পৃ. ১০৮৬, হাদীস নং-১৪৬৬, আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন নাসায়ী, *সুনানুন নাসাঈ*, (হিল্‌ব: মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি. ১৯৮৬) কিতাবুন নিকাহ, বাবু কারাহিয়াতি তাযবীজিয যিনাত, খণ্ড-৬, পৃ. ৬৮, হাদীস নং-৩২৩০, আবূ দাউদ সিজাস্তানি, *সুনানু আবী দাউদ*, (বৈরূত: লেবানন,

পিতামাতা দাম্পত্য জীবনে নেককার ও সৌভাগ্যবান হলে এবং পরস্পর সহযোগী হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ঘরে বরকতময় সন্তান জন্মলাভ করবে, যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে, চাপা ও বিক্ষুব্ধ মন, জটিলতা ও পদস্খলন এবং বক্রতা ও মন্দ চারিত্রিক স্বভাব থেকে দূরে অবস্থান করবে। কেননা, পিতামাতার সততা ও যোগ্যতা সন্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এমন কি সন্তান ছোটো থাকা অবস্থায় পিতামাতা মারা গেলেও।[৫৬] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا "،

হযরত ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে বলবে, باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদের এবং আমাদের যে রিযিক (সন্তান) দান করেছ তাদের শয়তান থেকে দূরে রাখো। এ সহবাসে তাদের মধ্যে যদি কোনো সন্তান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।[৫৭] এভাবে সহবাসের সময় যদি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয় তাহলে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে আল্লাহ্‌ শয়তানের হাত থেকে হেফাজত করেন। গর্ভে নেককার সন্তান তৈরীর জন্য পিতামাতার অনেক দায়িত্ব রয়েছে যা সন্তানের একান্ত অধিকার।

১.৩.২. নবজাতকের জন্য করণীয়

নবজাতকের জন্য তিনটি কর্তব্যের প্রথমটি হলো তাকে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে শরীরে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা। অবশ্য শীতকালে গোসল করানোর ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বল করতে হবে যেন তাকে ঠাণ্ডা আক্রমণ করতে না পারে। গোসলের সময় খুব লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানি তার নাক, কান এবং মুখে প্রবেশ করতে না পারে। গোসলের পরপরই শরীর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে এবং আবহাওয়া অনুযায়ী নরম জাতীয় কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। শিশুকে বেশী আলোকজ্জ্বল স্থানে রাখা যাবে না। অধিক আলোর প্রভাবে শিশুর চোখের জ্যোতি হ্রাস পেতে পারে। কোলের শিশুকে একা ঘরে রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না। এতে অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে।[৫৮]

আল মাকতাবাতুল ‘আসরিয়্যাতি সইদান) কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইউমারু বিহী মিন তাযবীজি যাতিদ দীন, খণ্ড-২, পৃ. ২১৯, হাদীস নং-২০৪৭, আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল ‘আরাবিয়্যাহ) কিতাবুন নিকাহ, বাবুত তাযবীজি যাতিদ দীন, খণ্ড-১, পৃ. ৫৯৭, হাদীস নং-১৮৫৮, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি. ২০০১ ইং) মুসনাদিল মুকাসসিরীন মিনাস সাহাবা, মুসনাদু আবী হুরায়রা, খণ্ড-১৫, পৃ. ৩১৯, হাদীস নং-৯৫২১

৫৬. হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪) পৃ. ২৩৫

৫৭. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইয়াসতাহিব্বু আয়্যাকূলাহূ ‘ইনদাল জিমা‘, খণ্ড-২, পৃ. ১০৫৮, হাদীস নং-১৪৩৪

৫৮. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

১.৩.৩. নবজাত সন্তানের কানে আযান দেওয়া

নবজাত সন্তানের ডান কানে ছোটো আওয়াজে আযান দেওয়া সুন্নত। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

হযরত 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী রাফে' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছি যে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান (রা.)-এর জন্ম হলে তিনি তাঁর কানে নামাযের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন।[৫৯]

কানে আযান ও ইকামাত দেওয়ার হিকমত বর্ণনা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নবজাতকের কানে আযান ও ইকামাত দেওয়ার অর্থ হলো তাকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, আযান ও ইকামাত হয়ে গেছে এখন শুধু নামাযের অপেক্ষা, নামায শুরু হতে যে সামান্য সময় বাকী আছে তাই তোমার জীবন। আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে নবজাতকের কানে প্রথমেই আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম পৌঁছে দেওয়া হয় যেন এর প্রভাবে তার ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে সে নিরাপদে থাকতে পারে। আর নবজাতক দুনিয়াতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই তার কানে এ আহ্বান পৌঁছে দেয়া যে, আযান ও ইকামাত ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আযান ও ইকামাতের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে শয়তান নবজাতকের কাছ থেকে দূরে সরে যায় আর শয়তানের সব প্রকার অনিষ্ট থেকে নবজাতক আশঙ্কামুক্ত হয়ে যায়। এর আরেকটি হিকমত হলো, শয়তান নবজাতকের মন-মস্তিষ্ক বিগড়ে দেওয়ার আগেই তার কানে ইসলাম তথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াত ও ইবাদতের আহ্বান পৌঁছে দেওয়া।

১.৩.৪. সুন্দর নাম রাখা ও তাহনীক করা

নবজাতকের নাম রাখার সময় একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম। নবজাতকের জীবনের সূচনাতেই তাহনীক করা সুন্নত। শিশুর জীবনের জন্য তাহনীক বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাদীসে এসেছে:

---

[৫৯]. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল আদ্বাহী, বাবুল আযান ফী উযুনিল মাউলূদ, খণ্ড-৪, পৃ. ৯৭, হাদীস নং- ১৫১৪

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তালহা আনসারী (রা.)-এর পুত্র ‘আবদুল্লাহ্ ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কম্বল গায়ে তাঁর উটের শরীরে তেল মাখছিলেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাঁকে কয়েকটি খেজুর দিলাম। তিনি সেগুলো মুখে দিয়ে চিবালেন। অতঃপর বাচ্চার মুখে তা দিলেন। বাচ্চাটি তা চুষতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আনসারগণ খেজুর পছন্দ করে। আর বাচ্চার নাম রাখলেন ‘আবদুল্লাহ।[৬০]

যদিও যে কোনো মিষ্টি দ্রব্য দ্বারা তাহনীক করা যায় কিন্তু খেজুর দ্বারা তাহনীক সর্ম্পকে হাদীসের আরো বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ

হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক ছেলে হলো। আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর দিয়ে তাহনীক করালেন।[৬১]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ‘সর্বসম্মতভাবে তাহনীক সুন্নত এবং খেজুর দিয়ে তাহনীক করা মুস্তাহাব। খেজুর ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাহনীক করা হলে তাও জায়েয। হাদীস থেকে এটিও বোঝা গেল যে, কোনো নেককার পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক দ্বারা তাহনীক করানো উচিত।’[৬২]

তাহনীকের একটি উপকারিতা হলো, নবজাতকের মুখে চর্বিত বস্তু ঢেলে দেওয়ার পর জিহ্বা দ্বারা নাড়াচাড়া করার কারণে তার দাঁতের মাড়ি মজবুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সাথে সাথে মাতৃস্তন্যে মুখ লাগানোর প্রতি সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এ ছাড়া তাহনীকে ব্যবহার্য খেজুর ও মধুতে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খেজুর ও মধুর ব্যাপক খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টিমান

---

৬০. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল আদাব, বাবু ইসতিহবাবি তাহনীকিল মাউলূদ ‘ইনদা বিলাদাতিহ, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬৮৯, হাদীস নং-২১৪৪, *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফী তাগইরিল আসমা, খণ্ড-৪, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং-৪৯৫১

৬১. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল আদাব, বাবু ইসতিহবাবি তাহনীকিল মাউলূদ ‘ইনদা বিলাদাতিহ, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬৯০, হাদীস নং-২১৪৫

৬২. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ‘আকীকা, হাদীস নং-৫০৪৫

প্রমাণিত। এহেন পুষ্টিবহুল বস্তুর সাথে নবজাতক শিশুকে জীবনের সূচনালগ্নেই সম্পৃক্ত করাও তাহনীকের একটি বিরাট হিকমত।[৬৩]

১.৩.৫. নবজাতক শিশুকে শালদুধ পান করানো

করুণাময় আল্লাহ্ মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালনপালনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করেন। একটি নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তার লালনপালনের ব্যবস্থা করে দেন। শিশুর মাতার বুকে নবজাতক শিশুর জন্য দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ, যা নবজাত শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী। গর্ভ অবস্থার শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন্য থেকে যে গাঢ় হলুদ রংয়ের দুধ আসে তাকে শালদুধ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'কোলোস্ট্রাম' বলে। এ দুধ পরিমাণে খুব অল্প। কিন্তু এ সামান্য দুধ নবজাতকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শালদুধ হলুদ বর্ণ এবং অত্যন্ত গাঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকে বলে কেউ কেউ এ দুধকে ক্ষতিকর বলে মনে করেন। অথচ হাদীসে রাসূল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী। আধুনিককালে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা নবজাতককে শালদুধ পান করানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

শালদুধে স্নেহ ও শর্করার পরিমাণ কম। কিন্তু খনিজ লবণ, লৌহ ও আমিষের পরিমাণ সাধারণ দুধের চেয়ে বেশী, যা নবজাতকের পুষ্টিমান যথার্থ রাখার পাশাপাশি একটি উত্তম রেচক হিসেবেও কাজ করে থাকে। পুষ্টিমান রক্ষার পাশাপাশি শালদুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা রোগপ্রতিরোধকারী এন্টিবডি উপাদান। এর মধ্যে 'আইজি-এ' এবং 'আইজি-জি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ উপাদানসমূহ শিশুর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।[৬৪] এর ফলে শিশু যে কোনো প্রদাহ যেমন সেপটিসিয়া, ভাইরাসের আক্রমণ, শ্বাসনালীর প্রদাহ ও মনিলিয়াল প্রদাহের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে।[৬৫]

শালদুধের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে। A Guide to Brest Feeding নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে,

``Your first yellowish milk, colostrums, which may not even look like milk to you, provides all the nutrition your new born need. The colostrums is rich in vitamins, proteins and minerals which the body needs to be healthy and strong. Colostrums

---

৬৩. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৬৪. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-৩৭

৬৫. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, (ঢাকা: ইফাবা, জুন ২০০৩), পৃ. ৪৯

also helps protect the body from infection and will prevent the baby from developing allergies. The colostrums will help clear the new banns bowels.[66]

`Encyclopedia Britannica'-তে বলা হয়েছে, The early milk or colostrums is rich in essential for growth; it also contains the proteins that convey immunity to some infections from mother to young although not in such quantity as among domestic animals.[67]

তুলনামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে, শালদুধ এবং সে সাথে মায়ের দুধ গ্রহণকারী শিশুদের এলার্জি, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, মেনিনজাইটিস, অন্ত্রপ্রদাহজাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক কম। শালদুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-'ই' এবং ভিটামিন-'এ'। উভয় ভিটামিনই দীর্ঘদিন শিশুর যকৃতে জমা থাকে। ভিটামিন-'ই' শরীরে এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে এ ভিটামিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের লোহিত কণিকার ভাঙ্গন প্রবণতারোধে সহায়তা করে থাকে। ভিটামিন-'এ' চোখের রঞ্জক তৈরী, দাঁত, হাড়ের গঠনে সহায়তা, শরীরের ভেতর ও বাইরের আবরণীর কোষকে রক্ষা করার পাশাপাশি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, পর্যাপ্ত শালদুধ ও মায়ের দুধ গ্রহণকারী শিশুদের শ্বাসনালীর সংক্রমণের হার অন্য শিশুদের চাইতে অনেক কম। মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে মা ও শিশুর মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধন তৈরী হয়। এ সংযোগ মা ও শিশুর বন্ধন এবং মায়ের সাথে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ তৈরীতে বিশেষভাবে সহায়ক। তাই শালদুধ ফেলে দেওয়া বা নষ্ট করা একেবারেই অনুচিত। শিশুকে শালদুধ-সহ বুকের দুধ পান করানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ দেওয়া উচিত।[৬৮]

১.৩.৬. আকীকা

শিশুর নাম রাখার পর পিতামাতার কর্তব্য হলো ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি কুরবানীতে যবেহযোগ্য পশু দ্বারা আকীকা করা। আকীকা করা সুন্নত। এর দ্বারা সন্তানের ওপর থেকে বালা মুসীবত দূর হয়ে যায়। এ ছাড়া আকীকার বহুবিধ উপকার রয়েছে। সম্ভব হলে নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)ও স্বয়ং সপ্তম দিনে আকীকা করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

---

৬৬. *গাইড টু ব্রেস্ট ফিডিং* (রিভাইজড এডিশন, সুইজারল্যান্ড, ১৯৮৬) পৃ. ১৩

৬৭. *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ভলিউম-১০, ১৫ তম সংস্করণ, পৃ. ৫৮৪

৬৮. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-৩৭

হযরত সামূরা ইব্ন জুনদূব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নবজাতক নিজ আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিন তার নামে একটি আকীকার পশু যবেহ্ করবে।[৬৯]

অত্র হাদীসের বরাতে তিরমিযীর টিকার ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে, সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিন তার নামে আকীকার পশু যবেহ্ করা সুন্নত, সপ্তম দিনে যবেহ্ করা সম্ভব না হলে চতুর্দশতম দিনে যবেহ্ করা, তাও সম্ভব না হলে নবজাতকের জন্মের একবিংশতম দিনে তার নামে আকীকার পশু যবেহ্ করবে।

১.৩.৭. শিশুকে দুধ পান করানো

ইসলাম শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোকে শিশুর অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে। এ ব্যাপারে আল-কুর'আনের দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে।[৭০]

وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে। এরপর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে।[৭১]

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস।[৭২]

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ

আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম তাকে দুধ পান করাও।[৭৩]

ওপরের আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, শিশুকে পূর্ণ দুই বছর মায়ের দুধ পান করাতে হবে। প্রয়োজনে আরো ছয় মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে। এটি শিশুর অধিকার যা তার বেড়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। চিকিৎসা

---

[৬৯] *সুনানুত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩

[৭০]. আল-কুর'আন, ২:২৩৩

[৭১]. আল-কুর'আন, ৩১:১৪

[৭২]. আল-কুর'আন, ৪৬:১৫

[৭৩]. আল-কুর'আন, ২৮:৭

বিজ্ঞানেও রয়েছে যে, শিশুকে কমবেশী দুই বছরই দুধ পান করানো উচিত। মা বা শিশুর শারীরিক অসুস্থতার অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিশুকে বুকের দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখার পরামর্শ দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে জানা যায়, দেহপসারিনীর দুধ পানে শিশু 'হেপাটাইটিস বি' ভাইরাসে এমনকি 'এইডস' ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।[৭৪]

হযরত 'উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলের প্রথমদিকে যেহেতু মাতৃদুগ্ধ পানরত শিশুরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আর্থিক অনুদান পেত না সেহেতু মায়েরা শিশুদের জন্য অনুদান পাওয়ার আশায় তাড়াতাড়ি বুকের দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়ে দিতেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত 'উমর (রা.) শিশুদেরকে বুকের দুধদানে মায়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জন্মের পর থেকেই এ আর্থিক অনুদান চালু করেন।

শিশুর জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য। মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ্প্রদত্ত এমন তৈরী খাবার যা শিশু সহজেই হযম করতে পারে এবং শিশুর শরীর সহজেই তা কাজে লাগিয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে।[৭৫]

আধুনিক সমাজে শিশুকে তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। 'বুকের দুধ খাওয়ান শিশুকে বাঁচান', 'মায়ের দুধের বিকল্প নেই' নানা শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। পালন করা হচ্ছে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস'। অথচ শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পাচ্ছে না। প্রগতি, নারী স্বাধীনতা ও শারীরিক সৌন্দর্য্য ধরে রাখার নামে মায়েরা শিশুসন্তানদের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করছে। নির্বোধ প্রাণীরাও যেখানে তাদের বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে চলেছে সেখানে 'আশরাফুল মাখলুকাত', সুসভ্য, বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ তার অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরকে বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে যা সুস্থ সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের অন্তরায়। সুস্থ বংশধরের জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। কারণ মায়ের দুধ শুধু পুষ্টিকরই নয়, বরং এতে রয়েছে জীবাণু প্রতিরোধক উপাদান সমূহ (এন্টি বডিজ) যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মায়ের দুধে আরো রয়েছে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া নির্মূলকারী প্রাটোজোয়ান, এনজাইম ও ফ্যাটি এসিড প্রোটিন যা ফুসফুস ও পাকস্থলীর কোষে হামলা চালাতে জীবাণুকে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মায়ের দুধ সম্পর্কে অতি সম্প্রতি জানা গেছে যে, মায়ের দুধ ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।[৭৬]

---

৭৪. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

৭৬. *দৈনিক ইনকিলাব*, (ঢাকা: ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) পৃ. ১

শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর প্রদাহ, অপুষ্টি এবং ছোঁয়াচে রোগসমূহ; যার সবগুলোরই প্রতিরোধ সম্ভব। মায়ের বুকের দুধ এ রোগসমূহের অনেকখানি প্রতিরোধে সক্ষম।[৭৭] চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে মায়ের দুধের বহুবিধ উপকারিতা উদ্ভাবন করেছেন। অথচ ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই মায়ের দুধ খাওয়ানোকে শিশুদের অপরিহার্য অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। কোনোরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই এ নির্দেশনা নিঃসন্দেহে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। ইসলাম এভাবেই শিশুদের কল্যাণের জন্য মায়ের বুকের দুধ পান করানোর প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

১.৩.৮. সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা

শিশুদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন তাদের অন্যতম অধিকার। তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলামেশা করা, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের আবেগঅনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, এমন আচরণ না করা যাতে তাদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে বা তাদের মন ভেঙ্গে যায়। মূলত আল্লাহ্ তা'আলা শিশুদের প্রতি পিতামাতার অন্তরে স্নেহভালোবাসার আবেগ না দিলে তারা বেড়ে উঠতে পারত না। সন্তানদের সাথে কঠোরতা অপছন্দনীয় কাজ। আল-কুর'আনে সন্তানদের সাথে নরম ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের মাঝে তোমাদের কিছু দুশমন রয়েছে, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য তোমরা যদি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৭৮]

সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা আল্লাহ্প্রদত্ত ও স্বভাবজাত। বিশেষ করে মানব অস্তিত্বের প্রয়োজনেই পিতামাতার এ অকৃত্রিম ভালোবাসা। সন্তানসন্ততি মানব সভ্যতা বিকাশের একমাত্র মাধ্যম। সৎ সন্তান পিতামাতার জন্য অনন্য সম্পদ। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا

ধনৈশ্বর্য্য ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম, তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।[৭৯]

---

৭৭. ড. মোঃ ময়নুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৭৮. আল-কুর'আন, ৬৪:১৪

৭৯. আল-কুর'আন, ১৮:৪৬

আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেতখামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।[৮০]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। তিনি এ বিশ্ব চরাচরে 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন' হিসেবে আগমন করেছেন। আল্লাহ্র প্রতিপালন যেমন সার্বজনীন নবীর প্রেম ভালোবাসাও তেমনি সার্বজনীন। আলোচ্য হাদীসসমূহে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশু-কিশোরদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন।[৮১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আকরা' ইব্ন হাবিস (রা.) একবার দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান (রা.) কে চুম্বন করছেন। দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে, তাদের একজনকেও চুম্বন করিনি। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে অন্যকে স্নেহ করে না তার প্রতি কেউ স্নেহ প্রদর্শন করে না।[৮২]

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

---

[৮০]. আল-কুর'আন, ৩:১৪

[৮১]. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু ইসতিহবাবিস সালাম 'আলাস সিবইয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৭০৮, হাদীস নং-২১৬৮

[৮২]. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবু রহমাতিহী (সা.), খণ্ড-৪, পৃ. ১৮০৮, হাদীস নং-২৩১৮

হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে এসে বলল, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমি তো কখনো শিশুদের চুমু দেই না। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেন, তবে আমার কী করার আছে?[৮৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং তার সাথে তার দুটি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাইল, কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মাঝে বণ্টন করল, কিন্তু নিজে তা খেল না । অতপর উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যাসন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।[৮৪]

এ সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি মহিলা ‘আয়িশা (রা.)-এর নিকট এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন; মহিলাটি তার দুই শিশুকে দুটি খেজুর দিল এবং নিজের জন্য একটি রাখল, শিশু দুটি নিজেদের খেজুর শেষ করে মায়ের খেজুরটির দিকে তাকাল, মহিলাটি তখন নিজের খেজুরটিও দুভাগ করে শিশু দুটিকে দিয়ে দিল (নিজে কিছুই খেল না)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আসলে ‘আয়িশা (রা.) ঘটনাটি তাঁকে জানালেন, শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? আল্লাহ্ মহিলাটির অন্তরে তার দুই শিশুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৮৫]

---

৮৩. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহী ওয়া মু'আনাকাতিহী, খণ্ড-৮, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫৯৯৮

৮৪. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব ইত্তাকুন নারা ওয়ালাও বিশিক্কি তামরাতিন আল কলীলু মিনাস সাদাকাহ, খণ্ড-২,পৃ. ১১০, হাদীস নং-১৪১৮

৮৫. *আল আদাবুল মুফরাদ*, বাবুল ওয়ালিদাতি রহীমাতিন, খণ্ড-১, পৃ. ৪৫, হাদীস নং-৮৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرْحَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একটি শিশু-সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলো, লোকটি (ভালোবাসার আতিশয্যে) তার শিশুটিকে জড়িয়ে ধরছিল, তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি কি তাকে ভালোবাস? সে বলল, হ্যাঁ; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তোমার চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসেন, তিনি সবচেয়ে বড়ো দয়াময়।[৮৬]

حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا

হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে এলেন। তখন উমামা বিনতু আবিল 'আস তাঁর কাঁধের ওপর ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন, আবার যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।[৮৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে।[৮৮]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا

হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে হাতে ধরে তাঁর এক রানের ওপর বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিতেন। পরে বলতেন, হে আল্লাহ্! আপনি এদের উভয়কে রহম করুন, কেননা আমিও এদের ভালোবাসি।[৮৯]

---

৮৬. *আল আদাবুল মুফরাদ*, বাবু রহমাতিল 'ইয়ালি, খণ্ড-১, পৃ. ১৩৭, হাদীস নং-৩৭৭

৮৭. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহী ওয়া মু'আনাকাতিহী, খণ্ড-৮, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫৯৯৬

৮৮. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আযান, বাবু মান আখফফাস সলাত 'ইনদা বাকাইস সবিয়্যি, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং-৭১০

৮৯. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু ওয়াদ'ইস সবিয়্যি 'আলাল ফাখিযি, খণ্ড-৮, পৃ. ৮, হাদীস নং-৬০০৩

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি শিশুকে নিজের কোলে নিলেন। তারপর তাকে তাহনীক করালেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো। তখন তিনি পানি আনতে বললেন এবং তা (পেশাবের স্থানে) ঢেলে দিলেন।[৯০]

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। নবীরাসূলগণের জীবনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ইউসুফ (আ.) কে হারানোর বেদনা হযরত ইয়াকুব (আ.) প্রকাশ করেছেন এভাবে:

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

এবং সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, আফসোস ইউসুফের জন্য! শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। তারা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।[৯১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের সন্তান, নাতী হাসান-হুসাইন অথবা যে কোনো শিশুকে যারপরনাই ভালোবাসতেন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পুত্র ইবরাহীম-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর দু চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে লাগল। 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? তিনি বললেন, হে 'আওফের পুত্র! এটি হচ্ছে মায়া মমতা। এরপর তাঁর চোখ থেকে আবারও অশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয়

---

৯০. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু ওয়াদ'ইস সবিয়্যি ফিল হাজরি, খণ্ড-৮, পৃ. ৮, হাদীস নং-৬০০২

৯১. আল-কুর'আন, ১২:৮৪-৮৫

শোকার্ত হয়, তবে আমরা আমাদের মুখে এমন কথাই বলবো যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমার প্রস্থানে আমরা শোকাহত।[৯২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান-হুসাইন সম্পর্কে বলেছেন,

عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ البَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

হযরত ইব্ন আবী নু'ম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে এক ব্যক্তি মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, ইব্ন 'উমর তার কাছে জানতে চাইলেন, তুমি কোন দেশী? সে বলল, ইরাকের অধিবাসী। তখন ইব্ন 'উমর বললেন, তোমরা এ লোকটিকে দেখ, সে আমার কাছে মশার রক্ত সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতিকে হত্যা করেছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, ওরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধি ফুল।[৯৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তুলনায় সন্তানসন্ততির প্রতি অধিক স্নেহমমতা পোষণকারী আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর পুত্র ইবরাহীম মদীনায় উঁচু প্রান্তে ধাত্রী মায়ের কাছে দুধ পান করতেন। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি ঐ ঘরে যেতেন অথচ সে ঘরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। 'আমর (রা.) বলেন, যখন ইবরাহীম ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুধ পানের বয়সে ইন্তিকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধ পান করাবে।[৯৪]

---

৯২. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাইয, বাবু কওলিন নাবিয়্যি (সা.): ইন্না বিকা লামাহযূনূন, খণ্ড-২, পৃ. ৮৩, হাদীস নং-১৩০৩

৯৩. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহী ওয়া মু'আনাকাতিহী, খণ্ড-৮, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫৯৯৪

৯৪. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবু রহমাতিহী (সা.) আস সিবইয়ান ওয়াল 'ইয়াল ওয়া তাওয়াদু'উহূ ওয়া ফাদলু যালিক, খণ্ড-৪, পৃ. ১৮০৮, হাদীস নং-২৩১৬

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহমমতা সবার জন্য নিবেদিত। শিশু যেহেতু দুনিয়ায় পুষ্পবিশেষ, তাই তিনি তাদের খুব ভালোবাসতেন– আদর করতেন– স্নেহ করতেন। কাজেই আমাদেরও শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা রাখা উচিত।

১.৩.৯. সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার

আইয়্যামে জাহেলিয়াতে সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা ছিল নিজ কন্যাসন্তানকে জীবন্ত দাফন করা। আরবের কতিপয় গোত্র এবং ব্যক্তি এ নিষ্ঠুরতা ও কঠোর হৃদয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ যালেমরা অসহায় ও নিষ্পাপ কন্যাদেরকে জীবিত দাফন করাকে অত্যন্ত কৃতিত্বের কাজ বলে মনে করত। এ নির্দয়রা তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য গৌরবও করত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে নিজের কৃতিত্ব বর্ণনা করে বলল, সে তো স্বহস্তে আটটি কন্যা জীবিত দাফন করেছে। এমনই একটি ঘটনা নিম্নরূপ:

জাহেলী যুগে কন্যাসন্তান হত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনা: আরবে তামিম গোত্রে কন্যাসন্তান জীবিত দাফন করার নির্যাতনমূলক প্রথা একটু বেশীই ছিল। এ গোত্রের সর্দার হযরত কায়েস ইব্ন 'আছিম যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তিনি নিজের নিষ্পাপ কন্যাকে স্বহস্তে জীবন্ত দাফন করার হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনিয়ে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরে বাইরে গিয়েছিলাম। এ সময় আমার একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিল। আমি বাড়ি থাকলে কণ্ঠস্বর শুনতেই তাকে মাটিতে পুঁতে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতাম। তার মা যেমন তেমন করে কিছুদিন পালল। কিছুদিন লালনপালনের ফলে মায়ের মমতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। পিতা তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার এ ধারণায় সে কম্পিত হলো। বস্তুত আমার ভয়ে ভীত হয়ে সে নিজের প্রিয় কন্যাকে তার খালার নিকট পাঠিয়ে দিল। ধারণা ছিল যে, সে সেখানে লালিতপালিত হয়ে যখন বড় হবে তখন পিতার অন্তরেও দয়ার উদ্রেক হবে। আমি যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরলাম তখন জানতে পেলাম যে, আমার গৃহে মৃত শিশু জন্ম নিয়েছিল। এভাবেই ঘটনার ইতি ঘটল। কন্যা খালার কাছে লালিতপালিত হতে থাকল। এমনকি সে বেশ বড় হলো। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, কোনো প্রয়োজনে আমি একদিন বাইরে গেলাম। তার মা মনে করল, মেয়ের পিতা বাড়ী নেই। অতএব কন্যাকে বাড়ী নিয়ে আসলে কী অসুবিধা? সুতরাং সে কন্যাকে বাড়ী নিয়ে এলো। দুর্ভাগ্য, কিছুদিন পর আমিও বাড়ী পৌঁছে গেলাম। পৌঁছে দেখি একটি অনিন্দ্য সুন্দরী শিশুকন্যা বাড়ীর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দৌড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। আমার অন্তরেও এক অজ্ঞাত ভালোবাসা উথলে উঠল। স্ত্রীও আমার দৃষ্টির অবস্থা দেখে আঁচ করে নিল যে, সুপ্ত পিতৃস্নেহ জেগে উঠেছে এবং রক্তের প্রভাব রং নিয়েছে। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, নেক বখত! এটি কার বাচ্চা? অত্যন্ত সুন্দর মেয়ে তো!

এ প্রশ্নের জবাবে স্ত্রী সব কাহিনী শুনিয়ে দিলো। আমি অবলীলাক্রমে মেয়েকে গলায় জড়িয়ে নিলাম। মা তাকে বলল, এ তোমার পিতা। মেয়ে আমাকে জাপটে ধরল। পিতার স্নেহ পেয়ে সে এত আনন্দিত হলো যে, আব্বা আব্বা বলে সে মুখে মুখ লাগাত এবং যখন সে আব্বা আব্বা বলে দৌড়ে আমার নিকট আসত তখন আমি তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য ধরনের শান্তি অনুভব করতাম।

এভাবেই দিন যেতে লাগল এবং কন্যা স্নেহভালোবাসায় নির্ভাবনায় লালিতপালিত হতে লাগল। কিন্তু তাকে দেখে কখনো কখনো আমি চিন্তা করতাম, তার কারণে আমাকে শ্বশুর হতে হবে। আমাকে এ জিল্লতী বা অবমাননাও সহ্য করতে হবে যে, আমার কন্যা কারো বউ বা স্ত্রী হবে। আমি জনসমক্ষে কী করে মুখ দেখাবো। আমার মানইজ্জত তো মাটিতে মিশে যাবে। অবশেষে আমার মর্যাদাবোধ আমাকে উচ্চকিত করে তুলল। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ অবমাননাকর বস্তু দাফন করেই ছাড়বো। স্ত্রীকে বললাম, কন্যাকে তৈরী করে দাও। তাকে এক দাওয়াতে সাথে করে নিয়ে যাবো। স্ত্রী তাকে গোসল করাল, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কাপড় পরাল এবং সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরী করে দিলো। শিশুকন্যাও বাপের সাথে বেড়াতে যাবার আনন্দে টইটুম্বুর। আমি তাকে নিয়ে এক নির্জন জঙ্গলের দিকে রওনা দিলাম। কন্যা মনের আনন্দে আমার সাথে নাচতে নাচতে যাচ্ছিল এবং আমার পাষাণ মনে তখন একই ভাবনা যে, কত তাড়াতাড়ি এ লজ্জার পুটলীকে মাটিতে পুঁতে ফেলা যায়। তার তো কিছু জানা ছিল না, নিষ্পাপ কন্যা কখনো আমার হাত ধরে, কখনো আমার থেকে আগে দৌড়ে, কখনো আনন্দে আত্মহারা হয়ে কথা বলতে বলতে যেতে লাগল। অবশেষে আমি এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেলাম। অতপর সেখানে গর্ত খোঁড়া শুরু করলাম। শিশুকন্যা তো হয়রান হয়ে গেল যে, আব্বাজান এ নির্জন জঙ্গলে গর্ত কেন খুঁড়ছেন এবং জিজ্ঞেস করল, আব্বু গর্ত কেন খুঁড়ছ? সে তো জানত না যে, নিষ্ঠুর পিতা তার জন্যই কবর খুঁড়ছে এবং চিরদিনের জন্য তাকে স্তব্ধ করে দেবে। গর্ত খোঁড়ার সময় যখন আমার পা ও কাপড়ের ওপর মাটি পড়ল তখন নিষ্পাপ কন্যা নিজের ছোটো ছোটো ও প্রিয় নাজুক হাত দিয়ে মাটি ঝেড়ে দিলো এবং তোতলা ভাষায় বলল, আব্বু তোমার কাপড় নষ্ট হচ্ছে। আমি যখন গভীর গর্ত খোঁড়া শুরু করলাম তখন সে পূতপবিত্র নিষ্পাপ ও হাসিখুশী কন্যাকে উঠিয়ে সে গর্তে নিক্ষেপ করলাম এবং অতি তাড়াতাড়ি করে তার ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। কন্যাটি আমার দিকে বেদনার্ত হয়ে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আব্বাজান! আমার আব্বাজান! এ তুমি কী করছ? আব্বু তুমি কী করছ? আব্বু আমি তো কিছু করিনি। আব্বু তুমি কেন আমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলছ? এবং আমি বোবা, অন্ধ এবং কালা হিসেবে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যালেম ও পাষাণ হৃদয়ে কোনো দয়ামায়ার উদ্রেক হলো না এবং কন্যাকে জীবিত দাফন করে আরামের নিশ্বাস টানতে টানতে ফিরে এলাম।

নিষ্পাপ কন্যার ওপর এ নির্যাতন এবং তার অসহায়ত্বের বেদনাবিধুর কাহিনী শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তর দুঃখে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর পবিত্র চক্ষু দিয়ে টপটপ করে অশ্রু পড়তে লাগল। তিনি কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, এটি চরম পাষাণ হৃদয়ের কাজ। যে মানুষ অন্যের ওপর দয়া প্রদর্শন করতে পারে না, আল্লাহ্ তার ওপর কী করে রহম করবেন?[৯৫]

শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত ও সুরক্ষিত। কাজেই পিতামাতা কোনো অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করতে পারবে না। এমনকি চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হলেও নয়। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরও; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[৯৬] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৯৭] আরো বলা হয়েছে:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ‘بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[৯৮]

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নারীদের বায়'আত গ্রহণকালে তাদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে শপথ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে একটি ছিল সন্তান হত্যা না করা।[৯৯] সুতরাং শিশুর জীবন রক্ষায় পিতামাতার দায়িত্ব অপরিসীম। এ ব্যাপারে তাদেরকে পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। একজন প্রকৃত মুসলিম যিনি মহান আল্লাহ্র নিকট পার্থিব কৃতকর্মের জবাবদিহির কথা মনে রাখেন তিনি কখনোই সন্তান হত্যা করতে পারেন না।

---

৯৫. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, আবদুল কাদের অনূদিত, মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৫) পৃ.৭২- ৭৪

৯৬. আল-কুর'আন, ১৭:৩১

৯৭. আল-কুর'আন, ৬:১৪০

৯৮. আল-কুর'আন, ৮১:৮-৯

৯৯. আল-কুর'আন, ৬০:১২

১.৩.১০. শিশুসন্তানদের সমতা পাওয়ার অধিকার

পুত্রসন্তান হোক বা কন্যাসন্তান হোক ইসলাম সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ وفى رواية فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত নু'মানের পিতা তাঁকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন, হুজুর! আমি আমার এ ছেলেটিকে আমার নিজস্ব একটি গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার অন্যান্য ছেলেদেরও অনুরূপ একেকটি গোলাম দান করেছ? তিনি জবাব দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে এ গোলামটিকে তুমি ফেরত নিয়ে নাও। অন্য এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি কি তোমার সব কয়টি সন্তানকে অনুরূপ একেকটি গোলাম দিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো। অতঃপর আমার পিতা বাড়ী এসে দানকৃত গোলামটিকে ফেরত নিলেন।[১০০]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর মুসলমানদের ঘরে যে প্রথম সন্তানটি জন্ম নেয়, তিনি হলেন উপরোক্ত হাদীসের রাবী হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.)। মদীনায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের প্রথম সন্তান হিসেবে আনসার মুহাজির নির্বিশেষে সবাই হযরত নু'মানকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাঁর প্রতি তাঁর পিতার অতিরিক্ত আকর্ষণের হয়ত এটিও একটি কারণ ছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অন্যান্য ভাইদের চেয়ে তাঁকে অতিরিক্ত কিছু দেওয়াকে অনুমোদন করেননি। কেননা সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ না করে যদি কাউকে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয়, তা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়। তাছাড়া এর দ্বারা ভাইদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াফাসাদ সৃষ্টি হবে। ফলে পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাবে।[১০১]

---

[১০০]. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল হিবাত, বাবু কারাহাতি তাফদীলি বা'দিল আওলাদ ফিল হিবাহ, খণ্ড-৩, পৃ. ১২৪২, হাদীস নং-১৬২৩

[১০১]. এ. কে. এম ইউসুফ, *হাদীসের আলোকে মানব জীবন* (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন, আগস্ট ২০০৪) পৃ. ১১৩

১.৩.১১. সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়েরই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সন্তান প্রতিপালনের অর্থ হলো দু ধরনের দায়িত্ব পালন করা। ১. শিশু লালনপালনের দায়িত্ব ২. এ ক্ষেত্রে অর্থ যোগান দেওয়া। প্রথম দায়িত্ব বহুলাংশে মাতার ওপর বর্তায় আর পরবর্তী দায়িত্বটি অবশ্যই পিতার।

মায়ের প্রকৃত কাজের ক্ষেত্র হলো তার ঘর। তার আসল কাজ শিশুর দেখাশোনা ও লালনপালন। হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে: মেয়েরা স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীল। তথাকথিত প্রগতিশীলরা যখন অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে আনার চেষ্টায় ব্যস্ত, তখন আমরা দেখি আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক আর্নল্ড টয়েনবি লিখেছেন: 'মানবেতিহাসের সেসব যুগই পতনের শিকার হয়েছে যে যুগে মহিলা নিজের কদমকে গৃহের চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে গেছে।'[১০২]

ড. জুড লিখেছেন: 'যদি মহিলারা নিজের গৃহ দেখাশোনা এবং সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব পালনেই সন্তুষ্ট থাকে তাহলে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, এ দুনিয়া বেহেশতের প্রতীক হয়ে যাবে।'[১০৩]

সুতরাং মায়েদের সন্তান লালনপালনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত; তাহলে একটি ভালো জাতি পাওয়া যাবে। আর সন্তানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থ যোগানে পিতার অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে।

সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সেটি যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্য, যা সে ব্যয় করে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য, আর যা সে ব্যয় করে আল্লাহ্‌র পথে সঙ্গীসাথীদের জন্য।[১০৪]

সন্তান প্রতিপালন যে পিতার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে বলেছেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।[১০৫]

কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

---

[১০২]. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[১০৩]. প্রাগুক্ত।

[১০৪]. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুয জিহাদ, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ফী সাবীলিল্লাহ, খণ্ড-২, পৃ. ৯২২, হাদীস নং-২৭৬০

[১০৫]. আল-কুর'আন, ২:২৩৩

১.৩.১২. কন্যাসন্তানের প্রতি বিশেষ বিবেচনা

সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে এ দুয়ের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম সন্তানকে (পুত্র/কন্যা) চোখজুড়ানো সম্পদ বলে বর্ণনা করে থাকে। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানসন্ততিদেরকে চোখের শীতলতাস্বরূপ এবং মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।[১০৬]

ইসলাম এখানে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মাঝে কোন পার্থক্য করেনি। এ ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، – قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ – أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার তত্ত্বাবধানে কোন শিশু বালিকা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকদেরকে তার ওপর কোনোরূপ প্রাধান্য না দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।[১০৭]

ইসলাম কন্যাসন্তানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আল-কুর'আনে বিভিন্ন স্থানে তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি আল-কুর'আনে 'সূরাতুন নিসা' নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা স্থান পেয়েছে। সূরা আলে-'ইমরান, নিসা, মারিয়াম, নূর ও আহযাবে কন্যাসন্তানদের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ।[১০৮] এখানে সৎকর্মের প্রতিদানের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে আলাদা করা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কন্যাসন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন,

---

১০৬. আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

১০৭. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফী ফাদলি মান 'আলা ইয়াতীমান, খণ্ড-৪, পৃ. ৩৩৭, হাদীস নং-৫১৪৬

১০৮.আল-কুর'আন, ৩:১৯৫

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা লালনপালন করে এবং তাদের ভালো স্বভাবচরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে তাদের বিয়েশাদীর ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।[১০৯]

অসহায় কন্যার ব্যয়ভার বহনকে হাদীসে উত্তম সাদাকা বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ

আমি কি তোমাদের উত্তম সাদাকার কথা বলবো না? উত্তম সাদাকা হলো, তোমাদের সে কন্যার ভরণপোষণ দেওয়া, যাকে তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তোমরা ব্যতীত তাকে রোজগার করে খাওয়ানোর কোনো লোক নেই।[১১০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের জিম্মাদার ব্যক্তি জান্নাতে একসাথে থাকবো। এ বলে তিনি নিজ তর্জনী ও শাহাদাত অঙ্গুলীকে একসাথে মিলিয়ে দেখান।[১১১]

তদানীন্তন আরবের লোকেরা কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানকে বেশী ভালোবাসত। ইসলাম এ অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে। এরূপ অবাঞ্ছনীয় নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে। পিতামাতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে। বরং পিতামাতা যত্ন, খাওয়াদাওয়া, পোশাকপরিচ্ছদ সবদিক দিয়েই তাদের মধ্যে ইনসাফ করবে।

কন্যাসন্তানের বিয়ে দিয়ে দিলেই তার প্রতি দায়িত্বকর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বিয়ের পরও সে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। তখনও তার প্রতি পিতামাতাকে সর্বোচ্চ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে। ইসলাম কন্যাসন্তানের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলে। কন্যাশিশুর প্রতি এ বিশেষ অনুগ্রহ শিশু অধিকারের প্রতি ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

---

১০৯. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, আবওয়াবুন নাউম, বাবুন ফী ফাদলি মান 'আলা ইয়াতীমান, খণ্ড-৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস নং-৫১৪৭

১১০. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আদাব, বাবু বিররিল ওয়ালিদ ওয়াল ইহসান ইলাল বানাত, খণ্ড-২, পৃ. ১২০৯, হাদীস নং-৩৬৬৭

১১১. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু ফাদলিল ইহসান ইলাল বানাত, খণ্ড-৪, পৃ. ২০২৭, হাদীস নং-২৬৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসের দিক নির্দেশনা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল–কুর'আনের নির্দেশনা

আল্লাহ্ তা'আলা মানবসন্তানকে যথেষ্ট যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে তার যোগ্যতা দিয়ে সমাজ গড়তে পারে, আবার ভাঙতেও পারে। তাকে যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও সুন্দর চরিত্রে উন্নীত করা যায়, তবে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। অন্যথায় সে হবে জাতির জন্য বোঝা নতুবা ক্ষতির কারণ। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিশুকে গড়ে তোলার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অভিভাবকের জন্য অত্যাবশ্যক। শিশুর চারিত্রিক বিকাশ, সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে একজন সফল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আল-কুর'আনে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[১]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় কাতাদাহ ও মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেছেন,

قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم

তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও নিজেদের কাজের সাহায্যে, আর তোমাদের পরিজনকে বাঁচাও তাদের সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে।[২]

তাফসীরে কুরতুবীতে ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেছেন,

فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير، وما لا يستغنى عنه من الأدب

আল্লাহ্র এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আমাদের সন্তানদের দীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং অপরিহার্য ভালো চরিত্র শিক্ষা দেবো।[৩]

আলী (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, علّموهم وأدّبوهم "তোমরা পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং সেসব কাজে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলো।[৪]

---

১. আল-কুর'আন, ৬৬:৬

২. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল আনসারী আল কুরতুবী, *আল জামিউ লি আহকামিল কুর'আন* (কায়রো: দারু কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি. / ১৩৮৭ হি.) খণ্ড-১৮,পৃ. ৮৫

৩. প্রাগুক্ত।

সন্তানসন্ততিকে উন্নতমানের ইসলামী আর্দশ শিক্ষাদান ও ইসলামী আইনকানুন পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় ও রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অনুসরণ করে চলার জন্য অভ্যস্ত করে তোলা পিতামাতার বিশেষ কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের অতি বড়ো হক। সন্তানকে এ জ্ঞান ও অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে দেওয়ার চেয়ে অধিক মূল্যবান কোনো দান হতে পারে না। যার বিনিময়ে পিতামাতা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই মর্যাদার অধিকারী হবেন।

আদর্শ পরিবার গঠনে অবহেলার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। সন্তান পিতামাতার কাছে আল্লাহ্‌র দেওয়া আমানতস্বরূপ। সন্তানকে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুযায়ী আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা প্রতিটি অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্যে আলস্য বা অবহেলা কোনোক্রমেই কাম্য নয়। এমন ধরনের অভিভাবকরাই কিয়ামতের দিন হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ

যখন তাদের জাহান্নামের কাছে এনে হাযির করা হবে তখন তুমি তাদের দেখতে পাবে, তারা অপমানে অবনত হয়ে যাবে, ভয়ে তারা চোখের এক কোণ দিয়ে তাকাবে; এ অবস্থায় ঈমানদাররা বলবে, নিশ্চয়ই আজ কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই যারা নিজেদের ও পরিবারপরিজনদের ক্ষতি সাধন করেছে। হে নবী! জেনে রেখো, নিঃসন্দেহে সেদিন যালেমরা স্থায়ী আযাবে থাকবে।[৫]

সুতরাং কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচতে হলে পিতামাতাকে আজই সচেতন হতে হবে। শিশুকে গড়তে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দেখানো পথে। আল-কুর'আনে সূরা আনফালে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

জেনে রেখো, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ; (যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।[৬]

এ আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিতনা। ফিতনা শব্দের অর্থ পরীক্ষা হয়, আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেই ফিতনা শব্দটি এসেছে। কোনো কোনো সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণশত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত সন্তানসন্ততির মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য যে, তাঁর এসব দান

---

৪. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান* (বৈরূত : দারুল ফিকরি লিত তবা'আহ ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৫ খ্রি. / ১৪১৫ হি.) খণ্ড-২৮, পৃ. ১৬০

৫. আল-কুর'আন, ৪২:৪৫

৬. আল-কুর'আন, ৮:২৮

গ্রহণ করার পর আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞ হই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এ-ও হতে পারে যে, সন্তানসন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এ সন্তানসন্ততিই আমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোনো সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে সন্তানসন্ততিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। তৃতীয় অর্থ এই যে, সন্তানসন্ততি আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, সন্তানসন্ততি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়।

আয়াতের শেষাংশ থেকে এ কথাটিও জানা গেল যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে সন্তানসন্ততির ভালোবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।[৭]

২.১.১. লোকমান হাকীম কর্তৃক তাঁর সন্তানকে উপদেশ দান

লোকমান হাকীম দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক একজন মহা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। নবী না হলেও সন্তানকে দেওয়া তাঁর উপদেশগুলো ছিল প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর ছেলেকে সর্বদা এমন উপদেশ দিতেন যা একটি শিশুর সঠিক চারিত্রিক বিকাশে খুবই সহায়ক। শিশুকে একজন আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তুলতে চাইলে প্রতিটি অভিভাবকের উচিত এ উপদেশগুলোর বাস্তবায়ন করা। আল-কুর'আনে সন্তানকে দেওয়া লোকমান হাকীমের নয়টি উপদেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

প্রথম উপদেশ: লোকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে প্রথম যে উপদেশটি দেন তা হচ্ছে:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(স্মরণ করো) যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক তো মহা অন্যায়।[৮]

লোকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে সর্বপ্রথম শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়েছেন। শিরক হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম, গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা। একটি শিশু বুঝ হওয়ার পর থেকেই শিখবে আল্লাহ্‌ই তাকে খাবার দিচ্ছেন, পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তিনিই সরবরাহ করছেন। এমনকি এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকাটাও তাঁরই দয়ায় সম্ভব হচ্ছে। তাই সে আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় কাউকে সমকক্ষ মনে করা সত্যিই মহা অন্যায়। এটি তাঁর সত্তার প্রতি মহা যুলুম। যে এ কাজ করে মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। হাদীসে এটিকে সবচেয়ে বড়ো পাপ বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষায়:

---

৭. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, (সংক্ষিপ্ত) খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রন প্রকল্প, পৃ. ৫২৮

৮. আল-কুর'আন, ৩১:১৩

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

হযরত 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সবচেয়ে বড়ো পাপ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, রিযিক সংকুচিত হওয়ার ভয়ে তোমার সন্তান হত্যা করা। রাবী বলেন, আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।[৯]

শিশুকে বোঝাতে হবে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ মানুষকে তৈরী করেছেন শুধুমাত্র তাঁর কথা মেনে চলার জন্য– তিনি ছাড়া অন্য কারো কথামতো চলার জন্য নয়। তাকে শোনাতে হবে আল-কুর'আনের এই আয়াত:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

আমি জীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য, আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না আর এ-ও চাইনা যে তারা আমাকে খাওয়াবে। বরং আল্লাহ্ই আমাদের রিযিক দেন; তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী।[১০]

দ্বিতীয় উপদেশ: লোকমান হাকীম কর্তৃক তাঁর সন্তানকে দেওয়া দ্বিতীয় উপদেশটি ছিল:

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! যদি কোনো কাজ সরিষার দানা পরিমাণ হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখণ্ডের ভেতর কিংবা আসমানসমূহেও লুকিয়ে থাকে, অথবা যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা এনে হাযির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে সম্যক অবগত।[১১]

উপদেশের এ অংশে লোকমান হাকীম বলতে চেয়েছেন, আমরা কোনো কাজই আল্লাহ্‌র অগোচরে করতে পারি না– সবকিছুই তিনি দেখছেন, সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তা বান্দাহর সামনে আনবেন– শিশুকে এ বিষয়টি বোঝাতে হবে। এ সম্পর্কিত আল-কুর'আনের দুটি আয়াত নিম্নরূপ:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

তোমাদের ওপর অবশ্যই পাহারাদাররা নিযুক্ত আছে, তারা হচ্ছে সম্মানিত লেখক, যারা জানে তোমরা যা কিছু করছ।[১২]

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।[১৩]

---

৯. *সুনানুত তিরমিযী*, বাবু ওয়া মিন সূরাতিল ফুরকান, খণ্ড-৫, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং-৩১৮২
১০. আল-কুর'আন, ৫১:৫৬-৫৮
১১. আল-কুর'আন, ৩১:১৬
১২. আল-কুর'আন, ৮২:১০-১২

তাই আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিয়ে কোনো কাজই সম্ভব নয়। পরকালে তাঁর শাস্তিকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। অতএব এ ব্যাপারে শিশুকে সচেতন করতে হবে এবং সে সাথে নিজেরাও হতে হবে সচেতন।

[১৩]. আল-কুর'আন, ৯৯:৭-৮

তৃতীয় উপদেশঃ এ উপদেশটি ছিল নামায সংক্রান্ত। যথা:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ

হে বৎস! সালাত কায়েম করবে।[১৪]

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সালাত। সালাত আদায়ের পাশাপাশি তা প্রতিষ্ঠার জন্য রয়েছে আল-কুর'আনের নির্দেশ। শিশু যেন নিজে সালাত আদায় করে এবং অন্যকেও আদায় করতে বলে সে ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশুকে সাত বছর বয়স থেকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া এবং দশ বছর হলে সালাত অনাদায়ে তাকে প্রহারের আদেশ রয়েছে হাদীসে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ،

হযরত 'আমর ইব্ন শু'আইব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানসন্ততিদেরকে নামায আদায় করতে আদেশ করবে যখন তারা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে এবং নামাযের জন্য তাদেরকে শাসন করবে, যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছবে। আর তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।'[১৫]

সালাত আদায়ের চেয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য আল-কুর'আনে বেশী (৮২ বার) তাগিদ রয়েছে। তাই সালাত আদায়ের পাশাপাশি শিশু যেন তার সাথীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে সে বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে।

চতুর্থ উপদেশঃ চতুর্থ উপদেশটি ছিল:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

আর সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো।[১৬]

এ উপদেশটি শিশু-বয়স্ক সবার জন্যই প্রযোজ্য। শিশু নিজে সৎ পথে চলবে, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করবে এবং পাশাপাশি অন্যায় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। এ কাজ যারা করবে তাদেরকে বলা হয়েছে উত্তম জাতি আর এমন একটি জাতি সমাজে থাকা দরকার। এ সংক্রান্ত দুটি আয়াত নিম্নরূপ:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে।[১৭]

---

১৪. আল-কুর'আন, ৩১:১৭

১৫. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুস সলাত, বাবু মাতা ইউমারুল গুলামু বিস সালাত, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং-৪৯৫ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪৯৫

১৬. আল-কুর'আন, ৩১:১৭

১৭. আল-কুর'আন, ৩:১১০

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে; মূলত তারাই সফলকাম।[১৮]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচলন যখন সমাজ থেকে বিদায় নেয় তখন সে সমাজ হয়ে পড়ে কদর্য। অন্যায়অবিচার, যুলুমনির্যাতন হয়ে পড়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন সমাজ থেকে কল্যাণকর কিছু আশা করা যায় না। তাই একটি সুস্থ সমাজ তথা কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে উক্ত দুটি কাজের বিকল্প নেই।

পঞ্চম উপদেশ: লোকমান কর্তৃক তাঁর সন্তানকে দেওয়া পঞ্চম উপদেশটি এরকম:

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

এবং বিপদআপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[১৯]

বিপদআপদে দিশেহারা না হয়ে শিশুকে ধৈর্য অবলম্বনের শিক্ষা দিতে হবে। আল-কুর'আনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ আমাদেরকে বিপদে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং এজন্য পুরস্কারের কথাও বলেছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো এবং শত্রুর মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকো।[২০]

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

ধৈর্যধারণ করো, তুমি যে ধৈর্য ধরো তা আল্লাহ্র সাহায্যেই সম্ভব হয়; এদের আচরণে দুঃখ করো না, এরা যেসব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।[২১]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো, কেননা তুমি আমার চোখের সামনেই আছ, যখন তুমি ঘুম থেকে ওঠো তখন তোমার রবের প্রশংসা-সহ তাসবীহ করো।[২২]

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৩]

---

১৮. আল-কুর'আন, ৩:১০৪
১৯. আল-কুর'আন, ৩১:১৭
২০. আল-কুর'আন, ৩:২০০
২১. আল-কুর'আন, ১৬:১২৭
২২. আল-কুর'আন, ৫২:৪৮
২৩. আল-কুর'আন, ৩৯:১০

সুতরাং বালক-বালিকাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শৈশবকাল থেকেই তারা বিপদআপদে ধৈর্যধারণ করে ও সাহসী হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ উপদেশঃ লোকমান হাকীমের ষষ্ঠ উপদেশ নিম্নরূপ:

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না।[২৪]

শিশু নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। বরং নিজেকে তাদের একজন মনে করবে এবং সবার সাথে মিলেমিশে জীবনযাপন করবে।

অহংকার আল্লাহ্‌র চাদর– বান্দার উচিত নয় এটি টানাটানি করা। এ সম্পর্কিত হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই সম্মান তাঁর লুঙ্গি, অহংকার তাঁর চাদর; যে তা নিয়ে টানাটানি করে আমি তাকে শাস্তি দেবো।[২৫]

অহংকারসম্পর্কিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দম্ভ ভরে কাপড় পরিধান করে চলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।[২৬]

অহংকারীদের জন্য জাহান্নামে রয়েছে লাঞ্ছণাকর শাস্তি। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ.

হযরত ‘আমর ইব্‌ন শু‘আইব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, অহংকারীদের কিয়ামতের দিন উপস্থিত করানো হবে ছোট্ট মানুষের আকৃতিতে, সেদিন সবদিক থেকে লাঞ্ছণা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। তাদেরকে জাহান্নামের গর্তের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে, যেটিকে বলা হয় ‘বূলাস’– যা জাহান্নামের আগুনের ওপর অবস্থিত। তাদেরকে ‘তীনাতুল খবাল’ পান করানো হবে– যা জাহান্নামীদের খাবারের নির্যাস।[২৭]

---

[২৪]. আল-কুর’আন, ৩১:১৮

[২৫]. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু তাহরীমিল কিবর, খণ্ড-৪, পৃ. ২০২৩, হাদীস নং- ২৬২০

[২৬]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবু আসহাবিন নাবিয়্যি (সা.), বাবু কওলিন নাবিয়্যি সা. লাও কুনতু মুত্তাখিযান খলীলান, খণ্ড-৫, পৃ. ৬, হাদীস নং ৩৬৬৫

[২৭]. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রকাইক ওয়াল ওয়ার‘ই, খণ্ড-৪, পৃ. ৬৫৫, হাদীস নং-২৪৯২

সপ্তম উপদেশঃ সপ্তম উপদেশটি নিম্নরূপ:

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না, কারণ আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।
অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। তাই শিশু যাতে অহংকারবশে যমীনে চলাফেরা না করে সে শিক্ষা দিতে হবে। মানুষের পক্ষে সদর্পে চলাফেরায় কোনো কল্যাণ নেই। কারণ সে যমীন বিদীর্ণও করতে পারবে না এবং পর্বতসমও হতে পারবে না। এ সম্পর্কিত আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا

যমীনে দম্ভভরে চলো না, কারণ তুমি এ যমীনকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না।[২৮]

অষ্টম উপদেশঃ লোকমান হাকীম কর্তৃক তাঁর সন্তানকে দেওয়া অষ্টম উপদেশটি ছিল এরকম:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

আর তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে।
সংযতভাবে পদক্ষেপ করা বলতে বোঝায় চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বনকে– বিনম্র হয়ে চলাফেরাকে। এটি আল্লাহ্র পছন্দনীয় বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য– যা সূরা ফুরকানে আলোচিত হয়েছে:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا

রহমানের (নেক) বান্দাহ তারাই যারা যমীনে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে, আর যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদের সম্বোধন করে তখন তারা নেহায়েত প্রশান্তভাবে জবাব দেয়।[২৯]
শিশু বিনম্র স্বভাবের হবে। তার চলাফেরা-সহ প্রতিটি পদক্ষেপ হবে মধ্যম পন্থায়– এ প্রশিক্ষণ তাকে দিতে হবে।

নবম উপদেশঃ লোকমান হাকীমের নবম উপদেশ নিম্নরূপ:

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

এবং তুমি তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[৩০]

এখানে কণ্ঠস্বরকে নিচু করতে বলা হয়েছে। উচ্চ বা রূঢ় আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে– যা শুনতে অপ্রীতিকর। সাহাবায়ে কেরামের কণ্ঠস্বর কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে উঁচু হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন সূরা হুজুরাতে।

---

[২৮]. আল-কুর'আন, ১৭:৩৭
[২৯]. আল-কুর'আন, ২৫:৬৩
[৩০]. আল-কুর'আন, ৩১:১৯

তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না, তোমরা তাঁর সাথে সেরকম আওয়াজে কথা বলো না যেমন নিজেরা পরস্পর বলে থাকো; এমন যেন না হয় যে তোমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে গেল অথচ তোমরা টেরও পেলে না।[৩১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর সামনে নিচুস্বরে কথা বলতে বলা হয়েছে। তবে যে কোনো মানুষের সামনে উদ্ধত হয়ে উচুস্বরে কথা বলা ঠিক নয়– এটি শিশুকে শেখাতে হবে। এগুলো ইসলামী আদবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়– যা মেনে চলা সবারই কর্তব্য।
শিশুসন্তান বা বালক-বালিকাদেরকে লোকমান হাকীমের এ উপদেশগুলো অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। উক্ত উপদেশগুলোর ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকেই তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য এবং পিতামাতাকেই এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

২.১.২. নূহ (আ.) কর্তৃক তাঁর সন্তানকে উপদেশ দান

নূহ (আ.) ছিলেন মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ও রাসূল। তিনি নয়শত পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডেকেছেন। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিল। স্ত্রী ও পুত্র-সহ অধিকাংশ মানুষই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। অবশেষে আল্লাহ্‌র গযব নেমে এলো বন্যার আকারে। আল্লাহ্ নূহ (আ.) কে একটি নৌকা তৈরী করতে বললেন এবং তাতে ঈমানদার নারী-পুরুষদের উঠিয়ে নিতে বললেন। এ দুঃসময়ে নূহ (আ.) তাঁর ছেলেকে শেষবারের মত নসীহত করলেন। বারবার তাকে নসীহতের সুরে দীনের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। তাকে বললেন, তুমি কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে যেও না– আজ এ কঠিন দিনে তোমাকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু সে তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না এবং অহংকারী ও অবাধ্য হয়েই রইল এবং ডুবে মরল। তাদের এ কথোপকথন আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়:

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

অতঃপর সে নৌকা পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউ তুলে তাদের বয়ে নিয়ে চলল, তখন নূহ তাঁর ছেলেকে নৌকায় ওঠার জন্য ডাকলেন– সে আগে থেকেই দূরবর্তী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল– হে আমার ছেলে! আমাদের সাথে নৌকায় ওঠো, আজ এমন কঠিন দিনে তুমি কাফিরদের সাথী হয়ো না। সে বলল, পানি বেশী দেখলে আমি

[৩১]. আল-কুর'আন, ৪৯:২

কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবো, তা-ই আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে; নূহ বললেন, কিন্তু আজ তো কেউই আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে পারবে না, তবে তিনি যার ওপর দয়া করবেন সে ছাড়া; এমন সময় হঠাৎ একটি ঢেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিলো, ফলে সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[৩২]

নূহ (আ.) কর্তৃক সন্তানকে নসীহত তাঁর সন্তানের কোনো কাজে আসলো না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছেলেটি বিপথগামী হয়েই রইল। ছেলের ধ্বংসের পর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করেছিলেন ছেলের জন্য। কিন্তু এমন অবাধ্য সন্তানকে আল্লাহ্ নূহ (আ.)-এর পরিবারের মধ্যেই গণ্য করলেন না এবং তার মৃত্যুতে শোক করতেও নিষেধ করে দিলেন। এ সম্পর্কে সূরা হুদে বলা হয়েছে:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

নূহ তাঁর ছেলেকে ডুবতে দেখে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানালেন, হে আমার মালিক, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর আমার আপনজনদের ব্যাপারে তোমার ওয়াদা তো সত্য, তুমিই সর্বোচ্চ বিচারক। জবাবে আল্লাহ্ বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো এক অসৎ উদাহরণ; অতএব যে বিষয়ে তোমার জানা নেই সে ব্যাপারে আমাকে বলো না, নিজেকে অজ্ঞদের মধ্যে শামিল করো না। নূহ বললেন, হে আমার মালিক! যে বিষয়ে আমার জানা নেই সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং দয়া না করো তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।[৩৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সৎ কাজে পিতা তথা অভিভাবকের অবাধ্য হওয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই সন্তানের উচিত অভিভাবকের আনুগত্য করা। তাহলেই ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ সম্ভব।

২.১.৩. ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক তাঁর সন্তানদেরকে উপদেশ দান

ইয়াকূব (আ.) ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র। তাঁর দাদা ছিলেন নবী ইবরাহীম (আ.)। ইয়াকূব (আ.)-এর বারোজন পুত্রের মধ্যে এক পুত্র ইউসুফ (আ.)ও নবী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা চার পুরুষ ক্রমান্বয়ে নবী ছিলেন। আল-কুর'আনের সূরা ইউসুফে পিতা ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্রবাৎসল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। ইয়াকূব (আ.) তাঁর সারাটি জীবন তাঁর পরিবারপরিজন ও জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। মৃত্যুর সময়ও তিনি এ ব্যাপারে ছিলেন সচেতন। তাই তো মৃত্যুর সময়ও তিনি পুত্রদের নসীহত করেন এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্য।

---

[৩২]. আল-কুর'আন, ১১:৪২-৪৩

[৩৩]. আল-কুর'আন, ১১:৪৫-৪৭

পুত্রদের কাছে তিনি জানতে চান, তাঁর মৃত্যুর পর তারা কার ইবাদত করবে? পুত্ররাও তাঁর প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয়। আল-কুর'আনে এ সম্পর্কিত বিবরণটি নিম্নরূপ:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা কি ঐ সময় উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূব দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছিলেন? এ সময় তিনি পুত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা জবাব দিলো, আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো। আমরা তাঁরই অনুগত আছি।[৩৪]

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্রেরা এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রশ্নে পিতার অবাধ্য হয়নি।

২.১.৪. আল-কুর'আনের আলোকে কাঙ্ক্ষিত শিশু

আল-কুর'আনে বর্ণিত দিক নির্দেশনা শিশুকে আদর্শ শিশু হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। শিশু পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। যে মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে, দুধপান করিয়েছে– সে থাকবে এমন মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেও বড়ো হয়ে এমন সন্তানই আশা করবে যে হবে তার চোখজুড়ানো। এ ধরনের সন্তানের নেক আমল আল্লাহ্ কবুল করে তাকে জান্নাতী করবেন। কিন্তু এমন না হয়ে যদি এ আদরের সন্তান বড় হয়ে পিতামাতা ও আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়, তাহলে অশান্তির অন্ত থাকে না। এমন সন্তানের জন্য অভিভাবকের আফসোসের সীমা থাকে না। পরিশেষে সে হয় জাহান্নামী। আল-কুর'আনে সূরা আহক্বাফে আল্লাহ্ এ দু ধরনের চরিত্রই তুলে ধরেছেন– যা নিম্নরূপ:

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, কষ্ট করে প্রসব করেছে, গর্ভ ধারণ ও দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। তারপর যখন সে পূর্ণ যৌবন লাভ করল এবং চল্লিশ বছরে পড়ল তখন সে বলল, হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যাতে আমি ঐ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি আপনার

---

৩৪. আল-কুর'আন, ২:১৩৩

পছন্দনীয় নেক আমল করতে পারি। আর আমার সন্তানদেরকেও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখী করুন। আমি আপনার নিকট তাওবা করছি এবং আপনার অনুগত বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি। এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমি তাদের সবচেয়ে ভালো আমলগুলো কবুল করি এবং তাদের মন্দ কাজগুলোকে মাফ করে দেই। এরাই বেহেশতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে ঐ সত্য ওয়াদা মোতাবেক, যা তাদের সাথে করা হচ্ছিল। (এমন লোকও আছে) যে তার পিতামাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছ যে, আমাকে কবর থেকে আবার বের করা হবে। অথচ আমার আগে বহু পুরুষ গত হয়ে গেছে। তখন পিতামাতা দুজনেই আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলে, ওরে হতভাগা! একীন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এসব পুরনোকালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এরাই ঐসব লোক, যাদের ওপর আযাবের ফায়সালা হয়ে গেছে। এদের আগে জিন ও মানুষের মধ্যে এ ধরনের যারা গত হয়ে গেছে তাদের সাথে এরাও গিয়ে শামিল হবে। অবশ্যই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৫]

সুতরাং আল-কুর'আনের উল্লেখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত সন্তানকে এমনভাবে মানুষ করা যাতে সে আল-কুর'আনে উল্লেখিত দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রথম চরিত্রটির ধারকবাহক হয়। এর ফলে পার্থিব জীবনে সন্তান হবে পিতামাতা তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য উত্তম সম্পদ। আর পরকালে সে পাবে মহান আল্লাহ্‌র উত্তম প্রতিদান জান্নাত।

---

[৩৫]. আল-কুর'আন, ৪৬:১৫-১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-হাদীসের দিক নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলামের স্বর্ণযুগে বেড়ে ওঠা শিশুরা চারিত্রিক উৎকর্ষে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো শিল্পকলা বা সভ্যতা-সংস্কৃতি এমন জ্ঞানে-গুণে, চরিত্রে শ্রেষ্ঠ শিশু উপহার দিতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের চারিত্রিক শিক্ষা প্রদানে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম তোহফা হলো উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যা দিয়ে পিতামাতা তাকে সুসজ্জিত করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

হযরত সালেম (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, পিতা নিজের সন্তানকে যা কিছু প্রদান করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।[৩৬]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا وَرَّثَ وَالِدٌ ولدًا خَيْرًا مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

হযরত সালেম ইব্ন ‘আবদিল্লাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, পিতা নিজের সন্তানকে যা কিছু প্রদান করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।[৩৭]

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদাকায়ে জারিয়াহ্ এবং আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধির কারণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا؟

হযরত সাহ্ল ইব্ন মু‘আয আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে আল-কুর’আনের জ্ঞান অর্জন করল এবং তার ওপর আমলও করল, তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন টুপি পরানো হবে– যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী উত্তম হবে– যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা এ আমল করেছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী তা বলো।[৩৮]

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে রয়েছে অনেক নির্দেশনা। তিনি শিশুদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের সাথে খেলা

---

৩৬. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন মুতীরুল লাখমী আশ শামী ও আবুল কাসিম আত তাবারানী, *আল মু‘জামুল কাবীর লিত তাবারানী* (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, ২য় সংস্করণ) বাবুল ‘আইন, সালেম ‘আন ইব্ন ‘উমর, খণ্ড-১২, পৃ. ৩২০, হাদীস নং-১৩২৩৪

৩৭. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন মুতীরুল লাখমী আশ শামী ও আবুল কাসিম আত তাবারানী, *আল মু‘জামুল আওসাত লিত তাবারানী* (কায়রো: দারুল হারামাইন) বাবুস সুনান, মিন ইসমিহি সিলমুন, খণ্ড-৪, পৃ. ৭৭, হাদীস নং-৩৬৫৮

৩৮. *সুনানু আবী দাউদ*, বাবু তাফরী‘ই আবওয়াবিল বিত্‌র, বাবুন ফী ছাওয়াবি কিরাআতিল কুর’আন, খণ্ড-২, পৃ. ৭০, হাদীস নং-১৪৫৩; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ*, হাদীস নং-১৪৫৩

করতেন, কৌতুক করতেন, সালাম দিতেন, অসুস্থ হলে দেখতে যেতেন। এভাবেই তিনি ছিলেন শিশুদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ। নিম্নে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে আল-হাদীসের দিক নির্দেশনাসমূহ আলোচনা করা হলো:

২.২.১. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক শিশুদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মদীনার শিশুরা কীভাবে শিক্ষাদীক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। যেমন: এ ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বদর যুদ্ধের পর। এ যুদ্ধে মক্কার বহু কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেন। তবে যারা মুক্তিপণ দিতে পারেনি তাদের মুক্তির জন্য তিনি উদ্ভাবন করেন এক অভিনব পদ্ধতি। আর তা ছিল এই, মক্কাবাসীরা লেখাপড়া জানত, পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা পড়ালেখার সাথে পরিচিত ছিল না। তাই এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যাদের মুক্তিপণ প্রদানের সামর্থ নেই তারা মদীনায় দশটি করে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে। শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করলে শিক্ষক কয়েদীদের জন্য সেটাই হবে মুক্তিপণ।[৩৯] এ সম্পর্কিত একটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ

ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, বদরের বন্দিদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ ছিল না, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন এভাবে: তারা আনসারদের শিশুদের লেখাপড়া শেখাবে।[৪০]

২.২.২. শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। শিশুদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। নামাজের মধ্যে তাদের কান্না তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয়কে বিচলিত করত। শিশুদের মায়েরা এ কান্না শুনে বিচলিত হয়ে পড়বে এ চিন্তায় তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কেননা শিশু কাঁদলে মায়ের মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে।[৪১]

---

৩৯. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতূম*, অনু. খাদীজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন:আল কোরআন একাডেমী লন্ডন এপ্রিল ২০০৮) পৃ. ২৫৩

৪০. *আল মুসনাদ*, ওয়া মিন মুসনাদি বানী হাশিম, বাবু মুসনাদি ইব্ন ‘আব্বাস (রা.), খণ্ড-৪, পৃ. ৯২, হাদীস নং-২২১৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ، فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের মধ্যে কোনো শিশুর কান্না শুনলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন।[৪২]

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ، فَخَفَّفَ ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ خَفَّفَ مِنْ أَجْلِ أُمِّهِ فِي الصَّلَاةِ رَحْمَةً لِلصَّبِيِّ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের মধ্যে কোনো শিশুর কান্না শুনলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। আমরা তখন ধারণা করতাম, শিশুর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তার মায়ের কষ্টের কথা ভেবে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন।[৪৩]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، إِذْ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا خَفَّفَ مِنْ أَجْلِ الصَّبِيِّ، أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের মধ্যে কোনো শিশুর কান্না শুনলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। আমরা তখন ধারণা করতাম, শিশুর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন, তার মা নামাযে রয়েছে।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের সন্তান, নাতী হাসান-হুসাইন, আরেক নাতনি উমামা বিনতু আবিল 'আস অথবা যে কোনো শিশুকে যারপরনাই ভালোবাসতেন। হাদীসে যার বর্ণনা এসেছে:

عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاسْتَقْبَلَ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ، حَتَّى أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ

হযরত ইয়া'লা আল-'আমেরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এক দাওয়াতে বের হলেন, পথমধ্যে হুসাইন (রা.) রাস্তায় কয়েকজন বালকের সাথে খেলা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ লোকদের সামনে গেলেন এবং হুসাইন (রা.) কে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন, হুসাইন (রা.) এদিক ওদিক দৌঁড়াতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যতক্ষণ না তাঁকে ধরলেন ততক্ষণ তাঁর সাথে কৌতুক করলেন। তারপর তিনি একটি হাত তাঁর চিবুকের নিচে এবং অন্য হাতটি তার মাথার ওপর রাখলেন। তারপর তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন।

---

৪১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আযান, বাবু মান আখফফাস সলাত 'ইনদা বাকাইস সবিয়্যি, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং-৭১০

৪২. *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল মুকাসসিরীনা মিনাস সাহাবাহ, বাবু মুসনাদি আবী হুরায়রা (রা.), খণ্ড-১৫,পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং-৯৫৮১

৪৩. *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল মুকাসসিরীনা মিনাস সাহাবাহ, বাবু মুসনাদি আনাস ইব্ন মালিক (রা.), খণ্ড-২০, পৃ. ২৩৯, হাদীস নং-১২৮৭৭

৪৪. *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল মুকাসসিরীনা মিনাস সাহাবাহ, বাবু মুসনাদি আনাস ইব্ন মালিক (রা.), খণ্ড-২০, পৃ. ৩৮৮, হাদীস নং-১৩১৩২

এবং বললেন, হুসাইন আমার এবং আমি হুসাইনের। আল্লাহ্ তাঁকে ভালোবাসেন যে হুসাইনকে ভালোবাসে, হুসাইন আমার বংশের একজন।[৪৫]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا

হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে হাতে ধরে তাঁর এক রানের ওপর বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিতেন। পরে বলতেন, হে আল্লাহ্! আপনি এদের উভয়কে রহম করুন, কেননা আমিও এদের ভালোবাসি।[৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান-হুসাইন সম্পর্কে বলেছেন,

عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ البَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

হযরত ইব্ন আবী নু'ম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে এক ব্যক্তি মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, ইব্ন 'উমর তার কাছে জানতে চাইলেন, তুমি কোন দেশী? সে বলল, ইরাকের অধিবাসী। তখন ইব্ন 'উমর বললেন, তোমরা এ লোকটিকে দেখ, সে আমার কাছে মশার রক্ত সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে, তারাই আবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতিকে হত্যা করেছে, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, ওরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধি ফুল।[৪৭]

حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا

হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে এলেন। তখন উমামা বিনতু আবিল 'আস তাঁর কাঁধের ওপর ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন, আবার যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।[৪৮]

'আয়িশা (রা.)-এর বাল্যকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার খেলনা নিয়ে কৌতুক করতেন এবং সাথীদের সাথে 'আয়িশা (রা.)-এর খেলা করা পছন্দ করতেন। হাদীসে এসেছে:

---

৪৫. *সহীহ ইবনে হিব্বান*, কিতাবু ইখবারিহী (সা.) 'আন মানাকিবিস সাহাবাহ, রিজালুহুম, বাবু যিকরি ইসবাতি মাহাব্বাতিল্লাহি জাল্লা ওয়া 'আলা লি মুহিব্বিল হুসাইন ইব্ন 'আলী, খণ্ড-১৫, পৃ. ৪২৭, হাদীস নং-৬৯৭১

৪৬. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু ওয়াদ'ইস সবিয়্যি 'আলাল ফাখিযি, খণ্ড-৮, পৃ. ৮, হাদীস নং-৬০০৩

৪৭. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহী ওয়া মু'আনাকাতিহী, খণ্ড-৮, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫৯৯৪

৪৮. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহী ওয়া মু'আনাকাতিহী, খণ্ড-৮, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫৯৯৬

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ

হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাবুক অথবা খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরলেন, (আমি তখন খেলছিলাম) তিনি বললেন, হে ‘আয়িশা! এগুলো কী? ‘আয়িশা বললেন, এগুলো আমার পুতুল। রাসূলুল্লাহ (সা.) পুতুলগুলোর মধ্যে একটি দুই ডানাওয়ালা ঘোড়া দেখলেন, বললেন, পুতুলগুলোর মধ্যে এটি কী? ‘আয়িশা বললেন, এটি ঘোড়া। তিনি বললেন, ঘোড়ার ওপর এগুলো কী? ‘আয়িশা বললেন, ঘোড়ার দুটি ডানা। তিনি বললেন, ঘোড়ার আবার ডানা হয়? ‘আয়িশা বললেন, কেন? হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘোড়াগুলোর তো ডানা ছিল– একথা কি আপনি শোনেননি? ‘আয়িশা বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে দেন এমনকি আমি তাঁর দাঁত দেখতে পেলাম।[৪৯]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ

হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে সাথীদের সাথে খেলতেন। তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমার কাছে আসত, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখামাত্র তারা ছুটে পালাত। তিনি পালিয়ে যাওয়া শিশুদের ডেকে ডেকে আমার সাথে খেলতে বলতেন।[৫০]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ

হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় আগমন করলে বনু আবদিল মুত্তালিবের ছোটো ছোটো বালিকারা তাঁকে অভিবাদন জানালো। তখন তিনি আদর করে একজনকে তাঁর উটের সামনে এবং আরেকজনকে পেছনে ওঠালেন।[৫১]

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ

হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি শিশুকে নিজের কোলে নিলেন। তারপর তাকে তাহনীক করালেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো। তখন তিনি পানি আনতে বললেন এবং তা (পেশাবের স্থানে) ঢেলে দিলেন।[৫২]

---

৪৯. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল লা‘বি বিল বানাত, খণ্ড-৪, পৃ. ২৮৩, হাদীস নং-৪৯৩২

৫০. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ফাদাইল, বাবুন ফী ফাদলি ‘আয়িশা (রা.), খণ্ড-৪, পৃ. ১৮৯০, হাদীস নং-২৪৪০

৫১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল হাজ, বাবু ইসতিকবালিল হাজ্জিল কাদিমীনা ওয়াস সালাসাতু ‘আলাদ দাব্বাতি, খণ্ড-৩, পৃ. ৭, হাদীস নং-১৭৯৮

৫২. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু ওয়াদ‘ইস সবিয়্যি ফিল হাজরি, খণ্ড-৮, পৃ. ৮, হাদীস নং-৬০০২

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا أَوْلاَدٌ لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক আনসার মহিলা তার শিশুসন্তান নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখে বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। এটি তিনি তিনবার বললেন।[৫৩]

তিনি যুদ্ধে শিশুহত্যা নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأَصَبْتُ ظَهْرًا، فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ – وَقَالَ مَرَّةً: الذُّرِّيَّةَ – فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً قَالَ: كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا

হযরত আসওয়াদ ইব্ন সারী' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলাম, আর আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছি, আমি দেখলাম লোকেরা সেদিন মানুষ হত্যা করছে, এমনকি তারা শিশুদেরও হত্যা করছিল। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, লোকদের কী হলো আজ তারা হত্যার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করছে, এমনকি শিশুদেরও হত্যা করছে! এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো মুশরিকদের সন্তান। উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে মুশরিকদের সন্তানরাই উত্তম। তারপর বললেন, সাবধান! তোমরা শিশুদের হত্যা করো না, সাবধান! তোমরা শিশুদের হত্যা করো না। প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি তার মুখে কথা ফোটে, অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী অথবা খৃস্টান বানায়।[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের আদর করে কাছে টেনে নিতেন–চুমু দিতেন। এ সম্পর্কিত দুটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আকরা ইব্ন হাবিস (রা.) একবার দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান (রা.) কে চুম্বন করছেন। দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে, তাদের একজনকেও চুম্বন করিনি। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে অন্যকে স্নেহ করে না তার প্রতি কেউ স্নেহ প্রদর্শন করে না।[৫৫]

---

[৫৩]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযূর, বাবু কাইফা কানাত ইয়ামীনুন নাবী (সা.) খণ্ড-৮, পৃ. ১৩১, হাদীস নং-৬৬৪৫,

[৫৪]. *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল মাক্কিয়্যীন, বাবুল আসওয়াদ ইব্ন সারী' (রা.), খণ্ড-২৪, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং- ১৫৫৮৯

[৫৫]. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবু রহমাতিহি (সা.), খণ্ড-৪, পৃ. ১৮০৮, হাদীস নং-২৩১৮

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে এসে বলল, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমি তো কখনো শিশুদের চুমু দেই না। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেন, তবে আমার কী করার আছে?[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা দেখে বিমোহিত হতেন এবং অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করতেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং তার সাথে তার দুটি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাইল, কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মাঝে বণ্টন করল, কিন্তু নিজে তা খেল না । অতপর উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যাসন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরূদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।[৫৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি মহিলা আয়িশা (রা.)-এর নিকট এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন; মহিলাটি তার দুই শিশুকে দুটি খেজুর দিলো এবং নিজের জন্য একটি রাখল; শিশু দুটি নিজেদের খেজুর শেষ করে মায়ের খেজুরটির দিকে তাকালো, মহিলাটি তখন নিজের খেজুরটিও দুভাগ করে শিশু দুটিকে দিয়ে দিলো (নিজে কিছুই খেল না)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আসলে আয়িশা (রা.) ঘটনাটি তাঁকে জানালেন, শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? আল্লাহ্ মহিলাটির অন্তরে তার দুই শিশুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৫৮]

---

৫৬. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলিহী ওয়া মু'আনাকাতিহী, খণ্ড-৮, পৃ. ৭, হাদীস নং-৫৯৯৮

৫৭. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব ইত্তাকুন নারা ওয়ালাও বিশিক্কি তামরাতিন আল কলীলু মিনাস সাদাকাহ, খণ্ড-২,পৃ. ১১০, হাদীস নং-১৪১৮

৫৮. *আল আদাবুল মুফরাদ*, বাবুল ওয়ালিদাতি রহিমাতিন, খণ্ড-১, পৃ. ৪৫, হাদীস নং-৮৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرْحَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একটি শিশু-সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলো, লোকটি (ভালোবাসার আতিশয্যে) তার শিশুটিকে জড়িয়ে ধরছিলো, তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি কি তাকে ভালোবাস? সে বললো, হ্যা; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তোমার চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসেন, তিনি সবচেয়ে বড়ো দয়াময়।[৫৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক সন্তানের নাম ছিল ইবরাহীম। সে মদীনায় উঁচু প্রান্তে ধাত্রী মায়ের কাছে দুধ পান করত। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং শিশু সন্তানকে আদর করে ফিরে আসতেন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তুলনায় সন্তানসন্ততির প্রতি অধিক স্নেহমমতা পোষণকারী আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর পুত্র ইবরাহীম মদীনায় উঁচু প্রান্তে ধাত্রী মায়ের কাছে দুধ পান করতেন। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি ঐ ঘরে যেতেন অথচ সে ঘরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। 'আমর (রা.) বলেন, যখন ইবরাহীম ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুধ পানের বয়সে ইন্তিকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধ পান করাবে।[৬০]

এ শিশুপুত্র ইবরাহীমের ইন্তিকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) শোকার্ত হয়ে পড়েন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

---

৫৯. *আল আদাবুল মুফরাদ*, বাবু রহমাতিল 'ইয়ালি, খণ্ড-১, পৃ.১৩৭, হাদীস নং-৩৭৭

৬০. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবু রহমাতিহী (সা.) আস সিবইয়ান ওয়াল 'ইয়াল ওয়া তাওয়াদু'উহূ ওয়া ফাদলু যালিক, খণ্ড-৪, পৃ. ১৮০৮, হাদীস নং-২৩১৬

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পুত্র ইবরাহীম-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? তিনি বললেন, হে 'আওফের পুত্র! এটি হচ্ছে মায়ামমতা। এরপর তাঁর চোখ থেকে আবারও অশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়, তবে আমরা আমাদের মুখে এমন কথাই বলবো যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমার বিপদে আমরা শোকাহত।[৬১]

২.২.৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের ইসলামী আদব শিক্ষা দিতেন। তিনি নিজে প্রথমে তাদের সালাম দিতেন, যাতে শিশুরা তাঁর নিকট থেকে শেখে। তিনি শিশুদের সব ধরনের শিষ্টাচার শেখাতেন– এমনকি খাবারের আদবও শিক্ষা দিতেন। হাদীসে এসেছে:

سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

হযরত 'উমর ইব্ন আবী সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানাধীন বালক ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের এদিক-সেদিক যেত। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, বৎস! আল্লাহ্র নাম নাও, ডান হাতে খাও, তোমার নিকটস্থ খাবার খাও। এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শেখানো পদ্ধতিতেই খাবার খাই।[৬২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশু-কিশোরদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন।[৬৩]

২.২.৪. শিশুদের সাথে সুন্দর আচরণ

পুত্রসন্তান হোক বা কন্যাসন্তান হোক ইসলাম সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে শিশুদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে তাগিদ দিতেন। তিনি সন্তানদের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের আচরণ পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে:

---

৬১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাইয, বাবু কওলিন নাবিয়্যি (সা.): ইন্না বিকা লামাহযূনূন, খণ্ড-২, পৃ. ৮৩, হাদীস নং-১৩০৩

৬২. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আত'ইমাহ, বাবুত তাসমিয়াতি 'আলাত ত'য়ামি ওয়াল-আকলু বিল-ইয়ামীন, খণ্ড-৭, পৃ. ৬৮, হাদীস নং-৫৩৭৬

৬৩. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, , বাবু ইসতিহবাবিস সালাম 'আলাস সিবইয়ান, খণ্ড-৪, পৃ. ১৭০৮, হাদীস নং-২১৬৮

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ وفى رواية رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত নু'মানের পিতা তাঁকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন, হুজুর! আমি আমার এ ছেলেটিকে আমার নিজস্ব একটি গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার অন্যান্য ছেলেদেরকেও অনুরূপ একেকটি গোলাম দান করেছ? তিনি জবাব দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে এ গোলামটিকে তুমি ফেরত নিয়ে নাও। অন্য এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি কি তোমার সব কয়টি সন্তানকে অনুরূপ একেকটি গোলাম দিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, খোদাকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো। অতঃপর আমার পিতা বাড়ী এসে দানকৃত গোলামটি ফেরত নিলেন।[৬৪]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনা শরীফে হিজরত করার পর মুসলমানদের ঘরে যে প্রথম সন্তানটি জন্ম নেয়, তিনি হলেন উপরোক্ত হাদীসের রাবী হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.)। মদীনায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের প্রথম সন্তান হিসেবে আনসার মুহাজির নির্বিশেষে সবাই হযরত নু'মানকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাঁর প্রতি তাঁর পিতার অতিরিক্ত আকর্ষণের হয়ত এটিও একটি কারণ ছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অন্যান্য ভাইদের থেকে তাঁকে অতিরিক্ত কিছু দেওয়াকে অনুমোদন করেননি। কেননা সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ না করে যদি কাউকে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয়, তা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়। তাছাড়া এর দ্বারা ভাইদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াফাসাদ সৃষ্টি হবে। ফলে পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাবে।[৬৫]

২.২.৫. শিশুরা অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে দেখতে যেতেন

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদী বালক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখাশুনা করত। বালকটি অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে গেলেন। তিনি বালকটির মাথার পাশে বসলেন এবং তাকে বললেন, 'মুসলমান হয়ে যাও।' বালকটি তার পাশে বসা পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, 'আবুল

---

৬৪. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল হিবাত, বাবু কারাহাতি তাফদীলি বা'দিল আওলাদ ফিল হিবাহ, খণ্ড-৩, পৃ. ১২৪২, হাদীস নং-১৬২৩

৬৫. এ. কে. এম ইউসুফ, *হাদীসের আলোকে মানব জীবন*, (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন, আগস্ট ২০০৪), পৃ. ১১৩

কাশেম (সা.) কে মেনে নাও।' ফলে বালকটি মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বলে চলে গেলেন যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি বালকটিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।[৬৬]

২.২.৬. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক শিশুদের চরিত্র গঠন ও তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা

রাসূলুল্লাহ (সা.) নতুন প্রজন্মের চরিত্র গঠন করতে চাইতেন। এর পাশাপাশি তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হতে এবং তারা যা বিশ্বাস করত তা যে সঠিক ছিল তা বলার ক্ষেত্রে সাহসী হতে বলতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কিছু পানীয় আনা হলো। তিনি তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ডান পাশে ছোটো একটি বালক এবং তাঁর বাম পাশে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ ছিল। তিনি ছোট্ট বালকটিকে বললেন, তুমি এ পানীয় বয়স্কদের আগে দেওয়ার অনুমতি দেবে কি? বালকটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার থেকে আমার অংশ অন্য কাউকে দেবো না। অতঃপর তিনি বালকটিকে আগে দিলেন।[৬৭]

হাদীসের উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহমমতা সবার জন্য নিবেদিত। শিশু যেহেতু দুনিয়ায় পুষ্পবিশেষ, তাই তিনি তাদের খুব ভালোবাসতেন, আদর করতেন, স্নেহ করতেন। কাজেই আমাদেরও শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা রাখা উচিত।

---

৬৬. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাইয, বাবু ইযা আসলামাস সবিয়্যু ফামাতা, হাল ইউসাল্লা আলাইহি, খণ্ড-২, পৃ. ৯৪, হাদীস নং- ১৩৫৬,

৬৭. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল মুসাকাত, বাবুন ফিল শুরবি ওয়ামান র'আ সাদাকাতাল মা'ই ওয়াহাবাতহু, খণ্ড-৩,পৃ. ১০৯, হাদীস নং-২৩৫১,

তৃতীয় অধ্যায়
শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

শিশুরাই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। চরিত্রবান ও সুস্থ শিশু সুস্থ জাতি বির্নিমাণের পূর্বশর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিশুদের চারিত্রিক উন্নয়নে ব্যর্থতার ংপরিচয় দিচ্ছে। তাই দেখা যায়, সম্প্রতি রাজধানীর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী ঐশীকে ইয়াবা সেবন ও অনৈতিক কাজে বাঁধা দিতে গিয়ে তারই হাতে খুন হতে হয়েছে তার পিতামাতাকে।[১] শিশুদের মাদকাসক্তি, অবৈধ যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি-সহ নানা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার হার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। শিশুরা ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। আমরা প্রথমে শিশুদের এ নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ তথা চারিত্রিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধান করবো।

৩.১.১. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন, জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন, প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান এবং প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার ওপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেওয়া।[২]

ধর্ম ও নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নৈতিকতার মৌলিক উৎস হলো ধর্ম। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থায় ধর্মহীন নৈতিকতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যার ফলে শিশুরা একটি ধর্মহীন পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শিশুর চারিত্রিক বিকাশ ইতিবাচক পথে ও পদ্ধতিতে হতে পারে না। বর্তমানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নৈতিক শিক্ষা নামে একাধিক কোর্স চালু করা হলেও তাতে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় উপাদান না থাকায় তা শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারছে না।

৩.১.২. পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাব

---

১. দৈনিক *প্রথম আলো, ঢাকা:* ১৮ আগস্ট, ২০১৩

২. *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,* (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ২০

পরিবার হচ্ছে শিশুর শারীরিক ও চারিত্রিক বিকাশের কেন্দ্রভূমি। তা ছাড়া সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরিবার। শিশুর চারিত্রিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার বিকল্প নেই। অপসংস্কৃতি ও মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে পড়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আজ হুমকির মুখে। যেখানে মুসলিম পরিবার ও সমাজের সর্বত্র ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা থাকার কথা ছিল সেখানে ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে যথার্থ পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা থেকে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শিশুর চারিত্রিক বিকাশ প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবার ও সমাজে ধর্মের গুরুত্ব পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং এর গতি ক্রমহ্রাসমান। একটি শিশু পরিবারে পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে এখন আর পূর্বের মতো প্রায়োগিক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলে তাদের যথাযথ চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

৩.১.৩. মাদকতা ও অশ্লীলতার প্রসার

মাদকতা ও অশ্লীলতার প্রসার শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে অন্যতম অন্তরায়। দেশে অন্যান্য মাদকদ্রব্যের পাশাপাশি ইয়াবা আসক্তির সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। একটানা মাত্র দুই-আড়াই বছর ইয়াবা সেবনের ফলে কিশোর-কিশোরীরা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের নার্ভগুলো সম্পূর্ণ বিকল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাদের অনেকেরই মস্তিষ্কের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার পথে।[৩]

মাদকের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে অন্ধকার জীবনে চলে যাচ্ছে শিশুরা। এসব শিশুর বেশির ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, যাদের বয়স ১০-১২ বছর। এরা মাদক সেবনের পাশা পাশি গাঁজা, ফেনসিডিল, চোলাই মদ-সহ বিভিন্ন প্রকারের মাদক বিক্রি ও সেবন করে আসছে।[৪] আই এল ও (ILO) এবং ইউনিসেফ (UNISEF) পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিশুরা পতিতাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য বহন ও বিক্রির মতো মারাত্মক পেশায় জড়িয়ে পড়েছে।[৫]

২০০৮ সালে শিশু ধর্ষণ হয়েছে ১৪৪, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২০ জনকে।[৬] Bangladesh Child Right Forum কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রদত্ত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পথশিশুদের ২৮.৭%-এর পিতা মাদকাসক্ত, ৫.১%-এর মাতা মাদকাসক্ত, ১৪.৯%-এর ভাই মাদকাসক্ত। একই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ৫০.২% পথশিশু মাদক ব্যবহারে অভ্যস্ত পরিবার থেকে।[৭]

---

৩. *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা:* ২৪ আগস্ট, ২০১৩

৪. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা: ১৭ আগস্ট, ২০১১

৫. মাহমুদ জামাল, *শিশু অধিকার ও ইসলাম*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪) পৃ. ৫৫-৫৬

৬. *Monthly Compilation of Violence Reports, January 2008-16 December 2008* (based on 6 national newspapers), Bangladesh Shishu Adhiker Forum, Dhaka, accessed on 16 December 2008 at http://www.bsafchild.org/month.php.

৭. *Annual Drug Report of Bangladesh, 2010,* Department of Narcotics Control, Ministry of Home Affairs,

মাদকতা অশ্লীলতার উন্মেষ ঘটায়। এ দুটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল-কুর'আনে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?[৮]

মাদকতা শুধু স্বাস্থ্যগত ক্ষতিই করে না; বরঞ্চ সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়। সামাজিক নানারকম অপরাধ ও অশ্লীলতা বিস্তারের জন্য এ মাদকতাই দায়ী। কারণ মাদকাসক্তির কারণেই ব্যভিচার, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণের মত ঘটনা অহরহ ঘটছে। মাদকতা ও অশ্লীলতার অবাধ সুযোগ শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

৩.১.৪.শিশুদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চনা

আজকের বিশ্বে শিশুরা তাদের মৌলিক মানবাধিকার যথাযথভাবে পাচ্ছে না। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এ শিশুরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইউনিসেফের এক হিসেব মতে, গত এক দশকে বিশ্বে ২০ লাখেরও বেশী শিশু নানাভাবে নিহত হয়েছে। আহত কিংবা পিতৃমাতৃহারা হয়েছে ৭০ লাখের বেশী শিশু। বিভিন্ন প্রতিরোধযোগ্য রোগে এখনও সারাবিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। প্রতিদিন ১৫ কোটি শিশু অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়। এখনও এ বিশ্বে জন্মের পরপরই মৃত্যুবরণ করছে ৪০ লক্ষ, গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতা বা প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুর কারণে বিশ্বের ১০ লাখের বেশী শিশু হয়ে পড়ছে ইয়াতীম।[৯]

পুষ্টিহীনতার কারণে উন্নয়নশীল দেশে ৪০% শিশুর আকৃতি ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে।[১০] দারিদ্র্যের কারণে ১৩ কোটি শিশু জীবনে স্কুলের দরজায় পা রাখার সুযোগই পাচ্ছে না। আর প্রায় ১০০ কোটি মানুষ এখনও অশিক্ষার অন্ধকার গহ্বরে হাবুডুবু খাচ্ছে।[১১]

বিশ্বব্যাপি বৈষম্যের যে চিত্র সামনে রয়েছে তা বড়ই দুভার্গ্যজনক। জাতিসংঘের সদস্য ১৯২টি দেশের মধ্যে বৈষম্যের যে চিত্র তা সত্যিই দুঃখজনক। এদের মধ্যে জি এন পি পার্থক্যের ব্যাপ্তি ৯০ ডলার থেকে ৪৫ হাজার ডলার। এ কারণে শিশু অধিকারের বিষয়টিও হয়ে পড়ছে বৈষম্যমূলক। অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সের শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪ থেকে ৩১৬ জন, স্বল্প ওজনের শিশুদের শতকরা হারের ব্যাপ্তি ১% থেকে ৬০% এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিহারের ব্যবধান ২৪% থেকে ১০০%।[১২] উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ

---

[৮]. আল-কুর'আন, ৫:৯০-৯১

[৯]. *দেশসমূহের অগ্রগতি*, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ৩

[১০]. Educaion- The states of world Children 1999, Carol Bellamy, Executive Director, United Nations Children Fund, pg. 7

[১১]. প্রাগুক্ত।

[১২]. *দেশসমূহের অগ্রগতি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬

করে, সারা বিশ্বে শিশুদের অধিকার নিয়ে যেসব কার্যক্রম চলছে তার কার্যকারিতা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের দেশে শিশুদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। এদেশে প্রতি বছর ৫ বছর বয়সের নিচে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার শিশু নানা রোগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।[১৩] গড়ে ৯৪% ছেলেমেয়ে আন্তর্জাতিক পুষ্টিমান অনুযায়ী পুষ্টির অভাবে ভুগছে। ১০% ছেলেমেয়ের বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। তারা রাস্তায় বসবাস করছে। এখনও ২০% স্কুল গমনোপযোগী ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার সুযোগই তৈরী করা সম্ভব হয়নি।[১৪]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক হিসেব অনুযায়ী দিনে তিন বেলা খাবার পায় মাত্র ৪৭% শিশু, অর্থাৎ ৫৩% শিশুর কপালে তিন বেলা খাবার জোটে না, শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬১ লাখ যাদের ৫৬%-এর কোনো আশ্রয় নেই। আইএলও এবং ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিশুরা প্রায় ৪৭ ধরনের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে পতিতাবৃত্তি, ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের কারখানা এবং মাদকদ্রব্য বহন ও বিক্রির মত মারাত্মক পেশার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এত কনভেনশন, সনদ, আইননীতির পরও সমগ্র বিশ্ব তথা বাংলাদেশের শিশুদের নিদারুণ অসহায় অবস্থার পীড়াদায়ক এ চিত্র কি হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করার জন্য যথেষ্ট নয়?[১৫]

৩.১.৫. তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার

প্রযুক্তির উৎকর্ষের জন্য তথ্য, জ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু আশঙ্কার কথা হলো, এর সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও অপরাধ সংঘটনের মাত্রা। শিশুদের চারিত্রিক অবক্ষয় সৃষ্টির জন্য রয়েছে নানা সাইট, নানা আয়োজন। গুগল সার্চ ইঞ্জিন, ফেসবুক, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে শিশুদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, ভিডিও ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সামাজিক নেটওয়ার্কের নামে ছেলেমেয়েদের অবৈধ সম্পর্ক তৈরীর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এ সর্বনাশা অপব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক অবনতি ঘটাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির আরেক উদ্ভাবন মুঠোফোন। বর্তমানে মুঠোফোনে প্রযুক্তির সব সুবিধা থাকার কারণে শিশুদের মধ্যে খুব সহজেই অশ্লীলতার প্রসার ঘটছে। চলতি বছর বেসরকারি সংস্থা 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের' চালানো এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ শতাংশ নিয়মিতভাবে পর্নোগ্রাফি দেখছে।[১৬] এছাড়া মুঠোফোনের ব্যবহার এখন এত বেড়েছে যে, মানুষ মুঠোফোনে কথা বলতে বলতে দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত রেলওয়ের একটি থানা এলাকায় গেল বছরে ২৩০টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০৬ জন মারা যায় মুঠোফোনে কথা বলতে বলতে রেলপথ পার হওয়ার সময়।[১৭]

৩.১.৬. বিনোদনের নামে অশ্লীলতার প্রসার

আজকাল বিনোদনের নামে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, নাটক ইত্যাদি প্রদর্শন করানো হয়। এসব থেকে শিশুদেরকে বিরত রাখা উচিত। এতে তারা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি শুধু প্রভাবিতই নয় বরং অভ্যস্ত হয়ে

---

[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[১৪]. মাহমুদ জামাল, *শিশু অধিকার ও ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪) পৃ. ৫৫

[১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

[১৬] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা: ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭, পৃ. ১

[১৭] প্রাগুক্ত।

পড়বে। সিনেমা-টেলিভিশন ইত্যাদির গল্পকাহিনীতে অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা, পত্রপত্রিকা ও বইতে নগ্ন-অর্ধনগ্ন কুরুচিপূর্ণ ছবি, গল্পকাহিনীতে যৌন সুড়সুড়ি প্রদানকারী ডায়ালগ এবং যৌন আবেদনময়ী ঘটনার বর্ণনা থাকে। এসব কিছুর মূল লক্ষ্য তরুণ ও যুবক-যুবতীদেরকে যৌন কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করা। এতে পাপাচার ও অনাচারের যে বিস্তার ঘটে তাতে তো বড়দের চরিত্রই ঠিক থাকে না; তরুণ যুবকদের ঠিক থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই শিশুরা যখন কিছুটা বোধ শক্তিসম্পন্ন হয়, তখন তাদের সামনে এসব কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শিত হলে সেটা তাদের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাদের জীবনে তারা এর অনুকরণ অনুশীলনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে তাদের মানসিক চঞ্চলতার জন্য তারা বিভিন্ন গর্হিত ও লজ্জাষ্কর কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা চরিত্র ধ্বংসের দিকে ক্রমেই ধাবমান হতে থাকে। খারাপ পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গের প্রভাব তাদের ওপর ক্রিয়াশীল হলে পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের পরামর্শকে পাশ কাটিয়ে চলার প্রবণতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়।[১৮]

৩.১.৭. কার্টুনের প্রতি শিশুর অত্যাধিক আসক্তি

আজকাল শিশুরা কার্টুনের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত। তার খাওয়ানো, পড়ানো প্রভৃতি কাজে প্রবোধ দিতে কার্টুনের সাহায্য নিতে হয় পিতামাতাকে। আস্তে আস্তে এমন একটা সময় আসে যখন শিশু টিভির সামনে থেকে নড়তেই চায় না। সারাক্ষণ সে কার্টুন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ফলে তার চোখ ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে এবং মানসিক বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া এসব কার্টুনের অধিকাংশই এমন বিষয়সম্বলিত যা শিশুর চারিত্রিক বিকাশের অন্তরায় বরং এগুলো চরিত্রবিধ্বংসী উপাদান। শিশুরা সাধারণত যে কার্টুনগুলো দেখে থাকে তার বিষয়গুলো এরকম:

'টম এন্ড জেরি' কার্টুনের সত্তুর ভাগই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তিতে ভরা। এ কার্টুনে দেখা যায়, টম সবসময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত এবং বিপরীত লিঙ্গের কাউকে দেখলে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। 'রবিনহুড'কে একজন চোরের ভূমিকায় এবং 'পিনাকিওকে' একজন মিথ্যুকের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। 'টারজান'কে স্বল্পবসনে চলাফেরা করতে দেখা যায়। এক কার্টুনে দেখা যায়, একজন আগন্তুক একটি ঘুমন্ত সুন্দরীকে চুম্বন করল, ফলে মেয়েটি তাকে বিয়ে করল। আরেক কার্টুনে জেসমিন আলাদীনের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। সিনড্রেলা চুরি এবং ছিনতাইয়ে অভ্যস্ত ছিল।[১৯]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসব কার্টুনে শিশুর জন্য শিক্ষণীয় কিছু নেই। আবার মোবাইল বা স্মার্টফোনে যেসব ভিডিও গেম দেখা যায় সেগুলোর শিক্ষাও নেতিবাচক। যেমন অ্যাংগ্রি বার্ড, ক্ল্যাশ অব ক্ল্যান। বর্তমানে শিশুরা এগুলোর প্রতি অতি পরিমাণে আসক্ত– যা দৈহিক ও মানসিকভাবে তার ক্ষতি করছে, সময়ের অপচয় ঘটাচ্ছে এবং তাকে পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগী করে তুলছে। এটি শিশুর জন্য কখনোই কাম্য নয়।

৩.১.৮. শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা

বর্তমানে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তুচ্ছ সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটছে শিশুহত্যা। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা হচ্ছে ধর্ষণের শিকার। এমনকি তিন বছরের শিশুও এ অশ্লীলতা হতে রেহাই পাচ্ছে না। বাংলাদেশে সংঘটিত শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতাবিষয়ক কয়েকটি সমীক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো,

---

[১৮]. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৬

[১৯]. আমির জামান ও নাজমা জামান, *ইসলামিক সায়েন্সের আলোকে প্যারেন্টিং: এই আধুনিক যুগে আমার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবো?* (কানাডা: ইনস্টিটিউট অব ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট, ৪র্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫) পৃ. ১৫৫

এক. বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার (বিএসইএইচআর) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের (২০১৬ সাল) এপ্রিল মাসে দেশে ২২ জন শিশুহত্যা, ৩৪ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এপ্রিল মাসে ২২ শিশুকে হত্যা করা হয় আর নির্যাতনের শিকার হয় ৭৮ জন শিশু। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মা। কুমিল্লায় হত্যার শিকার হয় এক শিশু। এ মাসে মোট ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১ জন শিশু। সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি মনে করে, বিদ্যমান মানবাধিকার লংঘন অব্যাহত থাকলে একদিকে যেমন দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে অন্যদিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২০]

দুই. ফেব্রুয়ারী মাসে (২০১৬ সাল) সারা দেশে ১৮৬ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অন্যদিকে দেড় মাসে ৪৫ শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ও মানবাধিকার কমিশনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম ১৭ দিনেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে অন্তত ১৪ শিশু। জানুয়ারীতে এ সংখ্যা ছিল ২৯।[২১]

তিন. শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার এ ধারাবাহিকতায় এবার যোগ হয়েছে কিশোরগঞ্জে সংঘটিত নৃশংসতা। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় মাহাথির মোহাম্মদ নামে দেড় বছরের শিশুসন্তানকে ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে সালমা আক্তার (৩০) নামে এক পাষণ্ড মা। এছাড়া মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় ৬ বছরের সন্তানকে বিষপান করিয়ে হত্যার পর পারভীন বেগম (২৫) নামে এক গৃহবধূ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রংপুরে বদরগঞ্জ হাসপাতালে সন্তান জন্ম দিয়ে পালিয়ে গেছে এক মা। স্থানীয়দের ধারণা, বাবার পরিচয় না থাকার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। এদিকে বরিশালের উজিরপুরে এক মায়ের বিরুদ্ধে চার বছরের কন্যাসন্তানকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত শিশু বাকপ্রতিবন্ধী স্বপ্না খানম মম ঐ উপজেলার কমলাপুর গ্রামের ইমরান হোসেন মিলনের কন্যা।[২২]

চার. 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের' (বিএসএফ) তথ্য অনুযায়ী গত চার বছরে ১০৬৯ শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ২৯২ জন, ২০১৪ সালে ৩৫০ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন, ২০১২ সালে ২০৯ জন শিশু খুন হয়েছে। চার বছরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৯৭৬ শিশু। 'আইন ও সালিশ' কেন্দ্রের (আসক) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫ সালে দেশে ১৩৩ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। আর ২০১৪ সালে হত্যার শিকার হয়েছে ৯০ শিশু। 'শিশু অধিকার ফোরামের' সূত্র থেকে জানা যায়, ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৪৯ মাসে হত্যাকাণ্ডের শিকার ১০৮৫ ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৯৭৬ শিশু। এর মধ্যে ২০১৫ সালে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২৮৮১ শিশু। যার মধ্যে খুন ২৯২, ধর্ষণ ৫২১ ও অপহরণের শিকার ২৪৩ শিশু। ২০১৪ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ৩৬৬, ২০১৩ সালে ২১৮ ও ২০১২ সালে ২০৯ শিশু। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ১৬১.৮১%, অপহরণ বেড়েছে ১৬.২৭%।[২৩]

---

২০. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা: ৪ মে ২০১৬, পৃ. ১

২১. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা: ১ মে ২০১৬, পৃ. ১

২২. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা: ৬ মার্চ ২০১৬, পৃ. ১

২৩. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা: ৫ মার্চ ২০১৬, পৃ. ৪

পাচ. পুলিশ সদর দফতরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের ২১,২২০টি ঘটনা ঘটেছে। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ২১,২৯১টি। আর চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সারা দেশে ৪,৫০৫টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা রয়েছে।[২৪]

ছয়. গত ১২ এপ্রিল দিনাজপুরের হিলিতে ৪ বছরের শিশু আবতাবাহির বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয় পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে। ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ না দেওয়ায় তাকে হত্যা করে অপহরণকারীরা। [২৫]

সাত. গত ৯ মে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নে আলাউদ্দীন (১৩) নামের একটি শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, কাজে না যাওয়ায় বেকারির মালিক ও শ্রমিকেরা তাকে মারধর করে। এর ফলে আলাউদ্দীন মারা যায়।[২৬]

আট. গত ৮ মে চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়তলী থানার সাগরিকা এলাকায় একটি খাল থেকে স্কুলছাত্র ফিরোজ আলী বাধনের (১৩) বস্তাভর্তি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ৪ মে নিখোঁজ হয় বাধন। নিখোঁজের পর বাধনের পরিবারের কাছেও ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল।[২৭]

নয়. জামালপুরের সরিষাবাড়ী পৌরসভার ভুরারবাড়ী ব্রিজের নিচ থেকে আশেকের (৯) কবজিকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। ৫ মে সে নিখোঁজ হয়।[২৮]

দশ. ৫ মে কুমিল্লার রেল স্টেশনের পাশ থেকে দেড় বছরের পরিচয়বিহীন এক শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। [২৯]

এগারো. চলতি বছরের (২০১৬ সাল) ৩ জানুয়ারী ঝিনাইদহের শৈলকূপার কবিরপুর মসজিদপাড়ায় ৩ শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় পারিবারিক কলহের জেরে। আর ৫ জানুয়ারী একদিনেই দেশে ৬ শিশুকে হত্যা করা হয়। ১৯ জানুয়ারী কক্সবাজারের রামুর বড়বিল গ্রামের একটি ফলের বাগান থেকে মোহাম্মদ শাকিল (১০) ও মোহাম্মদ কাজল (৯) নামে দুই সহোদরের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। [৩০]

বারো. ৩০ জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জ সদরের মালিরপাথর এলাকার একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে নীরব (১১) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ২৯ জানুয়ারী খেলার সময় সে নিখোঁজ হয়। [৩১]

তেরো. গত ১৭ ফেব্রুয়ারী হবিগঞ্জের বাহুবলে উদ্ধার করা হয় নদীর চরে বালুচাপা ৪ শিশুর লাশ। এছাড়া রাজধানীর বেইলী রোডে ১৫ বছর বয়সী এক কুমারী মা তার কলঙ্ক ঢাকতে জন্মের পরপরই চারতলা থেকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করে নিজ সন্তানকে।[৩২]

---

[২৪]. *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৪ মে ২০১৬, পৃ. ১

[২৫]. প্রাগুক্ত।

[২৬]. প্রাগুক্ত।

[২৭]. প্রাগুক্ত।

[২৮]. প্রাগুক্ত।

[২৯]. প্রাগুক্ত।

[৩০]. প্রাগুক্ত।

[৩১]. প্রাগুক্ত।

[৩২]. প্রাগুক্ত।

চৌদ্দ. ডিসেম্বর (২০১৬) মাসে সারাদেশে ১৭ শিশুকে হত্যা, ২৪ শিশুকে ধর্ষণ ও ২২ শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। খুবই ছোটো বিষয়কে কেন্দ্র করে শিশুদেরকে নির্যাতন বা হত্যা করা হয়। যেমন, লালমনিরহাটে কমলা চুরির অভিযোগে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক মাদ্রাসাপড়ুয়া শিশু শিক্ষার্থীকে বেঁধে বেধড়ক পিটিয়েছে এক ব্যক্তি। পটুয়াখালীতে ঘুম থেকে উঠতে দেরী করায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে নিজ সন্তানকে হত্যা করে এক পিতা।[৩৩]

পনেরো. চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ৩২৫টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৮টি শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৩১টি প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশু, ৫টি শিশু গৃহকর্মী কর্মস্থলে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ১৫টি শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।[৩৪]

২০০৮ সালে শিশু নির্যাতনের একটি পরিসংখ্যান নিচে তুলে ধরা হলো:[৩৫]

নির্যাতনের প্রকৃতি	মোট
শিশুহত্যা	১৫৫
ধর্ষণের পর হত্যা	২০
ধর্ষণ	১১৪
অন্যান্য যৌন নির্যাতন	৩৩
নিরুদ্দেশ	৩৮৬
অপহরণ	১১৯
শিশু পাচার	১১২
আত্মহত্যা	৪২
এসিড নিক্ষেপ	১৫
অন্যান্য শিশু নির্যাতন	১,৭৫৯
মোট	২,৭৫৫

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা দিন দিন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে এবং তা এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে– যা একটি সমাজ ও জাতির জন্য খুবই উদ্বেগজনক– যার আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

---

৩৩. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা: ২ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১

৩৪. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: ৩০ অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১

৩৫. Monthly Compilation of Violence Reports, January 2008-16 December 2008 (based on 6 national newspapers), Bangladesh Shishu Adhiker Forum, Dhaka, accessed on 16 December 2008 at http://www.bsafchild.org/month.php.

৩.১.৯. এনজিওসমূহের নেতিবাচক কার্যক্রম

এনজিওসমূহের মধ্যে ব্র্যাক ৩৪,২৫০টি প্রাইমারী স্কুল, ২৪,৭৫০টি প্রাক প্রাইমারী স্কুল[৩৬], বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মৌলিক শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৩৭] এছাড়া প্রশিকা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, সেভ দ্য চিল্ড্রেনসহ অন্যান্য এনজিওর শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষা ঋণ, স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন, কিশোর উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি।[৩৮] এসব কার্যক্রম শিশুদের সেক্যুলার জ্ঞান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখলেও চারিত্রিক ও নৈতিকমান উন্নয়নে সহায়ক প্রমাণিত হয়নি। বরঞ্চ শিক্ষাদানের আড়ালে শিশুদেরকে ধর্মান্তরিত করা, গির্জায় যেতে বাধ্য করা,[৩৯] শিশু পাচার[৪০] ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে কোনো কোনো এনজিওর বিরুদ্ধে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক এমন শিক্ষা শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে কখনোই সহায়ক হতে পারে না।

---

৩৬. *ব্র্যাক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮*, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঢাকা: ২৮ জুন

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. ড. মো: নূরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও*, (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৫) পৃ. ১৩০-১৩১

৩৯. আনু মাহ্মুদ, *বাংলাদেশে এনজিওঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, (ঢাকা: হক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮) পৃ. ৪৭

৪০. মুহাম্মদ নুরুযযামান, *বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে*, (ঢাকা : দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ ১৯৯৬) পৃ. ৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

কোনো কোনো পিতামাতার নির্দয়, নিষ্ঠুর আচরণ ও তাদের অসচ্চরিত্রের কুপ্রভাব শিশুসন্তানদেরকে অসৎ পথে এবং অবাধ্যতার পথে পরিচালিত করে। তখন অন্ধকার গলিপথে ভাগ্যাহত জীবনের পাপপঙ্কিলতায় সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন তছনছ হয়ে যায়। আরো যেসব কারণে শিশুরা পিতামাতার অবাধ্য ও বিপথগামী হয় তার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

৩.২.১. সংসারের অভাবঅনটন

সংসারের অভাবঅনটনের কারণে যদি সন্তানেরা জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়, যদি অন্নবস্ত্রের সংকট সংসারে লেগেই থাকে, অভাবের কথা যদি বারবার সন্তানদের সামনে বলা হয় তাহলে তাদের জীবনে নেমে আসে হতাশা। পরিবারের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও আগ্রহ ক্রমান্বয়ে কমে যায়। তাদের মন ছুটে যায় অজানা গন্তব্যে। এ সময় তাদেরকে রুটিরুজির লোভ দেখিয়ে কোনো প্রতারকচক্র বা স্বার্থান্বেষী মহল বাগে পেলে পাপপঙ্কিলতার অন্ধকার জগতে নিয়ে যায়। এভাবে এক সময় তারা সুন্দর এ পৃথিবীতে লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে যায়। মিশে যায় কদর্যতাপূর্ণ আঁধার ভূবনে।

৩.২.২. পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি

ছেলেমেয়েরা ঘরছাড়া হওয়ার ও অসৎ সঙ্গে মেশার আরেকটি কারণ সংসারে পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, কলহবিবাদ এবং পরিবারটিকে সন্তানদের জন্য বাসোপযোগী রাখার ব্যর্থতা। শিশুরা প্রতি ক্ষেত্রে পিতামাতাকে অনুসরণ করে। যখন সংসারে উভয়ের মধ্যে প্রায়শই বাকবিতণ্ডা ও সামান্য কারণে কুরুক্ষেত্রের অবস্থা দেখে, তখন পরিবারের প্রতি ছেলেমেয়েদের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এ পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হওয়ার জন্য তাদের মন উপায় খুঁজতে থাকে। তারা ঘরে বেশী সময় কাটানোর চেয়ে বন্ধুবান্ধবের সাথে সময় কাটানোতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ফলে যেখানে তারা অধিক সময় কাটায় সেটা যদি ভালো লোকদের পরিবেশ না হয়ে মন্দ লোকদের আড্ডাখানা হয়, তাহলে অচিরেই তারা ওদের চিন্তাধারা ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের বিবিধ মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক সময় তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩.২.৩. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বহির্মুখী কাজে অধিক ব্যস্ততা

স্বামী-স্ত্রী যদি চাকুরী বা অন্য কোনো কারণে দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে থাকেন এবং সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে সন্তান অতিমাত্রায় বন্ধুবান্ধবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে যা তাকে বিপথে পরিচালিত করে। কেননা তখন সময় কাটানোর জন্য তাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। এ সময় যাকেই তারা কাছে পায়, তার অধিক সাহচর্য, তার সাথে দীর্ঘ মেলামেশার আগ্রহ তাদেরকে পাগলপারা করে তোলে। এভাবেই কুসংসর্গে পড়ে ওদের রোগ স্বীয় দেহ মনে সংক্রমিত করে তারা অন্ধকার পথে যাত্রা করে।

৩.২.৪. ইয়াতীম শিশুর সমস্যা

শিশুর চারিত্রিক বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে তার ইয়াতীম হওয়া। বাল্যকালে পিতা হারানোর ফলে কেউ তাকে আদর করে না, স্নেহের পরশ বুলায় না। যেহেতু পিতামাতাই একটি শিশুর প্রধান কল্যাণকামী, তাই তাদের অনুপস্থিতিতে শিশু হয়ে পড়ে অসহায়; তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কেউ থাকে না। ফলে সে হয়ে পড়ে বিপথগামী।

উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সত্যিই অন্তরায়। এগুলোর উপস্থিতিতে একটি শিশু কখনোই আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। তাই জাতির এ ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণ যেন তাদের চারিত্রিক বিকাশের সঠিক পরিবেশ পায় সেজন্য পরবর্তী অধ্যায়ে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে উক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো উত্তরণে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, এনজিও ও সরকারের করণীয় আলোচিত হয়েছে। এগুলোর অনুসরণে শিশু একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমরা আশা রাখি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে বর্জনীয় বিষয়সমূহ

শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর পাশাপাশি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো পরিহার করে চলতে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে– ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ বর্জনীয় বিষয়গুলো শিশুর সঠিক চারিত্রিক বিকাশের অন্তরায়। নিম্নে আল-কুর'আন ও হাদীসের আলোকে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে বর্জনীয় বিষয়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

ক. শিরক করা: শিরক আল্লাহ্‌র নিকট অমার্জনীয় অপরাধ। শিশুকে ছোটো সময় থেকেই বিভিন্ন রকম শিরকের ধরন ও ক্ষতি সম্পর্কে সহজ ভাষায় বোঝাতে হবে। তাকে বলতে হবে, আল্লাহ্ অন্য যে কোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু শিরকের গুনাহ নয়। এটি আল্লাহ্‌রই ঘোষণা:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করেন না, এ ছাড়া অন্য যে কোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন; মূলত যে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করেছে, সে তো বড়ো মিথ্যা তৈরী করল এবং বিরাট গুনাহ করল।[৪১]

খ. অহংকার করা: অহংকার আল্লাহ্‌র চাদর–বান্দাহ্‌র উচিত নয় এটি টানাটানি করা। যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। শিশুকে বোঝাতে হবে, আমাদের চিরশত্রু ইবলিস শয়তান এ অহংকারের কারণেই জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আল্লাহ্ অহংকারীদের ভালোবাসেন না। তিনি বলেছেন,

إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

তিনি কখনো অহংকারীদের পছন্দ করেন না।[৪২]

গ. মিথ্যা বলা: মিথ্যা সব পাপের জননী। শিশু কোনো অবস্থাতেই যেন মিথ্যা না বলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পরকালে মিথ্যার জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীর চেহারা কালো-কুৎসিত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন,

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ

আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যারা মিথ্যা বলে কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো (কুৎসিত) হয়ে যাবে।[৪৩]

ঘ. রাগ করা: রাগ হচ্ছে অন্তরের জ্বালা, যার প্রকাশ ঘটে কখনো অশ্লীল বাক্যবানের মধ্য দিয়ে। শিশু যেন কখনো রেগে না যায় এবং সে ধরনের পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

---

৪১. আল-কুর'আন, ৪:৪৮
৪২. আল-কুর'আন, ১৬:২৩
৪৩. আল-কুর'আন, ৩৯:৬০

আল-কুর'আনে রাগ দমন করতে পারাকে মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

সচ্ছল ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় যারা দান খয়রাত করে, রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ ঐসব মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।[৪৪]

ঙ. লোভ-লালসা: দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া এবং লোভ সংবরণ করতে পারা একটি গুণ। শিশু যেন কখনো অন্যের সম্পদ বা জিনিসের প্রতি লোভী হয়ে না পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে,

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

নিশ্চয়ই যারা একসাথে বসবাস করে তারা অনেক সময় প্রাচুর্য ও সম্পদের লোভে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে; আর এমন লোক কমই হয়।[৪৫]

চ. গীবত করা: শিশুকে গীবত করা থেকে বিরত রাখতে হবে। গীবতের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাকে সচেতন করতে হবে– যাতে সে অসাক্ষাতে অন্যের নিন্দা না করে। আল-কুর'আনে গীবত করাকে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

তোমাদের কেউ যেন একে অপরের গীবত না করে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে পছন্দ করে? অবশ্যই তোমরা তা ঘৃণা করো। আর আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী ও অতিশয় মেহেরবান।[৪৬]

ছ. অশ্লীলতা: শিশুকে সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখতে হবে। কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে:

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, অশ্লীলতার কাছেও যেও না।[৪৭]

---

৪৪. আল-কুর'আন, ৩:১৩৪
৪৫. আল-কুর'আন, ৩৮:২৪
৪৬. আল-কুর'আন, ৪৯:১২
৪৭. আল-কুর'আন, ৬:১৫১

জ. কৃপণতা: শিশু তার জিনিস অন্যকে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন কৃপণতা না করে– বরং এ ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ যারা কৃপণতামুক্ত তারাই সফলকাম। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বাণী নিম্নরূপ:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যাদেরকে তাদের মানসিক কৃপণতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।[৪৮]

ঝ. ঘৃণা: পারস্পরিক ঘৃণা এক ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি। শিশু কাউকে ঘৃণা করবে না– সবাইকে ভালোবাসতে শিখবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন আরেকজনকে ঘৃণা করো না; পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য তিনদিনের বেশী তার ভাইয়ের সাথে কথা না বলে থাকা উচিত নয়।[৪৯]

ঞ. হিংসা-বিদ্বেষ: শিশু অন্যের সফলতায় হিংসা করবে না–বরং সংশ্লিষ্ট গুণটি সবার মধ্যেই সৃষ্টি হোক এটি তার কামনা থাকবে। হিংসা এমন এক ব্যাধি যা মানুষের নেক কাজকে নিঃশেষ করে দেয়। এ সংক্রান্ত একটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাবধান! হিংসা থেকে তোমরা সতর্ক থাকো। কেননা হিংসা মানুষের নেক আমল এমনভাবে নিঃশেষ করে দেয় যেমন আগুন কাঠ পুড়ে ছাই করে ফেলে।[৫০]

শিশুর সুষ্ঠু চারিত্রিক বিকাশে উপরোক্ত বিষয়সমূহ কখনোই কাম্য নয়। শিশু যাতে নিজের মধ্যে এগুলো লালন না করে এবং সদা কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীগুলো যেন তার মধ্যে গড়ে ওঠে এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

---

৪৮. আল-কুর'আন, ৫৯:৯

৪৯. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবুল হিজরাহ, খণ্ড-৮, পৃ. ২১, হাদীস নং-৬০৭৬

৫০. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল হাসাদ, খণ্ড-৪, পৃ. ২৭৬, হাদীস নং-৪৯০৩

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পরিবারের করণীয়

পিতামাতার সব স্বপ্ন আবর্তিত হয় শিশুসন্তানের ভালো-মন্দকে ঘিরে। সন্তানকে ভালো মানুষরূপে তৈরী করার জন্য পিতামাতার আগ্রহের কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে পিতামাতা যথার্থ উদ্যোগ নিতে পারে না। যার ফলে পিতামাতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। শিশুদেরকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। এ প্রবন্ধে শিশুর চরিত্র গঠন ও বিকাশে যেসব করণীয় আলোচনা করা হয়েছে তা অনুসরণে পিতামাতা ও অভিভাবকদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ শিশুর চরিত্র গঠনে পিতামাতার দায়িত্বকর্তব্য সর্বাধিক। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানিয়ে দেয়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশু প্রসব করে, তাতে তোমরা কানকাটা দেখ কি?

অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

আল্লাহ্‌র ‘ফিতরাত’ যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটিই সরল সোজা মজবুত দীন।’[১]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই আছে। যদি শিশুর পিতামাতা এ ব্যাপারে যত্নবান হন এবং পরিবেশ যদি সুন্দর ও চরিত্র গঠনের অনুকূল থাকে তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতামাতা এ বিষয়ে যত্নবান না হন কিংবা পরিবেশ যদি চরিত্র গঠনের অনুকূল না থাকে তবে শিশুর চরিত্র বিনষ্ট হয়। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে পিতামাতার ভূমিকা

---

[১]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাইয, বাবু ইযা আসলামাস সবিয়্যু ফামাতা হাল ইউসল্লা ‘আলাইহি, খণ্ড-২, পৃ. ৯৪, হাদীস নং-১৩৫৮

অপরিসীম। কীভাবে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাদের শিশুর চরিত্র গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন তা এখানে আলোচনা করা হলো:

৪.১.১. ঈমান বৃদ্ধি ও দৃঢ় করার প্রশিক্ষণ

সন্তানদের ঈমান বৃদ্ধি ও দৃঢ় করার জন্য পিতামাতা বা অভিভাবকগণ প্রথমেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কথা, তাঁর একত্বের কথা এবং তাঁর ওপর ঈমান আনার কথা বলবে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-জমিনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে এবং এসব কিছুর যে একজন স্রষ্টা রয়েছেন তাঁর কথা সন্তানদেরকে বোঝাবে। যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচিতি ও অস্তিত্ব তুলে ধরবে। সন্তানদের তাওহীদ শেখানোর জন্য অভিভাবকগণ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করবে। পবিত্র কুর'আনের ভাষায়:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

"অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটিই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন সেটি অস্তমিত হলো তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না। অতঃপর যখন সে চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটি আমার প্রতিপালক। যখন এটিও অস্তমিত হলো তখন বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটি আমার প্রতিপালক, এটি সর্ববৃহৎ।[২] যখন এটিও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক করো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৩]

এছাড়া অভিভাবকগণ রব ও ইলাহ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচিতি এবং আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেবে। আল্লাহ্‌র মহিয়ান নামসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য বোঝাবে। শিরক, কুফর ও বিদ'আত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান দেবে।

এ প্রসঙ্গে লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন আল-কুর'আনে এভাবে তার উল্লেখ রয়েছে:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم

স্মরণ করো, যখন লোকমান হাকীম উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলম।[৪]

---

২. এ সব জ্যোতিষ্ক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এরা আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ, এরা আল্লাহ্‌র শরীক হতে পারে না; ইবরাহীম (আ.) শিরক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপণ করেছিলেন।

৩. আল-কুর'আন, ৬:৭৬-৭৯

৪. আল-কুর'আন, ৩১:১৩

এ নসীহতের অন্য অংশে তিনি বলেন,

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[৫]

৪.১.১.১. শিশুকে আল্লাহ্র উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করা

শিশুর মনে এ উপলব্ধি জাগাতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় তার সব কাজকর্মই দেখে থাকেন। তার মনে এ ধারণাও দিতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সে কাজই কবুল করেন যা সে শুধু আল্লাহ্র জন্যই করেছে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তার মূল উদ্দেশ্য। সব কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

হযরত 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু সে ফলাফলই পাবে যেরূপ সে নিয়ত করেছে।[৬]

অনুভব-উপলব্ধির এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি-নৈকট্য (কুরবাত)-এর বিষয়টিও এজন্য উপলব্ধি করানো প্রয়োজন যে, সে প্রতি মুহূর্তের অনুভবকে বুঝতে শিখবে। সে শুদ্ধ সঠিক ভাবনায় অভ্যস্ত হবে। এর ফলে সে লোভ করবে না, হিংসাবিদ্বেষ পোষণ করবে না, গীবত-চোগলখুরী করবে না, অপবিত্র মালসম্পদের প্রতি ঝুঁকবে না, প্রবৃত্তির অবৈধ ও নিষিদ্ধ তাড়না থেকে সংযত হবে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেও সে বেঁচে থাকবে, আর যদি অন্তরের তাড়নায় কখনো মন্দ কোনো খেয়াল তার মধ্যে উদয় হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মনে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে আছেন, তিনি তার কথা শুনছেন এবং তাকে দেখছেন, কাজেই এ কথা মনে হওয়া মাত্র সে সতর্ক হয়ে যাবে। এ উপলব্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সে হাদীসটিও প্রণিধানযোগ্য যেখানে তাঁকে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, (ইহসান হচ্ছে) তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি নিজকে এ পর্যায়ে উন্নীত করতে না পারো, তাহলে মনে করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।[৭]

---

[৫]. আল-কুর'আন, ৩১:১৬

[৬]. *সহীহুল বুখারী*, বাদউল ওহী, কাইফা কানা বাদউল ওহী, খণ্ড-১, পৃ. ৬, হাদীস নং-১

[৭]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু সুআলি জিবরীল (আ.), খণ্ড-১, পৃ. ১৯, হাদীস নং-৫০

তাই আমরা বলতে পারি, শিশুকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের দীক্ষা দিতে হবে। এটিই তারবিয়াতের প্রাথমিক বিষয়। এটি ছাড়া শিশু কোনো দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করতে পারে না– কোনো মহৎ কাজও আনজাম দিতে পারে না। এ অবস্থায় তার অবস্থা হয় পশুর মত– খাওয়া ও ঘুম ছাড়া যার কোনো কাজ নেই। পরিশেষে এরা অবাধ্য ও আল্লাহ্‌দ্রোহীদের মাঝে শামিল হয়, যাদের পরিণতি লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই পিতা ও অভিভাবকের উচিত শিশুর ঈমানী ভিত গড়ে দেওয়া। এ ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا غُلامُ، أَوْ يَا غُلَيِّمُ، أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟» فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে একই বাহনে আরোহী ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি; তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যসমূহ পালন করবে, তাহলে আল্লাহ্‌ তোমার হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যসমূহের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখলে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে তোমার সামনে পাবে। আর যখন কিছু চাও তখন শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে, সাহায্যের প্রয়োজনে তাঁরই মুখাপেক্ষী হবে। যা লেখবে তা লেখার পর কলম ওঠানো হয়ে গেছে এবং পাতাও শুকিয়ে গেছে। আর এ কথা জেনে রাখো, যদি গোটা সৃষ্টিজগতও তোমার কোনো কল্যাণ করতে চায় তথাপিও কোনো কল্যাণ করতে পারবে না, তুমি শুধু ততটুকু কল্যাণই পেতে পারো, যতটুকু কল্যাণ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আর যদি সবাই মিলেও তোমার কোনো অকল্যাণ করতে চায় তাহলে বিন্দুমাত্র অকল্যাণ করতে পারবে না, তবে আল্লাহ্‌ তোমার জন্য যতটুকু অকল্যাণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা অবশ্যই হবে। তুমি আরো জেনে রাখো, ধৈর্যের সাথেই রয়েছে কৃতকার্যতা এবং সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি রয়েছে কষ্টের পর, আর কাঠিন্যের পাশাপাশি রয়েছে সহজতা।[৮]

শিশুর সংশোধন এবং চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিই হল স্রষ্টায় বিশ্বাস। এ ব্যাপারে অমুসলিম দার্শনিকরাও একমত। তাদের এ সংক্রান্ত কয়েকটি মতামত তুলে ধরা হলো,

পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক গাল্পিক দস্তভস্কি মনে করেন, "মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তখন সে সহজেই শয়তানের কবলে পড়ে যায়।"[৯]

---

[৮]. *আল মুসনাদ*, ওয়া মিন মুসনাদি বানী হাশিম, বাবু আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদিল মুত্তালিব, খণ্ড-৫, পৃ. ১৮ হাদীস নং-২৮০৩

[৯]. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ওয়াল্টার জড়বাদী চিন্তার ধারক এবং স্রষ্টার প্রতি সন্দেহ সংশয় সৃষ্টিকারী নাস্তিকদেরকে ঠাট্টা করে বলতেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে কেন সন্দেহ পোষণ করো, যদি আল্লাহ্‌ না থাকত তাহলে আমার স্ত্রী আমার সাথে খিয়ানত করত এবং আমার চাকর আমার মালামাল চুরি করে নিত।" [১০]

আমেরিকার যৌন বিষয়ক চিকিৎসক ড. হেনসি কিংক তাঁর 'আওদাতুল ঈমান' পুস্তকে লেখেন, "যেসব মা-বাবা এ প্রশ্ন তুলেন যে, তারা তাদের সন্তানদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ কিভাবে দেবেন এবং তাদেরকে কিভাবে শাসন করবেন, যখন তাদের নিজেদের মধ্যেই সেসব ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব বর্তমান নেই যারা তাদের চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন? এরা প্রকৃতপক্ষে এমন এক সমস্যার জালে আটকা পড়েছেন, যার কোনো সমাধান নেই। এবং এর পরিবর্তে তারা দ্বিতীয় কোনো পন্থা পাননি– যা শক্তিশালী অবস্থানে থেকে স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনা ও মানুষের অন্তরে গ্রথিত স্বভাবজাত শুদ্ধতার দ্বারা সৃষ্টি করা যায়।"[১১]

মক্কা থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'মাজাল্লাতুল হাজ্ব'-এ স্টালিনের মেয়ে 'সুইলানার জবানবন্দি' নামক নিবন্ধে লেখা হয়,

তার মাতা-পিতা ও মাতৃভূমি ছাড়ার মূল কারণ ছিল তার ধর্মবিশ্বাস। এজন্যই যে, সে এমন এক গৃহে লালিতপালিত হয়েছিল যার সদস্যরা আল্লাহ্‌র বিষয়ে আংশিক অবগত ছিল এবং আল্লাহ্‌র নাম তাদের মুখে বিশ্বাসভিত্তিক উচ্চারিত হত, ভুলে নয়। আর যখন সে বোধশক্তিসম্পন্ন বয়ঃস্তরে উপনীত হলো এবং বড়ো হলো তখন সে তার অন্তরে এক অনুভূতির সন্ধান পেল আর তা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণ ব্যতীত দুনিয়ার জীবনের কোনো অর্থ নেই এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণ ব্যতীত মানুষের মধ্যে আদল ও ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব হয় না। সে খুব শান্ত মনে এটি উপলব্ধি করল যে, ঈমান মানুষের জীবনে ঠিক সেরকমই আবশ্যক যেমন পানি ও বাতাস মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য।[১২]

দার্শনিক ক্যান্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, "তিন ধরনের প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া ছাড়া চরিত্র বাস্তবে রূপ লাভ করে না, সেগুলো হলো, ১. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস

২. আত্মার অবিনাশিতা

৩. মৃত্যুর পর জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করা।"[১৩]

তাই আমরা বলতে পারি, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিক করে দেয়। এ বিশ্বাস তার সমস্ত কাজকে আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় কাজে পরিণত করে। তাই শিশুকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

---

[১০]. প্রাগুক্ত।

[১১]. প্রাগুক্ত।

[১২]. প্রাগুক্ত।

[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

৪.১.১.২. আখিরাতমুখী চিন্তার লালন

শিশুর অন্তরে আখিরাতের চিন্তা বদ্ধমূল করে দিতে হবে। মূলত আখিরাতমুখী চিন্তা মানুষের ঈমান-আকীদা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজকর্মের লক্ষ্য ঠিক করে দেয়। এ পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে, পরকালে দুনিয়ার ভালো-মন্দ সব কাজের হিসেব দিতে হবে– এ চেতনাই মানুষের সব কাজকে আখিরাতমুখী করে দেয়। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা এ দুনিয়ায় চলে তাদের মনমত। 'খাও, দাও, ফূর্তি করো– এ-ই তাদের নীতি। কিন্তু মৃত্যুর ডাক এসে গেলে তাদের আর কিছু করার থাকে না। পরিবারের জন্য কোনো অসিয়তও তারা করতে পারে না– এমনকি পরিবারে ফিরতেও পারে না। এমনটিই বলা হয়েছে সূরা ইয়াসীনে:

فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

(এ ধরনের কাফিরদের যখন মৃত্যু এসে যাবে) তখন তারা অসিয়তও করতে পারবে না, তাদের ঘরেও ফিরে আসতে পারবে না।[১৪]

তাই সবার উচিত আখিরাত সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং শিশুকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে গড়ে তোলা। এজন্য আল-কুর'আনের আখিরাতসংক্রান্ত আয়াতগুলোর শিক্ষা শিশুকে বোঝাতে হবে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ:

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের ডেকে বলবে, সামান্য একটু পানি বা আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু আমাদের দাও। জবাবে তারা বলবে, আল্লাহ্ এ দুটি জিনিসই ঐ কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যারা তাদের দীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে রেখেছিল এবং যাদেরকে দুনিয়ার জীবন ধোঁকায় ফেলেছিল। আল্লাহ্ বলেন, যেভাবে তারা আজকের দিন আমার সাথে তাদের দেখা হওয়ার কথা ভুলে ছিল এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, আমিও সেভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকবো।[১৫]

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

আর যারা তাদের দীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদের ধোকায় ফেলেছে তাদের কথা বাদ দিন। তবে এ কুর'আন শুনিয়ে তাদের নসীহত ও সাবধান করতে থাকুন, যাতে কেউ নিজের আমলের কারণে ঐ কঠিন সময় গ্রেফতার না হয়, যখন আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী ও শাফায়াতকারী থাকবে না এবং যখন সে সব কিছু ফিদইয়া দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। কেননা এসব লোক নিজেদের আমলের জন্যই ধরা পড়ে যাবে। তাদের কুফরীর দরুণ তাদের জন্য ফুটন্ত পানি ও বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।[১৬]

---

[১৪]. আল-কুর'আন, ৩৬:৫০

[১৫]. আল-কুর'আন, ৭:৫০-৫১

[১৬]. আল-কুর'আন, ৬:৭০

৪.১.২. ইসলামের যথার্থ জ্ঞানদান

ঈমান শেখানোর পর শিশুদেরকে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান করতে হবে। এটি পিতামাতার ওপর অবশ্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানার্জনের শরয়ী গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জ্ঞানার্জন সব মুসলমানের ওপর ফরয, আর অপাত্রে জ্ঞান রাখা শুকরের গলায় হীরা, মুক্তা ও স্বর্ণের মালা পরানোর মতো।[১৭]

মা মিষ্টি ভাষায় ইসলামের সুমহান শিক্ষা শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দেবেন। আদেশ-নিষেধ, কুরআন-হাদীসের নীতি বাক্য মুখে মুখে শেখাবেন। শিশুদেরকে ৩/৪ বছর থেকে সহজ ভাষায় ক্রমান্বয়ে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান শেখাবেন। শিশুদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলবেন। এ সুশৃঙ্খল পৃথিবী ও দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টিকুশলতার পেছনে স্রষ্টার অস্তিত্বের অনিবার্যতা তুলে ধরবেন। আল-কুর'আন এমন মননশীলতা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এর নিজস্ব ভঙ্গিতে:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দশনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি করনি; তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো।[১৮]

৪.১.২.১. শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমা শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ হচ্ছে, শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমা তায়্যিবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দেওয়া। এ নির্দেশের তাৎপর্য এই যে, তাওহীদের এ কালিমা ইসলামে দীক্ষা লাভের মাধ্যম। কাজেই এ কালিমার আওয়াজই সর্বপ্রথম শিশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে এবং তার মুখ দিয়েও সর্বপ্রথম এ ঘোষণাই উচ্চারিত হবে। সে সাথে সর্বপ্রথম যে শব্দমালা শিশু বুঝবে, শিখবে এবং তার অন্তরে গেঁথে যাবে তা এ কালিমা।

---

[১৭]. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, কিতাবু ইফতিতাহিল কিতাব ফিল ঈমান ওয়া ফাযাইলিস সাহাবা ওয়াল 'ইলম, বাবু ফাযলিল উলামা ওয়াল হিসসি 'আলা তলাবিল 'ইলমি, খণ্ড-১, পৃ. ৮১, হাদীস নং-২২৪

[১৮]. আল-কুর'আন, ৩:১৯০-১৯১

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

তোমরা কি দেখছ না, আল্লাহ্ কালিমা তায়্যিবাকে কোন জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন? এ পবিত্র কালিমা হচ্ছে পবিত্র বৃক্ষের মত, যার মূল গভীরে প্রোথিত এবং এর শাখা-প্রশাখা দিগন্তে প্রসারিত।[১৯]

এ কালিমা পড়েই মানুষ ইসলামে দিক্ষিত হয়। কালিমা তায়্যিবার অর্থ ও শিক্ষা শিশুকে বোঝাতে হবে– অর্থাৎ আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মানা, তাঁকে ছাড়া আর কারো আনুগত্য না করা এবং সে আনুগত্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথ অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক।

৪.১.২.২. শিশুকে আল-কুর'আন শিক্ষাদান

শিশুকে সর্বপ্রথম আল-কুর'আন শেখাতে হবে। তিন-চার বছর বয়স থেকে ছোটো ছোটো সূরাগুলো শেখানো যেতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং অর্থ ও শিক্ষা-সহ মুখস্থ করাতে হবে। শিশু সম্পূর্ণ আল-কুর'আন মুখস্থ করতে পারলে উত্তম।

ইবনে সিনা তাঁর 'কিতাবুস সিয়াসাহ' পুস্তকে উপদেশ দান করেছেন যে, 'যখন শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তখন তার শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত আল-কুর'আন শিক্ষার মাধ্যমে, যাতে কুর'আনের ভাষার প্রভাব হৃদয়ে স্থাপিত হয় এবং ঈমানের বৈশিষ্ট্য শিশুর চিন্তা ও চেতনায় খোদিত হয়।'[২০]
আগেকার মানুষ স্বীয় সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তারা যখন তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দিতেন তখন তাঁদের কাছে এ অনুরোধ সর্বাগ্রে উপস্থাপন করতেন যে, শিশুকে যেন সর্বপ্রথম আল-কুর'আন শিক্ষা দেওয়া হয়, এর তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া এবং আল-কুর'আন মুখস্থ করানো হয়। এতে তাদের অন্তরে ঈমান ও ইয়াকীন খোদিত হয়ে যাবে।[২১]

৪.১.২.৩. শিশুকে হালাল-হারাম শিক্ষাদান

ইসলামে কোন কাজটি আল্লাহ্ করতে বলেছেন এবং কোনটি নিষেধ করেছেন অর্থাৎ হালাল-হারাম সম্পর্কে শিশুকে শেখাতে হবে। এর তাৎপর্য এই যে, যখন থেকে শিশুর দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হবে, তখন থেকেই সে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনকারী হবে এবং ক্রমান্বয়ে নিজে নিজেই এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আর যেসব বিষয় থেকে তাকে বিরত রাখা হবে, তা থেকে সে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। শিশুর জ্ঞান ও বিচারবোধ জাগ্রত হওয়ার সময় থেকে যখন সে হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে থাকবে এবং ছোটোবেলা থেকেই শরীয়তের হুকুম পালনে অভ্যস্ত হবে, তখন সে আর জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থাকে শরীয়ত ও জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে না।[২২]

---

[১৯]. আল কুর'আন, ১৪:২৪

[২০]. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

[২২]. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩

৪.১.৩. উন্নত চারিত্রিক শিক্ষা

ঈমান ও ইলমের পরই আসে চরিত্রের বিষয়। যদি শিশুর ঈমান দৃঢ় হয়, যথার্থ ইলম ও উপলব্ধি অর্জন হয় তবে তাদের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন না হয়ে পারে না। মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকলে তার চরিত্র উন্নত হবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তদুপরি হাতেকলমে চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া ও তার নিয়মিত পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। শিশুদের চারিত্রিক গুণাবলী তৈরীতে পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য। এর মধ্যে পরিবার শিশুর চারিত্রিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণে শিশুদের পরিবার থেকে নৈতিক শিক্ষার সুযোগ দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। আমরা যদি শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে তৎপর হই, তাহলে পরিবারকে উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতামাতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্তানদের জন্য তাদের হতে হবে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। পাশাপাশি তাদেরকে চরিত্র গঠনের জন্য উত্তম উপদেশ অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে লোকমান হাকীম সব পিতামাতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। তিনি তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন তা আল-কুর'আনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও আর অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং আপদবিপদে ধৈর্য্যধারণ করো। এটিই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। অহঙ্কারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[২৩]

পিতামাতা তাদের সন্তানদের ব্যবহারিকভাবে ভাল কাজ শেখাবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলা শিক্ষা দেবেন। শিশুদের হাত দ্বারা গরীব মিসকীনকে দান করার অভ্যাস করাবেন। অভুক্তদের খাবার দানের অভ্যাস করাবেন। ভালো সঙ্গ এবং ভালো পরিবেশে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, যুলুম ইত্যাদি অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবেন। পারস্পরিক মেলামেশার আদব শেখাবেন। বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে নামাযের অভ্যাস করাবেন।

---

[২৩] আল-কুর'আন, ৩১:১৭-১৯

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

হযরত ‘আমর ইব্ন শু‘আইব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানসন্ততিদেরকে নামায আদায় করতে আদেশ করবে যখন তারা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে এবং নামাযের জন্য তাদেরকে শাসন করবে, যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছবে। আর তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।’[২৪]

শিশুদেরকে অশ্লীল বিনোদন থেকে দূরে রাখতে হবে। বিকল্প সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো কাজে উৎসাহিত ও খারাপ কাজে নিরুৎসাহিত করতে হবে। সন্তানসন্ততিকে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতা যেমন প্রশিক্ষণ দেবেন, এর পাশাপাশি আল্লাহ্‌র দরবারে দু‘আও করবেন। কারণ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোনো কাজে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা এভাবে দু‘আ শিখিয়েছেন:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করো যারা আমাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানিয়ে দাও।[২৫]

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে অভিভাবককে যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

৪.১.৩.১. সন্তানপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা

মুসলিম পিতামাতা হবেন আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায়কারী। সন্তান আল্লাহ্‌র দেওয়া এক অতি বড়ো নিয়ামত। এ সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এবং তাকে সুপথে পরিচালিত করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, সন্তান গর্ভে থাকাকালীন আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া হলো আর সন্তান হয়ে গেলে সব নযর-নিয়ায পেশ করা হলো ফকির বাবার দরবারে। এটি বড়োই ঘৃণিত কাজ।

---

[২৪]. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুস সলাত, বাবু মাতা ইউমারুল গুলামু বিস সলাত, খণ্ড-১, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং-৪৯৫ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪৯৫

[২৫]. আল-কুর’আন, ২৫:৭৪

আল-কুর'আনে যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়; তারপর যখন পুরুষ স্ত্রীকে ঢেকে নিল, তখন হালকাভাবে গর্ভধারণ করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকল, তারপর যখন সে ভারী হয়ে গেল তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাদের রব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করল, যদি আমাদেরকে একটি সুসন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার শোকরগোযার বান্দাহ্ হবো। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাদের নিখুঁত সন্তান দিলেন তখন এ দানের মধ্যে অন্যদেরকে শরীক করতে লাগল; অথচ তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ্ অনেক ওপরে।[২৬]

তাই সন্তান হওয়ার পরও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং এ নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ সন্তানকে আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তুলতে হবে।

৪.১.৩.২. আল্লাহ্‌র কাছে হেদায়াত চাওয়া

শিশুসন্তানের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আমরা যতই চাই না কেন আল্লাহ্ না চাইলে হেদায়াত পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না। বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাকে হেদায়াত দিয়ে থাকেন।[২৭]

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তাদের হেদায়াত দান করা আপনার কাজ নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাকে হেদায়াত দিয়ে থাকেন।[২৮]

সমস্ত প্রচেষ্টা ও শক্তিসামর্থ্য ব্যয় করার পরও সন্তান হেদায়াতপ্রাপ্ত না হলে ভেঙে পড়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির উচিত হযরত নূহ (আ.)-এর কথা স্মরণ করা। শত চেষ্টার পরও যখন পুত্র ইসলামের পথে ফিরে এলো না তখন হযরত নূহ (আ.)-এর আর্তচিৎকারে আল্লাহ্ সুন্দর জবাব দেন।

---

[২৬]. আল-কুর'আন, ৭:১৮৯-১৯০

[২৭]. আল-কুর'আন, ২৮:৫৬

[২৮]. আল-কুর'আন, ২:২৭২

ঘটনাটি আল-কুর'আনের ভাষায় নিম্নরূপ:

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِين وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِين وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে উঠে এসো, কাফিরদের সঙ্গে থেকো না। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, আমি এখনি একটি পাহাড়ের উপর উঠছি, সেটি আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বললেন, আজ কোনো জিনিসই আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে রক্ষা করতে পারবে না– তবে আল্লাহ কারো প্রতি রহম করলে অন্য কথা। ইতোমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝে আড়াল করে দাঁড়াল আর সেও নিমজ্জিতদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। নির্দেশ হলো, হে জমিন, তোমার সব পানি গিলে ফেলো, আর হে আকাশ, থামো। অতঃপর পানি জমিনে বসে গেল, যা হবার তা হয়ে গেল। নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে ভিড়ল। আর বলা হলো, যালিমরা দূর হয়ে গেল। নূহ আল্লাহ্‌কে ডাকলেন; বললেন, হে প্রভূ! আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার ওয়াদাও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড়ো ও উত্তম বিচারক। জবাবে বলা হলো, হে নূহ! সে তোমার ঘরের কেউ নয়, সে তো দুরাচার। কাজেই তুমি সে বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করো না, যা তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসীহত করি, নিজেকে অজ্ঞদের মত বানিও না।[২৯]

৪.১.৩.৩. শিশুর আদর্শিক শিক্ষা শিশুবয়স থেকে শুরু করা

সন্তান লালনপালনে উপযুক্ত সময় নির্ধারণ খুবই জরুরী। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শিখতে শুরু করে। শিশুর বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেরী করা মোটেই উচিত নয়। শিশুর আদর্শিক শিক্ষা শিশুবয়স থেকে শুরু করা আবশ্যক। ছোটো বয়সে শিশুর মন থাকে নরম কাদামাটির মতো। তাকে যেমন ইচ্ছা আকৃতি দেওয়া যায়। বড়ো হয়ে গেলে মন শক্ত হয়ে যায়, তখন ইসলামী ছাঁচে তাকে গড়ে তোলা কঠিন। শিশুকে না শেখালে সে কিছুই শিখবে না– এটি মোটেই ঠিক নয়। আশেপাশের পরিবেশ, টিভি, রেডিও, পিতামাতার আচরণ– এ সবকিছু থেকে সে প্রতিনিয়ত শিখছে। এভাবে আট-দশ বছর পার হয়ে গেলে তার নিজস্ব একটি মূল্যবোধ গড়ে উঠবে এবং সে তখন আর কথা শুনতে চাইবে না।

---

[২৯]. আল-কুর'আন, ১১:৪২-৪৬

হলিউড-বলিউড বা এর অন্ধ অনুসারী চ্যানেলগুলোতে আমাদের শিশুরা আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ খোদ হলিউডের জন্মস্থান থেকেই এর প্রতি নেতিবাচক শ্লোগান উঠেছে। তাই এসব অপসংস্কৃতির বিপরীতে শিশুকে যদি সুস্থ সংস্কৃতির খোরাক দেওয়া না যায় তাহলে এ সন্তানটিই যে কী মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠবে তা বলা যায় না। তাই শিশুবয়স থেকেই তার আদর্শিক শিক্ষা শুরু করতে হবে। তবে সোহাগ বা শাসনে নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এতে উল্টো ফল হতে পারে। বাড়াবাড়ি ও শক্তি প্রয়োগ মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে মনকে বিষিয়ে তোলে যা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সৃষ্টি করে। তাই শিশুর লালনপালনে উপযুক্ত সময় ও উপযুক্ত মাত্রা মেনে চলতে হবে।

৪.১.৩.৪. সন্তানের সামনে পিতামাতাকে বাস্তব উদাহরণ হতে হবে

সন্তানকে আল্লাহ্প্রদত্ত জীবনবিধান অনুযায়ী গড়ে তুলতে চাইলে পিতামাতাকে অবশ্যই সুশিক্ষিত হতে হবে। জীবনের শুরুতে বড়ো একটি সময় সন্তান পিতামাতার কাছে কাটায়। আর এটিই তার সঠিক উপায়ে গড়ে ওঠার সময়। পিতামাতা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সন্তানও এ ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যাবে এবং সে ইসলামী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে না। তাই আদর্শ সন্তান গড়তে চাইলে পিতামাতাকে আদর্শবান হতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অধিকাংশই শিশুর ইসলামী ধাঁচে বেড়ে ওঠার জন্য অনুকূল নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে পিতামাতাকে আদর্শ অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাই আদর্শ সন্তান পেতে চাইলে সুশিক্ষিত পিতামাতার বিকল্প নেই।

সন্তানেরা বিপথে চালিত হলে পিতামাতার চিন্তার অন্ত থাকে না। তাই তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু একাজ একদিনে হওয়ার নয়। একান্ত আপনজনের মত করে সন্তানের শিশুবয়স থেকে ধৈর্যের সাথে তাকে বড়ো করে তুলতে হয়। শিশুকে ভালো মানুষরূপে গড়তে পিতামাতার ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন প্রয়োজন। তাহলেই সম্ভব শিশুকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা। আর এমন সন্তানই পিতামাতার মৃত্যুর পর সদকায়ে জারিয়া হতে পারে।

একটি শিশু পিতামাতার নিকট থেকেই শেখে। পিতামাতা আদর্শবান হলে শিশুও তা-ই হয়। কাফির পিতামাতার সন্তান তাদের নিকট থেকে কাফির হওয়ারই অনুপ্রেরণা পায়। একটি জাতি যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন পুরো জাতিই হয়ে পড়ে জরাগ্রস্ত। এ জাতির মধ্যে যারা জন্ম নেয় তারাও হয় কাফির। এমন সন্তান জন্ম না নেওয়াই জাতির জন্য ভালো। যেমনটি বলেছিলেন নূহ (আ.):

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا

নূহ বললেন, হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাহ্দেরকে গুমরাহ করবে। আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও কট্টর কাফিরই হবে।[৩০]

পিতামাতাকে যা করতে দেখে তা-ই শিশু অনুকরণ করে। তাই পিতামাতাকে হতে হবে বাস্তব উদাহরণ। তাদের কথায়-কাজে মিল না দেখলে শিশু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই শিশুর সামনে দ্বিমুখী আচরণ মোটেই ঠিক নয়। যে কোনো ভালো কাজে উৎসাহিত করতে পিতামাতার কাজটি করে দেখানো উচিত। শিশুকে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়ার চেয়ে বরং কাজটি করে দেখানো ভালো। এতে শিশু কাজে উৎসাহ পাবে, কাজটি সঠিকভাবে করবে এবং কখনো ভুলবে না।

৪.১.৩.৫. সন্তান প্রতিপালনকে ইবাদত মনে করা

পিতামাতা সন্তান প্রতিপালনকে ইবাদত মনে করবেন। তাহলে এ কাজে তারা সওয়াব পাবেন। তবে এ কাজে নিয়তকে সহীহ করতে হবে। মানুষের প্রশংসার আশায় এ কাজে হাত দিলে তাতে বরকত আশা করা যায় না। আল্লাহ্র ইবাদত হতে হবে ইখলাছ সহকারে। পবিত্র কুর'আনের ভাষায়:

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য সঠিক দীন।[৩১]

মূলত মানুষ যে কাজই করুক না কেন তার ফলাফল সে পাবে তার নিয়ত অনুসারে। হাদীসে এসেছে:

عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু সে ফলাফলই পাবে যেরূপ সে নিয়ত করেছে।[৩২]

সুতরাং নিয়তকে খালেছ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রতিদানের আশায় শিশুকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে একাজ আল্লাহ্র ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং পরকালে এর জন্য পাওয়া যাবে অশেষ এবং অফুরন্ত নিয়ামত।

---

৩০. আল-কুর'আন, ৭১:২৬-২৭

৩১. আল-কুর'আন, ৯৮:৫

৩২. *সহীহুল বুখারী*, বাদউল ওহী, কাইফা কানা বাদউল ওহী, খণ্ড-১, পৃ. ৬, হাদীস নং-১

৪.১.৩.৬. শিশুর চরিত্র গঠনে প্রয়োজন সচেতন অভিভাবক

একটি সন্তানের চরিত্র গঠনে মূলত অভিভাবক ও শিক্ষককে দায়িত্বশীল হতে হয়। তারাই শিশুকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলবেন। শিশু তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমানতস্বরূপ। শিশুকে আদবকায়দা শেখানো ও নামাযের আদেশ দেওয়ার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। আল্লাহ্ বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

(হে নবী) তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমিও তার ওপর অবিচল থাক, আমি তো তোমার কাছে কোনো রকম রিযিক চাই না, রিযিক তো তোমাকে আমিই দান করি; (আল্লাহ্‌কে) ভয় করার জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ.

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সন্তানকে আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়া ব্যক্তির জন্য এক সা‘ পরিমাণ জিনিস দান করা অপেক্ষা উত্তম।[৩৪]

আমাদের পূর্বসূরীরা সন্তান গঠনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা সন্তানের চরিত্র গঠনে নিজেরাও ছিলেন সচেতন, তেমনি যোগ্য শিক্ষক খুঁজতেন সন্তানের জন্য। এমনি কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ:

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক জাহিয বর্ণনা করেন, উশবা বিন আবূ সুফিয়ান তাঁর ছেলেকে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে বলেন, আমার ছেলের সংশোধনের জন্য প্রথমে আপনি নিজেকে সংশোধন শুরু করুন। কেননা তার মত শিশুদের চোখ আপনার মত শিক্ষকের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আপনি যা কিছু ভালো ও মন্দ ভাববেন, তারাও তাই ভাববে। আপনি তাদেরকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের চরিত্র শিক্ষা দিন, চরিত্রবান ব্যক্তির উত্তম গুণাবলী শেখান, তাদেরকে আমার ভয় দেখালেও আমাকে ছাড়াই তাদেরকে আদব-কায়দা ও জ্ঞান শিক্ষা দিন। আপনি তাদের জন্য এমন চিকিৎসক হোন, যিনি রোগ জানার আগ পর্যন্ত ঔষধ দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করবে না। আমার ভয় যেন তাদের সংশোধনের পথে বাধা না হয়। আমি কিন্তু আপনার যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে আছি।[৩৫]

---

[৩৩]. আল-কুর’আন, ২০:১৩২

[৩৪]. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জা’আ ফী আদাবিল ওয়ালাদ, খণ্ড-৩, পৃ. ৪০১, হাদীস নং-১৯৫১

[৩৫]. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, জুন ২০১০) পৃ. ৮১

ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দামা' গ্রন্থে লিখেছেন, খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর ছেলে আমীনকে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, হে শিক্ষক আহমার, খলীফা তার কলিজার টুকরো ও মনের ফসলকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনি তার ওপর নিজের হাত মজবুত করুন, আপনার আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক করুন; আপনিও তার জন্য সে মর্যাদায় অবতীর্ণ হোন, খলীফা যে মর্যাদা আপনাকে দিয়েছে। তাকে আল-কুর'আন পড়ান, বিভিন্ন খবরাখবর অবহিত করুন, হাদীসের জ্ঞান দিন, কবিতা শেখান, কথা বলার পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং হাসির অবস্থা ছাড়া এমনি যেন না হাসে। তার সময়গুলো যেন উপকারী কাজে লাগে এবং এমন কাজে যেন না লাগে, যার ফলে তার অন্তর মরে যায়। তাকে এত অবকাশ দেবেন না, যাতে সে অবসর সময়কে ভালোবাসে, তাকে নৈকট্য ও কোমলতা দিয়ে সাধ্যমত ঠিক করুন। সে এগুলোকে অস্বীকার করলে তার প্রতি কঠিন ও কঠোর হোন।[৩৬]

খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান নিজ ছেলের শিক্ষককে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন:

তাদেরকে সত্যবাদিতা এমনভাবে শেখান যেমন করে কুর'আন শেখান; সুন্দর চরিত্র ও ভালো কবিতা শেখান যা তাদের উৎসাহিত করবে; তাদেরকে ভদ্র ও জ্ঞানীগুণী মানুষের সাথে ওঠাবসা করান, তাদেরকে ইতর ও অভদ্র এবং চাকরদের থেকে দূরে রাখুন। কেননা তাদের আদবশিষ্টাচার খুবই কম।[৩৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সন্তানকে নৈতিকতা শিক্ষাদানে অভিভাবকের সচেতনতা আদর্শ সন্তান গড়ার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। তাই সন্তান গঠনকারীদের উচিত নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কারণ প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৪.১.৩.৬. শিশুর চরিত্র গঠনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদ্ধতির অনুসরণ

শিশুর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) হবেন মডেল। তাঁর দেখানো পথই একমাত্র সঠিক পথ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথ ছাড়া অন্য মত ও পথ কখনই গ্রহণীয় নয়। হাদীসের ভাষায়:

قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

হযরত ইব্‌ন আবী আওফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যারা আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর মাঝে শামিল নয় তা প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।[৩৮]

---

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', বাবুন নাজাশি ওয়া মান কলা লা ইয়াজূযু যালিকাল বাই', খণ্ড-৩, পৃ. ৬৯

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত লেখক শায়খ আবু হামজা আবদুল লতীফ আল গামেদীর মন্তব্যটি খুবই চমৎকার। তিনি বলেছেন,

পরিবার গঠনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদ্ধতির অনুসরণ এবং তা বাস্তবায়নই যথেষ্ট হবে, অন্যের দিকে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন পড়বে না। সুতরাং সাগরের পানে চলুন, ছোটোখাটো খালনালা পরিত্যাগ করুন। সকালের মুক্ত আলোতে প্রশ্বাস ফেলা রাতের চেরাগের সামনে ঘণ্টাখানেক বসার চেয়েও শ্রেয়।[৩৯]

তাই শিশুকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথে পরিচালিত করতে পিতামাতাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের ভালোবাসতেন, শিশুর নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষাদানে তিনি কার্যকরী ভূমিকা রাখতেন– যা একটি শিশুর চারিত্রিক বিকাশে খুবই তাৎপর্যবহ। পিতামাতাকে এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

৪.১.৩.৭. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখা

সন্তান প্রতিপালনের কাজে আমাদের ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর। এ কাজে অনেক বাধাবিপত্তি, ঝড়ঝাপটা আসবে, এ সময় হাল ছেড়ে না দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে ধৈর্য সহকারে। আর মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহ্‌র ওপর। আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করো যদি তোমরা মুমিন হও।[৪০]

আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন আরো বলেন,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

আমি যা কিছু করতে চাই, তার সব কিছুই আল্লাহ্‌র তাওফীকের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরই ওপর আমার ভরসা এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।[৪১]

তাই সন্তান গড়ার এ মহৎ কাজে ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করতে হবে। তিনি সাহায্য করলে পিতা-মাতাকে আর কারো ওপর ভরসা করতে হবে না।

---

৩৯. শায়খ আবু হামজা আবদুল লতীফ আল গামেদী, *আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপ্‌স* (ঢাকা: আল ফুরকান পাবলিকেশন্স, মে ২০১৪) পৃ. ১২

৪০. আল-কুর'আন, ৫:২৩

৪১. আল-কুর'আন, ১১:৮৮

৪.১.৩.৮. সন্তানসন্ততি যেন দীনের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়

সন্তানসন্ততির কল্যাণের জন্য আবেগতাড়িত হয়ে কখনো এমন কাজ করে ফেলা ঠিক নয় যা দ্বারা ব্যক্তির দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্তানসন্ততিকে কখনো দীনের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, সন্তানের জন্য দীন নয়– বরং দীনের জন্য সন্তান। তাই সন্তানসন্ততির প্রতি ভালোবাসা ব্যক্তিকে যেন কখনো আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সূরা মুনাফিকূনে আল্লাহ্ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি যেন কখনো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়, কেননা যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪২]

মূলত সন্তানসন্ততি এবং দীন উভয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। একটি যেন অন্যটির দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সূরা তাওবায় আটটি পার্থিব বস্তুর পাশাপাশি তিনটি দীনী বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উক্ত আটটি পার্থিব বস্তুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা থাকবে ঠিকই কিন্তু তা ঐ তিনটি দীনী বিষয়ের চাইতে যেন বেশী না হয়ে যায়– বেশী হয়ে গেলেই আল্লাহ্‌র আযাবের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। সূরা তাওবার উক্ত আয়াতটি নিম্নরূপ:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের ঐ মাল যা তোমরা উপার্জন করেছ, তোমাদের ঐ কারবার তোমরা যার মন্দার ভয় করো এবং তোমাদের ঐ বাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো– এসব যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্‌র ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের হেদায়াত করেন না।[৪৩]

৪.১.৩.৯. অভিভাবকের হালাল উপার্জন অবশ্য কর্তব্য

প্রতিটি অভিভাবকের উচিত তার উপার্জন যেন হালাল পন্থায় সম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কারণ হালাল উপার্জনে রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত এবং এজন্য তিনি নির্দেশও দিয়েছেন। পরিবার ও সন্তানের সুখের জন্য কখনো অভিভাবকগণ নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করেন এবং হারাম উপার্জনের পথে পা বাড়ান। কিন্তু এ

---

[৪২]. আল কুর'আন, ৬৩:৯

[৪৩]. আল-কুর'আন, ৯:২৪

সন্তানেরা পরকালে পিতার অবৈধ কাজের দায়ভার বহন করবে না। যদিও সন্তানের জন্যই পিতা অবৈধ পথে পা বাড়িয়েছেন কিন্তু সেদিন এ আদরের সন্তান পিতার কোনো কাজেই আসবে না। এ ব্যাপারে আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় করো এবং ঐ দিনের ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে না, না কোনো সন্তান তার পিতার পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করতে পারবে; অবশ্যই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোকায় না ফেলে, এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদের আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধোকা দিতে না পারে।[৪৪]

কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। এ সম্পর্কে সূরা ফাতিরে আল্লাহ্‌ বলেছেন,

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা ওঠাবে না। যদি কোনো বোঝা বহনকারী তার বোঝা ওঠানোর জন্য কাউকে ডাকে, তাহলে তার বোঝার সামান্য অংশ বহন করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসবে না– সে তার নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন।[৪৫]

তাই উপার্জনের ক্ষেত্রে সন্তানের সুখের কথা চিন্তা করার আগে বৈধ পন্থায় উপার্জনের কথা ভাবতে হবে। তাহলেই আল্লাহ্‌ সে উপার্জনে বরকত দেবেন এবং তা দ্বারা সন্তানও প্রতিপালিত হবে সঠিক উপায়ে।

৪.১.৩.১০. সন্তানের জন্য ব্যয়ে কার্পণ্য না করা

সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে অর্থ ব্যয় করতে হবে। এতে কোনো রকমের কার্পণ্য করা যাবে না। সন্তান প্রতিপালন যে পিতার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা সে সর্ম্পকে বলেছেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।[৪৬]

---

৪৪. আল-কুর'আন, ৩১:৩৩
৪৫. আল-কুর'আন, ৩৫:১৮
৪৬. আল-কুর'আন, ২:২৩৩

মনে রাখতে হবে, এ পথ অনেক লম্বা, ব্যয়বহুল। এর জন্য দরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা। তবে এর জন্য রয়েছে অগণিত সওয়াব। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

আবু মাস'উদ বদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন কোনো মুসলমান তার পরিবার পরিজনের জন্য কোনো খরচ করে এবং সে এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের আশা রাখে তাহলে সেটি তার জন্য সাদাকা বলে গণ্য হবে।[৪৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সেটি যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্য, যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে, যা সে ব্যয় করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সঙ্গীসাথিদের জন্য।[৪৮]

শিশুকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা এক কষ্টসাধ্য কাজ। তাই এ কাজে খরচ করাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাদাকা হিসেবে গণ্য করেছেন।

৪.১.৩.১১. নম্রতা অবলম্বন করা

শিশুর প্রতিপালনে নম্রতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নম্রতা এমন এক গুণাবলী যা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন কাজকেও সহজ করে দেয়। কর্কশতা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোন ব্যক্তির মধ্যে নম্রতার গুণাবলী মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি রহমত। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

হে নবী! এটা আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ যে, আপনি এসব লোকদের জন্য খুবই নরম দিলের অধিকারী হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশ ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে এরা আপনার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেত।[৪৯]

---

৪৭. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি 'আলাল আকরাবীন ওয়ায যাউজ ওয়াল আওলাদ ওয়াল ওয়ালিদাইন ওয়ালাও কানূ মুশরিকীন, খণ্ড-২, পৃ. ৬৯৫, হাদীস নং-১০০২

৪৮. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ফী সাবীলিল্লাহ, খণ্ড-২, পৃ. ৯২২, হাদীস নং-২৭৬০

৪৯. আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ , وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলতেন, হে 'আয়িশা! আল্লাহ্ নম্রশীল, তাই তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি নম্রতার মাধ্যমে এমন কিছু দেন যা কঠোরতার মাধ্যমে দেন না।[৫০]

অন্য হাদীসে এসেছে:

سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا جُعِلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ "

হযরত আবূ 'উসমান সাঈদ ইব্ন ইসমাঈল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো কিছুতে নম্রতা থাকলে তা অবশ্যই সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে। আর কোনো কিছু থেকে নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হলে তা কদর্য হয়ে পড়বে।[৫১]

তাই শিশুর প্রতিপালনে পিতামাতাকে হতে হবে বিনম্র। কারণ কঠোরতা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

৪.১.৩.১২. শিশুর ভালো কাজের প্রশংসা করা ও পুরস্কৃত করা

শিশু ভুল করলে আমরা বকাঝকা করতে পারি খুব সহজেই; কিন্তু তার ভালো কাজের প্রশংসা করতে পারি না। প্রবাদ আছে, 'হিসাবে, শাস্তিতে পাকা; প্রতিদানে, প্রশংসায় ফাঁকা।' শিশু ভুল করলে তাকে বোঝাতে হবে, কিন্তু তার ভালো কাজের স্বীকৃতি অবশ্যই দিতে হবে। এতে সে আরো উৎসাহ নিয়ে কাজটি করবে। আল-কুর'আনেও ইহসানের বর্ণনা এসেছে:

هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ

ভালোর প্রতিদান তো অবশ্যই ভালো হতে হবে।[৫২]

---

৫০. আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা আল খুসরাওজিরদী আল খুরাসানী ও আবূ বকর আল বায়হাকী, *আল আসমা' ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী* (জেদ্দা: মাকতাবাতুস সুওয়াদী ১৯৯৩) বাবু জিমা'ই আবওয়াবি যিকরিল 'আসমাইল্লাতি তাত্তাবি'উ ইসবাতাত তাদবীরি লাহূ দূনা মা সিওয়াহু, খণ্ড-১, পৃ. ১৪১, হাদীস নং-৮৫

৫১. আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা আল খুসরাওজিরদী আল খুরাসানী ও আবূ বকর আল বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান লিল বায়হাকী* (ইন্ডিয়া: মাকতাবাতুর রুশদি লিন নাশরি ওয়াত তাওযী'ই বির রিয়াদ বিত তা'আবুন মা'আদ দারিস সালাফিয়্যাহ, ২০০৩) ইখলাসুল 'আমাল লিল্লাহি 'আযযা ওয়া জাল্লা ওয়া তারকির রিয়া', খণ্ড-৯, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ৬৪৭৫

৫২. আল-কুর'আন, ৫৫:৬০

হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না।[৫৩]

আরেকটি প্রবাদ এরকম: 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে।'

সন্তান অপরাধ করলে শাসন করতে হবে ঠিকই; কিন্তু সেই সাথে তার ভালো কাজের প্রতিদানও দিতে হবে– সোহাগ করতে হবে। সন্তান সেই পিতামাতার শাসনই মেনে নেবে যারা তাকে সময়মত আদরও করে। তাই শাসন এবং সোহাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত।

সন্তানকে কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া ঠিক নয়। তার কোনো ভালো কাজের জন্য যদি তাকে পুরস্কৃত করার ওয়াদা করা হয় তবে তা পূর্ণ করা উচিত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস রয়েছে। যথা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَخْرُجُ لِأَلْعَبَ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا عَبْدَ اللَّهِ تَعَالَ أُعْطِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْرًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার শিশুকালে একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ঘরে এলেন, আমি খেলতে বের হচ্ছিলাম, তখন আমার মা বললেন, 'আবদুল্লাহ্! এসো তোমাকে একটি জিনিস দেবো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তাকে কী দিতে চাও? মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি যদি তাকে কোনো কিছুই না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লেখা হতো।[৫৪]

৪.১.৩.১৩. শিশুকে স্থায়ী পুরস্কারের আশ্বাস দেওয়া

শিশুর ভালো কাজের প্রতিদান হিসেবে আমরা সাধারণত এমন জিনিস বেছে নেই যা আর্থিক বা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামগ্রী। এতে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হলেও তা শিশুর মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে না। তাই সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হলেও শিশু আবার ভুল করে বসে। এ জন্য শিশুকে পরকালের সেই অনন্ত জীবনের নাযনিয়ামতের কথা শোনাতে হবে। যা তাকে সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত না করে বরং উৎকৃষ্ট পুরস্কারের প্রতি উৎসাহী করে তুলবে। আল-কুর'আনে পরকালের নাযনিয়ামত সংক্রান্ত প্রচুর বর্ণনা এসেছে, যা শিশুর জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত আলোচনা করা হলো:

---

[৫৩]. *আল মুসনাদ*, বাবু মুসনাদি আবী সাঈদিল খুদরী (রা.), খণ্ড-১৭, পৃ. ৩৮০, হাদীস নং-১১২৮০

[৫৪]. *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল মাক্কিয়্যীন, বাবু হাদীসি আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমির, খণ্ড-২৪, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং-১৫৭০২

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে, আল-কুর'আনে তার জন্য নিয়ামতভরা জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। সেই জান্নাতে সে চিরকাল অবস্থান করতে পারবে। আল্লাহ্ বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সীমারেখা; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে সে থাকবে চিরকাল। এ হবে এক মহাসাফল্য।[৫৫]

শিশুর মনে এমন জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে পারলে সে ভালো কাজে উৎসাহী হয়ে উঠবে। জান্নাতে চিরকাল অবস্থানের কথা যখন সে শুনবে, তখন সে সৎ কাজে আরো মনোযোগী হয়ে উঠবে।

জান্নাতীদের সাজসজ্জা ও পোশাকআশাকও হবে উৎকৃষ্ট মানের। আল্লাহ্ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

(সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।[৫৬]

অন্যত্র এসেছে:

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে রূপার কঙ্কণ। তাদের মালিক সেদিন তাদের 'শারাবান তহুরা' পান করাবেন।[৫৭]

জান্নাতে রয়েছে নানা ধরনের এবং নানা স্বাদের মজাদার খাবার ও পানীয়, যা শিশুর সৎ কাজের জন্য আরো প্রেরণাদায়ক। আল্লাহ্ বলেন,

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ

তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্য) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে। সে (সুরা পান করার) কারণে তাদের কোনো শিরপীড়া হবে না, তারা নেশাগ্রস্তও হবে না, (সেখানে আরো থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফলমূল, (থাকবে) তাদের চাহিদা মোতাবেক (রকমারি) পাখির গোশত।[৫৮]

---

[৫৫]. আল-কুর'আন, ৪:১৩

[৫৬]. আল-কুর'আন, ৩৫:৩৩

[৫৭]. আল-কুর'আন, ৭৬:২১

[৫৮]. আল-কুর'আন, ৫৬:১৭-২১

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

সেখানে (আরো) থাকবে (রং বেরংয়ের) ফলপাকড়া, খেজুর ও আনার।[৫৯]

এভাবে পার্থিব পুরস্কারের পাশাপাশি স্থায়ী পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাকে বেশী বেশী করে ইতিবাচক আয়াত ও হাদীস শোনাতে হবে। জান্নাত হবে শিশুর স্বপ্ন। তাহলেই শিশুকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৪.১.৩.১৪. শিশুকে আত্মবিচার ও আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত করা

অভিভাবকদের উচিত শিশুদেরকে আত্মবিচার ও আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত করা। এ আত্মবিশ্লেষণ শুধু প্রতিদিনের কাজকর্মের ব্যাপারেই হবে না; বরং তার মনে উদিত ভালো-মন্দ চিন্তাকল্পনার ব্যাপারেও হতে হবে। অভিভাবকদের উচিত শিশুদেরকে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতটি মুখস্থ করানো। এ আয়াতে যে শিক্ষা রয়েছে সেটিও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।[৬০] বলা হয়েছে:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَاإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىالَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আল্লাহ্ কোনো মানুষের ওপর তার শক্তির চেয়ে বেশী দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী কামাই করেছে তার ফল তারই জন্য। আর যে পাপ সে জমা করেছে তার পরিণামও তারই ওপর। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি, তবুও তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না, প্রভূ হে! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব দিও না। প্রভূ হে! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের গুনাহ মাফ করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফিরদের বিরূদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করো।[৬১]

এ আয়াতের আলোকে শিশুকে বোঝাতে হবে যে, মানুষ ভালো-মন্দ যেটাই করুক এর ফল তাকে পরকালে পেতে হবে। এজন্য যে কোনো কাজের আগে চিন্তা করে কাজটি করা এবং দিন শেষে নিজেই সব কাজের পর্যালোচনা করা। ভালো কাজগুলোর জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা এবং মন্দগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া কর্তব্য।

---

[৫৯]. আল-কুর'আন, ৫৫:৬৮

[৬০]. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

[৬১]. আল-কুর'আন, ২:২৮৬

৪.১.৩.১৫. শিশুর সুশাসনের ব্যবস্থা করা

শিশুর সুশাসনের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। বাসার মধ্যে একটু উঁচু জায়গায় একটি ছড়ি বা বেত রাখা যেতে পারে, যাতে শিশু বুঝতে পারে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা ছড়ি ঝুলিয়ে রাখো যেন পরিবারের সবাই দেখতে পায়। কেননা এটি তাদের জন্য আদবের কারণ হবে।[৬২]

৪.১.৩.১৬. সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া

একজন মা সন্তান লালনপালনে অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। নিজের জীবন দিয়ে হলেও সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু সেই সন্তানকেই কখনো রাগের মাথায় অসচেতনভাবে অভিশাপ দিয়ে ফেলেন যা সত্যে পরিণত হতে পারে। তাই অভিশাপ না দিয়ে ধৈর্যের সাথে সমস্যার সমাধান করা উচিত। অভিশাপের ফল কোনো কোনো সময় বিরূপ হতে পারে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস নিম্নরূপ:

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ، وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأْ، لَعَنَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟ قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: انْزِلْ عَنْهُ، فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ، لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ

জাবির ইব্ন ‘আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইব্ন ‘আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তার উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিলো এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিলো। উটটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন, ধুত্তুরি! তোর ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এ ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, আমি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের, সন্তানদের এবং ধনসম্পদকে অভিশাপ দিও না। তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।[৬৩]

---

৬২. *আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী*, বাবুল ‘আইন, মিন ইসমিহি ‘আবদুল্লাহ, খণ্ড-৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং-৪৩৮২

৬৩. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যুহ্‌দ ওয়ার রকাইক, বাবু হাদীসি জাবিরিত তাবীল ওয়া কিসসাতু আবিল ইয়াসার, খণ্ড-৪, পৃ. ২৩০৪, হাদীস নং-৩০০৯

হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করো না। কারণ হতে পারে, যে সময় তুমি দু'আ করছ তা দিনের মধ্যে ঐ সময় যখন যা-ই দু'আ করা হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত নও।[৬৪]

৪.১.৩.১৭. ইবাদত অনুশীলনের শিক্ষাদান

শিশুর বয়স সাত হলে তাকে ইবাদত অনুশীলনের আদেশ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»،

হযরত 'আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানসন্ততিদেরকে নামায আদায় করতে আদেশ করবে যখন তারা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে এবং নামাযের জন্য তাদেরকে শাসন করবে, যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছবে। আর তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[৬৫]

সাওম পালনের বিষয়টিও সালাতের মতই। ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হলে শিশু সাওম রাখার বয়সে উপনীত হয়ে নিজ থেকেই স্বাচ্ছন্দ্যে সাওম পালন করবে। পিতার সামর্থ্য থাকলে হজের ব্যাপারেও তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

৪.১.৩.১৮. শিশুকে নামাযের উপকারিতা শিক্ষা দান

ইসলাম তার উন্নতমানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পথ নির্দেশনার দ্বারা শিশুদের ও যৌবনন্মুখ কিশোর-কিশোরীদের কথা বিবেচনা করে এমন সব কাজের কথা বলে দিয়েছে যার সাহায্যে তারা একদিকে দৈহিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে, অপরদিকে মনও প্রফুল্ল উল্লসিত থাকবে। তাদের ভারসাম্যপূর্ণ মনো-দৈহিক বিকাশও থাকবে অব্যাহত। এসব উপায়ের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযাগ্য হচ্ছে তাদের ইবাদত অনুশীলন। বিশেষ করে নিয়মিত নামায আদায়। কেননা, নামায হচ্ছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। নামাযের বহুবিধ এবং অগণিত রূহানী কল্যাণকারিতা রয়েছে। সে সঙ্গে রয়েছে দৈহিক উপকারিতা এবং চরিত্র ও মনের ওপর প্রভাব সৃষ্টির অপরিমেয় শক্তি।

---

৬৪. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৬৫. *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুস সলাত, বাবু মাতা ইউমারুল গুলামু বিস-সলাত, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং-৪৯৫ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪৯৫

নামায এমন এক বাধ্যতামূলক শারীরিক অনুশীলন যাতে একজন মুসলিম তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঞ্চালনে বাধ্য হয়। শরীরের জোড়াগুলো নড়াচড়া করে এবং শরীরের আবরণীকলা ও শিরাধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়। এ রক্ত সঞ্চালন শরীরের জন্য যে কত উপকারী তা সকলেরই জানা।

নামায বাধ্যতামূলক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার অন্যতম ব্যবস্থা। কেননা নামাযের পূর্বে ওযু জরুরী এবং ওযুতে বাহ্যিক কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয়। এ সময় চুল, মুখগহ্বর, দাঁত ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হয়। আর যদি গোসল ফরয হওয়ার কোনো শর্ত পূরণ হয়, তাহলে গোসল করেই নামায আদায় করতে হয়। নামাযের জন্য শরীর পাক, পরিচ্ছদ পাক এবং জায়গাও পাক হতে হয়। এ সবই নামাযের শুদ্ধতার জন্য পূর্বশর্ত। এতে হাঁটাহাঁটির অভ্যাসও গড়ে ওঠে। কেননা প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে গিয়ে জামাআতবদ্ধভাবে নামায আদায় করতে হলে যাওয়া-আসার ফলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সঞ্চালিত হয়। এতে জড়তা ও অবসন্নতা দূরীভূত হয়। চিকিৎসকগণ বলেন যে, খাওয়ার পর যদি দেহকে নড়াচড়ার দ্বারা ঝরঝরে করা হয়, তাহলে বদহজম বা পেটের পীড়া হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এজন্যই শিশুদের সাত বছর বয়স থেকে নামাযে অভ্যস্ত করাতে বলেছেন, যেন তারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বের অবসর সময়কে নামায শিক্ষা ও অনুশীলনে ব্যয় করে।[৬৬]

নামাযের প্রকার, পদ্ধতি, আবশ্যিক কার্যাদি, কিরাত, রুকু, সিজদা, বৈঠক, নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি শিক্ষার জন্য যখন তারা তাদের অবসর সময়কে যথার্থভাবে ব্যয় করতে সক্রিয় হবে, তখন তাদের মধ্যে জড়তা, অবসন্নতা ও কুচিন্তা স্থান করে নিতে পারবে না। যা একদিকে তাদেরকে আনন্দ দেবে, অপরদিকে সুস্থ রাখবে। কাজেই এ নামাযই তাদের সর্বোত্তম সুস্থ বিনোদন।[৬৭]

৪.১.৩.১৯. তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার ও যাবতীয় নেতিবাচক কাজ থেকে শিশুকে দূরে রাখা

শিশু যেন তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অত্যধিক কার্টুন দেখা শিশুর জন্য মোটেই ঠিক নয়। এক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে এবং বিকল্প হিসেবে ইসলামী কার্টুন দেখাতে হবে। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটারের যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। আজকাল বেশ কিছু ওয়েবসাইট ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। যেমন: আহমেদিয়া কাদিয়ানী, ইসমাইলিয়া আগা খান, শিয়া সম্প্রদায় ও সুফী সম্প্রদায়ের কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে। এগুলো দেখে মনে হবে ইসলামী, কিন্তু আসলে মোটেই ইসলামী নয়। শিশুদেরকে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদি দেওয়া যাবে না। তাছাড়া শিশুরা যেন কখনো মাদকাসক্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

---

৬৬. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫-৪১৬

৬৭. প্রাগুক্ত।

৪.১.৩.২০. শিশুর সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা

ইসলাম শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে তন্মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা অন্যতম। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে দেওয়ার যে বিধান ইসলাম দিয়েছে তাতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপকারিতা রয়েছে। মাথা কামানোর ফলে সন্তানের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মাথার লোমকূপগুলো খুলে যায়, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তির ক্ষেত্রেও অনেক উপকার হয়।[৬৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: الحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চারটি জিনিস সব নবী-রাসূলের সুন্নত বা অনুসৃত আদর্শ ছিল– ১. খাতনা করা ২. সুগন্ধি ব্যবহার করা ৩. মিসওয়াক করা ও ৪. বিবাহ করা।[৬৯]

খাতনা স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য বিশেষ উপকারী। এতে অনেক সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় হয়। শিশুদের সঠিক সময়ে খাতনা করানো হলে পরিণত বয়সে তারা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ইবাদতবন্দেগী শুদ্ধতার সাথে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। এটি সুস্বাস্থ্য ও পবিত্রতার পূর্বশর্ত। অনেক ফিকাহবিদ খাতনাবিহীন ব্যক্তির ইমামতি বৈধ মনে করেন না। কেননা পেশাব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে তাদের পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না বলে অনেকে মনে করেন। এটি মিল্লাতে হানীফার পরিপূর্ণতার একটি দিক। আর মিল্লাতে হানীফা বা পরিশুদ্ধ জাতি বলতে তাদেরকেই বুঝায় যাদের অন্তর তাওহীদ ও ঈমানী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং শরীর পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত। এসব অভ্যাসের মধ্যে খাতনা করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, গুপ্তস্থানের চুল পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। খাতনা ইসলামের অনুসারীদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে উচ্চতর আসনে আসীন করেছে। কাজেই সেই মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্বীকৃতিতে, তাঁর হুকুমের পূর্ণ বাস্তবায়নে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি মস্তক অবনত করা সবার কর্তব্য।[৭০]

শিশুর অন্তকরণে আনন্দ সঞ্চার করা বা তার চিত্তবিনোদন নিঃসন্দেহে মুখ্য প্রতিপাদ্য। আর অর্থবহ খেলাধুলা হলো এর অন্যতম উপাদান। খেলাধুলার অসংখ্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য রয়েছে যা অনেক দিক থেকে একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তার দেহ সুগঠিত করে, চিন্তার বিকাশ ঘটায়, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে এবং সামাজিক কর্মসম্পাদনে অভ্যস্ত করে তোলে। সর্বোপরি তাকে কষ্টসহিষ্ণু হতে ও কতগুলো বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শেখায়।[৭১]

---

৬৮. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

৬৯. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুন নিকাহ্, বাবু মা জা'আ ফী ফাদলিত তাযবীজ ওয়াল হিসসি 'আলাইহি, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৮৩, হাদীস নং-১০৮০

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

৭১. মুহাম্মাদ বিন শাকের আশ্ শারীফ, *সন্তানের লালন-পালন ও নৈতিক শিক্ষা*, আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: নারী প্রকাশনী ফেব্রুয়ারী ২০১৫) পৃ.৫৩

এটি স্পষ্ট যে, শিশুরা ছোটোবেলা থেকে খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা, আনন্দ ও উল্লাসের প্রতি আকর্ষণ তাদের সহজাত। তারা সব সময় ব্যস্তচঞ্চল থাকতে ভালোবাসে। সমবয়সীদের সাথে দৌড়ঝাঁপ, ছুটাছুটি, ঘোড়দৌড়, ব্যায়াম অনুশীলন ইত্যাদিতে তারা সময় কাটাতে চায়। কখনও মার্বেল, ডাংগুলী, হা-ডু-ডু, ক্রিকেটসহ অনেক আধুনিক খেলা খেলে। তাই তাদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার যাতে তারা এসব খেলাধুলার সময় আনন্দ লাভের পাশাপাশি শারীরিকভাবেও উপকৃত হয়। তাদের পেশিগুলো শক্তসবল হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় সুঠাম ও শক্তিশালী। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিপদ মুহূর্তে যেন প্রতিরক্ষাকারী অস্ত্রের মত ভূমিকা রাখতে পারে।[৭২]

এছাড়া এ সময়ে তাদেরকে যুদ্ধের কৌশল, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, লম্ফ দেওয়া, কুস্তি করা ইত্যাদির কৌশলও আয়ত্ত করানো যেতে পারে। এর ফলে তাদের মন-মগজ স্বচ্ছ, মার্জিত ও পরিশীলিত পন্থায় বিনোদনের সুযোগ লাভ করবে। এজন্য প্রশস্ত খেলার মাঠ, সমাবেশের জন্য মিলনায়তন, সমৃদ্ধ পাঠাগার, সাঁতার শেখার জন্য স্বচ্ছ পানির পুকুর বা নদীর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আর এ সবকিছুই হবে ইসলামী বিধানের আওতাধীনে।[৭৩]

৪.১.৩.২১. অর্থবহ সত্য গল্প উপস্থাপন

অভিভাবক ও শিক্ষক এক্ষেত্রে একটি সত্য ও বাস্তবানুগ গল্প নির্বাচন করতে পারেন। গল্পের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক থেকে আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন ও পরিচর্যা করতে পারি। যেমন: সততা, আমানতদারি, কর্তব্য পরায়ণতা, সাহসিকতা, অভাবীর সাহায্য, গরীবের প্রতি দয়া ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। সুতরাং অভিভাবক এক বা একাধিক এমন গল্প উপস্থাপন করবেন, যা তিনি শিশুকে যে আদবটি শেখাতে চাচ্ছেন তা নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে জীবনীবিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে সাহায্য নেওয়া একজন অভিভাবকের নিকট অত্যন্ত উপকারী হিসেবে প্রমাণিত। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহ, সাহাবায়ে কেরামের জীবনালেখ্য, তাদের বীরত্বগাথা ও নেতৃত্ব বেশী উপযোগী। ইসমাঈল ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন সা'দ (রহ.) বলেন, 'আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিবরণ শিক্ষা দিতেন ও গাযওয়াহ ও সারিয়াহর বর্ণনা দিতেন এবং বলতেন, 'হে বৎস! এ হলো তোমার বাপদাদার ঐতিহ্য; অতএব তোমরা এটি ভুলে যেও না।' আলী ইব্ন সুহাইল (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সংঘটিত ছোটো-বড়ো সব যুদ্ধের ঘটনাবলী শিখতাম যেভাবে আল-কুর'আনের সূরাগুলো শিখতাম।[৭৪]

কখনো দেখা যায়, কোনো কোনো অভিভাবক এক্ষেত্রে অবাস্তব কাহিনীর আশ্রয় নেন। কিন্তু এ জাতীয় কাহিনীর ক্ষেত্রে তার বাচনিক পদ্ধতিতে আমাদের ধর্মের প্রতিটি আহ্বান-বিশ্বাস, চরিত্র ও আচারব্যবহারের প্রতি পরোক্ষ

---

[৭২]. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

[৭৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬

[৭৪]. মুহাম্মাদ বিন শাকের আশ্ শারীফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তবে যেসব গল্প অনৈসলামী অভ্যাস ও আচরণকে উস্কে দেয় অথবা মুসলমানদের বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাসের জন্ম দেয়, ঐ সকল কাহিনী পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও সেটা কোনো উৎসাহ ও উদ্দীপনার ধারক হোক না কেন। এ অবস্থায় 'আমরা এর থেকে শুধুমাত্র উপকারী অংশটুকু গ্রহণ করব, অতঃপর পরে সুযোগমত শিশুর ভুলগুলো শুধরে দেবো'–এমন কথা বলার অবকাশ নেই।[৭৫]

মূলত এতে শিশুর স্বভাব খারাপ হয়েই গড়ে ওঠে। বিষয়টি তাকে সময়মত না শিখিয়ে রেখে দিলে পরে তা কখনই আর হয়ে ওঠে না। তাই ছলচাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে সঠিক বিষয়টিই শিশুকে শেখানো উচিত। এতে সাময়িকভাবে কষ্ট হলেও এতেই রয়েছে শিশুর জন্য কল্যাণ।

৪.১.৩.২২. কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

শিশুকে কোনো বিষয় শেখানোর জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। কোনো গল্প বলার আগে শিশুকে বলতে হবে গল্পসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হতে পারে। এতে শিশুরা মনোযোগ দিয়ে গল্পটি শুনবে এবং এভাবে উৎসাহ দানের মাধ্যমে শিশুকে অনেক কিছু শেখানো সম্ভব। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করা। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে খেজুর আনা হলে তিনি খেজুর সম্পর্কেই প্রশ্ন রাখলেন। এতে শিশু বুদ্ধিমান হলে সহজেই উত্তরটি দিতে পারবে। ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে এমন একটি বর্ণনা পাওয়া যায়:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ فَقَالَ القَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের দৃষ্টান্ত সবুজ গাছের মতো, যার পাতা ঝরে না... লোকেরা বলতে লাগলো সেটি অমুক গাছ, অমুক গাছ। (রাবী বলেন,) আমি বলে দিতে চাচ্ছিলাম, সেটি খেজুর গাছ। কিন্তু ছোটো হওয়ার কারণে বলতে লজ্জা পেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সেটি খেজুর গাছ। রাবী বলেন, আমি (আমার পিতা) 'উমর (রা.) কে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি যদি সেখানে উত্তরটি দিতে তবে তা আমার কাছে অমুক অমুক জিনিসের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে হতো।[৭৬]

ইব্ন হাজার 'আসকালানী (রহ.) বলেন, ' রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 'খেজুর' উপস্থিত করা হলে তিনি প্রশ্নটি করলেন, এতে বোঝা গেল প্রশ্নকৃত বিষয়টি হচ্ছে খেজুর গাছ।'

এভাবে প্রশ্নোত্তরপর্বের ব্যবস্থা করলে শিশুর মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং সে অনেক কিছু শিখবে।

---

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৭৬. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু মা লা ইউসতাহয়া মিনাল হাক্কি লিত তাফাক্কুহি ফিদ-দীন, খণ্ড-৮, পৃ. ২৯, হাদীস নং-৬১২২

৪.১.৩.২৩. আদর্শ গুণাবলী শিক্ষা দান

শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। কাজেই আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশ গঠন করতে হলে শিশুরা কেমন করে উন্নত চরিত্র এবং অনুপম আদর্শের অধিকারী হতে পারে সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কেননা শিশুদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। যদি কারো আখলাকচরিত্র নষ্ট হয়ে যায় তবে এর কারণে সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং এ ক্ষতির প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সব কিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিরাট অকল্যাণ ডেকে আনে। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সদা সচেতন থাকা আবশ্যক। আল-কুর'আন ও হাদীসে শিশুদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জোর তাকিদ রয়েছে। চরিত্র গঠন বলতে তাদের মধ্যে আখলাকে যামীমা তথা দুষ্ট চরিত্রের প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং আখলাকে হামীদা তথা উন্নত চরিত্র মাধুরী দ্বারা তাদেরকে ভূষিত করা বোঝায়। যেমন অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, চোগলখুরী, মুর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করা। সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ্, রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, আল-কুর'আন, হাদীস ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারি, অঙ্গীকার পূরণ করা, এমনকি দানশীলতা, পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া।[৭৭]

৪.১.৩.২৪. শিশুকে সৎ সঙ্গ দান

ইসলাম শিশুসন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। শিশুদেরকে অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে উত্তম সাহচর্য দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১. ঘরে উত্তম সাহচর্য

২. পাড়াপ্রতিবেশীর উত্তম সাহচর্য

৩. বিদ্যালয়ে উত্তম সাহচর্য দান

মানবশিশু সাধারণত শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বিপথগামী হয়। শয়তান তাকে অসৎসঙ্গ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন মানুষ এ ব্যাপারে আফসোস করবে। তারা বলবে,

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولا

হায় দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছানোর পর; আর শয়তান তো মানুষের সাথে বিরাট প্রতারণাকারী।"[৭৮]

---

[৭৭]. ড.মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান, *শিশুর উন্নত জীবন গঠনে আদর্শ পিতা-মাতা* (ঢাকা: তাযকীর পাবলিকেশন্স, মে ২০১৬) পৃ. ৪০

[৭৮]. আল-কুর'আন, ২৫:২৮-২৯

কিন্তু সেদিন শয়তান এ দায়ভার নেবে না। আল-কুর'আনের ভাষায়:

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ

তার সহচর শয়তান সেদিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে আপনার অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি, বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে।[৭৯]

অপরদিকে সৎ ও মুত্তাকী বন্ধু নির্বাচনের সুফল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ

সেদিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, শুধু ব্যতিক্রম হবে মুত্তাকীরা।[৮০]

মুত্তাকীরা তাদের বন্ধু থেকে বিমুখ হবে না। কাজেই সবার উচিত সৎ সঙ্গে থাকা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসরণ করে, কাজেই তোমরা কাউকে জানতে চাইলে তার বন্ধুদের দেখো।[৮১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ভালো সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে, আতর বিক্রেতা ও হাপরচালকের মত। আতর বিক্রেতা তোমাকে আতর উপহার দেবে, তার থেকে তুমি আতর কিনেও নিতে পারবে কিংবা অন্তত আতরের সুঘ্রাণ তো তোমার নাকে এমনিতেই প্রবেশ করবে। কিন্তু হাপরচালকের চুলার আগুনের ছটা তোমার শরীর ও কাপড় পোড়াবে অথবা উৎকট পোড়া গন্ধ তোমাকে বিব্রত করবে।[৮২]

আরেকটি হাদীস এরকম:

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ،

হযরত যির ইব্ন হুবাইশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন তার সাথে থাকবে।[৮৩]

কাজেই পিতামাতা ও শিক্ষকের উচিত সন্তানের জন্য উত্তম বন্ধু নির্বাচন করে দেওয়া।

---

[৭৯]. আল-কুর'আন, ৫০:২৭

[৮০]. আল-কুর'আন, ৪৩:৬৭

[৮১]. সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ, খণ্ড-৪, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং- ২৩৭৮

[৮২]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', বাবুন ফিল 'আত্তারি ওয়া বায়'ইল মিসকি, খণ্ড-৩, পৃ. ৬৩, হাদীস নং- ২১০১

[৮৩]. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুদ দা'ওয়াত, বাবুন ফী ফাদলিত তাওবাতি ওয়াল ইসতিগফারি ওয়া মা যাকারা মিন রাহমাতিল্লাহি বি'ইবাদিহি, খণ্ড-৫, পৃ. ৪৩৬, হাদীস নং- ৩৫৩৫

৪.১.৩.২৫. ইয়াতীম শিশুর সাথে উত্তম আচরণ করা

ইয়াতীমকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা বা অত্যাচার করা অত্যন্ত গুনাহের কাজ। পিতামাতা বা অভিভাবকের অভাবে এমন শিশুরা কোনো ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা পায় না। তাই ইয়াতীম শিশুকে কাছে টেনে নিতে হবে– তাকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে আল-কুর'আনের নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ইয়াতীমকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করো না।[৮৪]

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? এ তো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।[৮৫]

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা ইয়াতীমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে এবং তারা শীঘ্রই আগুনে প্রবেশ করবে।[৮৬]

এজন্য ইয়াতীমের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে হতে হবে যত্নবান। শিশুর চারিত্রিক বিকাশে তাকে গ্রহণ করতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ। ইসলাম ইয়াতীমের যত্নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ্ বলেন,

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর তারা আপনার কাছে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলে দিন, তাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম। আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে, তারা তোমাদের ভাই; কে মন্দ করছে আর কে ভালো করছে, উভয়ের অবস্থা আল্লাহ্‌র জানা আছে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ এ বিষয়ে তোমাদের ওপর কঠোর হতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান হওয়ার সাথে সাথে পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।[৮৭]

---

[৮৪]. আল-কুর'আন, ৯৩:৯

[৮৫]. আল-কুর'আন, ১০৭:১-২

[৮৬]. আল-কুর'আন, ৪:১০

[৮৭]. আল-কুর'আন, ২:২২০

ইয়াতীমের লালনপালনে রয়েছে অসংখ্য নেকী। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

হযরত আবূ উমামা আল বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, তার হাত যতগুলো চুল স্পর্শ করেছে, আল্লাহ্ তার জন্য ততগুলো নেকী লেখে দেন। আর যে ব্যক্তি তার কাছে থাকা কোনো ইয়াতীম বালক বা বালিকার প্রতি ইহ্‌সান করে, আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে থাকবো, এ বলে তিনি নিজ তর্জনী ও শাহাদাত অঙ্গুলীকে এক সাথে মিলিয়ে দেখান।[৮৮]

৪.১.৩.২৬. সন্তানের পড়ালেখার প্রতি নজর দেওয়া

শিশুসন্তান তার পড়াশুনায় মনোযোগী কিনা এবং ভালো ফলাফল করছে কিনা এটি দেখা পিতামাতার কর্তব্য। অধিক পরিমাণে খেলাধুলা করা বা খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশার কারণে সন্তানেরা পড়ালেখায় অমনোযোগী হতে পারে। সন্তানেরা তাদের পড়ালেখায় কিভাবে ভালো করতে পারে সে বিষয়ে পিতামাতার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া হলো:

সন্তানের জন্য দু'আ করা: সন্তানের জন্য দু'আ করা পিতামাতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। সে যেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সফল হতে পারে সেজন্য চেষ্টা করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনাও করতে হবে। কারণ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা লাভ সম্ভব নয়।

ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা: শিশুর জন্য একটি উত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রথম প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির আদর্শ ও লক্ষ্যউদ্দেশ্য ইসলাম অনুযায়ী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শুধু ভালো ফলাফল দেখে শিশুর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা মোটেই ঠিক নয়। এতে সে ভালো ছাত্র-ছাত্রী হলেও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না।

ভাল ফলাফল নিশ্চিত করা: শিশুর ভাল ফলাফলের জন্য পড়াশুনার ভালো পরিবেশ প্রয়োজন। শিশুর দৈনন্দিন কাজের একটি রুটিন তৈরী করে দিতে হবে এবং যথাযথভাবে সেটির অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরী করে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তুলতে হবে। শিশু যেন পড়ালেখায় দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে না মেশে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেসব শিশু কম বোঝে বা দেরীতে বোঝে তাদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং শিশুর পড়াশুনার ভালো

[৮৮]. *আল মুসনাদ*, তাতাম্মুতি মুসনাদিল আনসার, হাদীসু আবী উমামাতা আল বাহেলী, খণ্ড- ৩৬, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং- ২২১৫৩

ফলাফলের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ের মানসিকতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করা মোটেই উচিত নয়। সেই সাথে শিশুর মেধাবৃত্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। শিশুর স্বাস্থ্যগত সমস্যার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর সুপ্ত মেধার বিকাশের জন্য তাকে শিক্ষাসফরে পাঠানো যেতে পারে। কারণ পড়াশুনার পাশাপাশি বিনোদনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

পর্যাপ্ত চেষ্টার পরও শিশু পরীক্ষায় ফলাফল ভালো না করলে সেজন্য তাকে মারধর বা বকাঝকা না করে তাকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মর্ম বোঝাতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো উত্তরণে সচেষ্ট হতে হবে।

৪.১.৩.২৭. শিশুকে আত্মনির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলা

শিশুকে আত্মনির্ভরশীলতা শেখাতে হবে। সে পরমুখাপেক্ষী হবে না। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন, 'সিংহশাবক সিংহ হয় তার বিশ্বাসের গুণে, আর মেষশাবক মেষ হয় সেও তার আত্মবিশ্বাসের গুণে।[৮৯]

শিশু আত্মনির্ভরশীল হবে তার ছোটোবেলা থেকেই। বইপত্র, কাপড়চোপড় নিজেই গোছাতে শিখবে। স্কুলে যাওয়ার সময় ব্যাগটা সে নিজেই প্রস্তুত করবে। এভাবে সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। আসলে চেষ্টা ছাড়া মানুষ কিছুই পায় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى মানুষ চেষ্টা ব্যতীত কিছুই পায় না।[৯০]

কোনো কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার জন্য উৎসাহিত করে আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যে আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় আমি অবশ্য অবশ্যই তাকে আমার পথ দেখিয়ে দেই; আর আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।[৯১]

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍسُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمْمِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

প্রতিটি মানুষের সামনে ও পেছনে তাঁর নিয়োজিত পাহারাদার লেগে আছে, যারা আল্লাহ্র হুকুমে তার দেখাশুনা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কোনো জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ্ কোনো জাতির প্রতি মন্দের ফায়সালা করেন, তখন কেউ তা রোধ করতে পারে না; আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন জাতির কোনো সাহায্যকারী হতে পারে না।[৯২]

শিশুকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাকে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। এভাবে সে নিজে গড়ে উঠবে এবং আস্তে আস্তে পরিবার ও সমাজের কাজে অংশগ্রহণ করতে শিখবে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের

---

৮৯. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

৯০. আল-কুর'আন, ৫৩:৩৯

৯১. আল-কুর'আন, ২৯:৬৯

৯২. আল-কুর'আন, ১৩:১১

কারখানা। যে ব্যক্তি আরামআয়েশে জীবন কাটায়, সে কখনো তাবলীগের কাজ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে না। এ ধরনের লোকেরা হয় বেপরোয়া এবং রোগব্যাধিও থাকে এদের নিত্য সঙ্গী।[৯৩]

৪.১.৩.২৮. অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া

শিশুর অন্যায়কে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কেউ অন্যায় করে ফেলতে পারে, কিন্তু তাকে এক্ষেত্রে বোঝাতে হবে। সে যত প্রিয়ই হোক না কেন, দীনী ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যাবে না। প্রথমবার ভুলের সাথে সাথে শুধরে দিলে সেই ভুলটি আর হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) দীনী ব্যাপারে কখনো ছাড় দিতেন না। এ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ: إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি একটি পর্দা কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সফর থেকে এসে যখন তা দেখতে পেলেন তখন দরজার নিকট থমকে দাঁড়ালেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করছি, রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমি কী গুনাহ করেছি? তিনি বললেন, এ চাদর কেন? আমি বললাম, আমি এটি কিনেছি, এর ওপর আপনি বসবেন, একে বিছিয়ে শোবেন, মাথার নিচে দেবেন। তিনি বললেন, এ ছবির শিল্পীরা কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অঙ্কন করেছিলে তাতে প্রাণ দাও। তিনি আরো বললেন, যে ঘরের মধ্যে ছবি থাকে তাতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[৯৪]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আয়িশা (রা.)-এর শখকে প্রশ্রয় দেননি, যখন তা শরীয়তবিরোধী হয়েছে। এখানে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীকে সম্বোধন করেছেন, তবে সন্তানের বেলায়ও আমরা এটি মানতে পারি। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)ই আমাদের সবার আদর্শ।

---

৯৩. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৫

৯৪. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', বাবুত তিজারাতি ফীমা ইয়াকরাহু লুবসাহু লির রিজালি ওয়ান নিসা, খণ্ড-৩, পৃ. ৬৩, হাদীস নং- ২১০৫

৪.১.৩.২৯. দৈনন্দিন যিকিরে অভ্যস্ত করা

শিশুকে দৈনন্দিন যিকিরে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। খাওয়া, পান করা, টয়লেটে যাওয়া, ঘুমানো প্রভৃতির সময় নির্ধারিত দু'আ ছাড়াও শিশুকে সার্বক্ষণিক যিকিরে অভ্যস্ত করতে হবে। তাদেরকে বারবার এগুলো মনে করিয়ে দেওয়া এবং তাদের সামনে পাঠ করে শোনানো দরকার। হাদীসে এসেছে:

عَنْ جُوَيْرِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ،

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তার ঘর থেকে বের হন তখন তিনি ফজরের নামায শেষে যায়নামাযে বসে ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) চাশতের সময় ফিরে আসলেন সেসময়ও তিনি যায়নামাযে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি এখনো সে অবস্থায় রয়েছ যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হ্যা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি তোমার পরে চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, তুমি আজ তখন থেকে যা বলেছ তার সাথে মাপা হলে আমারটাই ভারী হয়ে যাবে। সে বাক্যগুলো হলো: 'আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওযনের পরিমাণ এবং তাঁর বাক্যের কালির সমান (যদ্বারা তাঁর গুনকীর্তন লেখে শেষ করা যাবে)।'[৯৫]

আরেকটি হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا، وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ

হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, যাঁতা ঘোরাবার ফলে ফাতিমা (রা.)-এর হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। তিনি খবর পেলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যুদ্ধবন্দী এসেছে। তাই সে ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট একজন খাদেমের জন্য আবদার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) রাজি না হলে তিনি হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে বিষয়টি বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এলে 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে এলেন, আমরা শোবার ঘরে ছিলাম, তাঁকে দেখে উঠতে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের

---

৯৫. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যিক্‌র ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাবুত তাসবীহি আওয়ালান নাহারি ওয়া 'ইনদান নাওম, খণ্ড-৪, পৃ. ২০৯০, হাদীস নং-২৭২৬

জায়গায় থাকো। তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন এমনকি তাঁর পায়ের আওয়ায পেলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম কিছু কি তোমাদের শিক্ষা দেবো না, যা তোমরা ঘুমানোর সময় বলবে? তা হলো: ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ। এটি তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়ে উত্তম হবে।[৯৬]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: " أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু (দরিদ্র) সাহাবী তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে ধনীরা নেক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে, তারা নামায পড়ে আমরা যেমন পড়ি, তারা রোযা রাখে আমরা যেমন রাখি, তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে (যা আমরা পারি না)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ কি তোমাদের জন্যও এমন দানের ব্যবস্থা করে রাখেননি? তা হলো: প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বললে তা সাদাকা বা দান হিসেবে গণ্য হবে, তেমনি প্রতিবার আল্লাহু আকবার বললে সাদাকা, প্রতিবার আলহামদুলিল্লাহ বললে সাদাকা, প্রতিবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ দান সাদাকা, অসৎ কাজ থেকে বাধা দান সাদাকা, তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়াও সাদাকা। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে গেলে তাতেও তার জন্য নেকী রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা কী মনে করো যদি সে অন্যায়ভাবে কারো কাছে যায় তবে কি তার গুনাহ হবে না? এভাবেই হালাল উপায়ে নিজ স্ত্রীর কাছে গেলে তার জন্য সওয়াব রয়েছে।[৯৭]

অর্থ বুঝে এসব যিকির নিয়মিত পাঠ করলে শিশুর মনে আল্লাহ্র নাম সদা জাগ্রত থাকবে। প্রতিটি কাজেই সে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করবে। এতে সে ইসলামপ্রদর্শিত জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৪.১.৩.৩০. দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে আদব শিক্ষা দেওয়া

শিশুকে প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের আদব শেখাতে হবে। আহারনিদ্রা, চলাফেরা প্রভৃতি কাজে ইসলামনির্দেশিত পন্থা অবলম্বন জরুরী। এগুলো তাদের শেখানো, বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা, মনে করিয়ে দেওয়া এবং অভ্যস্ত করে তোলা দরকার। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি বালককে আহারের আদব শিখিয়েছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

---

[৯৬]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবু ফারদিল খুমুস, বাবদি দালীলি 'আলা আন্নাল খুমুসা লি নাওয়াইবি রাসূলিল্লাহ (সা.), খণ্ড-৪, পৃ. ৮৪, হাদীস নং- ৩১১৩

[৯৭]. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবু বায়ানি আন্না ইসমাস সাদাকাতি ইয়াকা'উ 'আলা কুল্লি নাউ'ইম মিনাল মা'রূফ, খণ্ড-২, পৃ. ৬৯৭, হাদীস নং- ১০০৬

سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

হযরত ‘উমর ইব্ন আবী সালামা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানাধীন বালক ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের এদিক-সেদিক যেত। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, বৎস! আল্লাহ্‌র নাম নাও, ডান হাতে খাও, তোমার নিকটস্থ খাবার খাও। এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শেখানো পদ্ধতিতেই খাবার খাই।[৯৮]

শুধু এক পায়ে জুতা পরে হাটা ইসলামী শিষ্টাচারবিরোধী। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক পায়ে জুতা পরে হাটতে নিষেধ করেছেন এভাবে:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، وَأَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশী খেতে, বাম হাতে খাবার খেতে, এক পায়ে জুতা পরে হাটতে।[৯৯]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের জীবনযাপনের বহু পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যেমন, পানি তিন নিশ্বাসে পান করা, পাত্রে শ্বাস না ফেলা, টয়লেটে বাম পা দিয়ে ঢোকা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া, ডান কাতে ঘুমানো ইত্যাদি। এগুলো আমাদেরকে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলে। শিশুকে এগুলো শেখানো উচিত।

৪.১.৩.৩১. সন্তানদের সালামের অভ্যাস করানো

আমাদের শিশুদের সর্বত্র সালামের ব্যবহার শেখাতে হবে। ঘরে ঢুকে সালাম দিতে হবে– এমনকি খালি ঘরে ঢুকেও সালাম দেওয়া সুন্নত, কারণ সেখানে ফেরেশতারা থাকেন। সন্তানকে আদেশ না করে বরং সালামের প্রচলন ব্যবহারিক হওয়া ভালো। বড়োরা ছোটোদের আগে সালাম দেবে, যাতে শিশুরা সালাম শেখে। সালামের প্রচলন করার জন্য সূরা নূরে আল্লাহ্‌ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম দেওয়া ছাড়া কখনো ঢুকবে না। এটি তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে , তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে।[১০০]

---

[৯৮]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আত‘ইমাহ, বাবুত তাসমিয়াতি ‘আলাত ত‘য়ামি ওয়াল-আকলু বিল-ইয়ামীন, খণ্ড-৭, পৃ. ৬৮, হাদীস নং-৫৩৭৬

[৯৯]. *আল মু‘জামুল আওসাত লিত তাবারানী*, মিন ইসমিহি মিকদাম, খণ্ড-৯, পৃ. ৩৫, হাদীস নং-৯০৬৩

[১০০]. আল-কুর’আন, ২৪:২৭

অনেক সময় আমরা শিশুর নিকট থেকে প্রথমে সালাম আশা করি– এটি ঠিক নয়। বরং শুদ্ধ উচ্চারণে সুন্দরভাবে শিশুদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া উচিত। সালামের ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে মানুষেরা! সালামের প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, রাতে নামায পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে; তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে।[১০১]

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সালামের প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও, আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।[১০২]

৪.১.৩.৩২. শিশুসন্তান বড় হবে পারিবারিক নিয়মের অধীনে

প্রতিটি পরিবারেই সন্তানদের জন্য কিছু নিয়ম থাকা উচিত। সন্তানেরা প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণ, বন্ধু নির্বাচন, বাড়ির বাইরে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে পারিবারিক মূল্যবোধ বজায় রাখবে। যেমন, স্কুল পড়ুয়া সন্তানেরা বিনা অনুমতিতে কোনক্রমেই সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকবে না। এটি বেশ ফলপ্রসূ। আমেরিকার কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে এ নিয়মের ফলে বেশ ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। এ সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা নিম্নরূপ:

আমেরিকার কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে কার্ফিউ জারি করে স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ঘরের ভেতর থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এ সংক্রান্ত গবেষণায় ৫৩৪টি আমেরিকান শহরে সান্ধ্যকালীন কার্ফিউ সম্পর্কে জনতার যে মতামত পাওয়া গেছে তা এই: শতকরা ৯৭ ভাগ শহরবাসী বলেছেন, কার্ফিউর ফলে শিশুঅপরাধ অনেক কমেছে; ৯৬ ভাগ বলেছেন, কার্ফিউর কারণে ফাঁকিবাজি কমেছে; ৮৮ ভাগ বলেছেন, কার্ফিউ মাস্তানি কমিয়েছে; কার্ফিউর ফলে ৫৬ ভাগ শহরে বড়ো ধরনের অপরাধ কমেছে।[১০৩]

---

[১০১]. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আত'ইমাহ, বাবু ইত'আমিত ত'আম, খণ্ড-২, পৃ. ১০৮৩, হাদীস নং-৩২৫১

[১০২]. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আত'ইমাহ, বাবু ইত'আমিত ত'আম, খণ্ড-২, পৃ. ১০৮৩, হাদীস নং-৩২৫২

[১০৩]. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

সন্ধ্যার সময় শিশুদের ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে হাদীসেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যথা:

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ – أَوْ أَمْسَيْتُمْ – فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا

জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শিশুদেরকে সন্ধ্যার সময় আটকে রাখো– বাইরে যেতে দেবে না, কেননা সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাতের কিছু সময় পার হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পারো; রাতে দরজাগুলো বন্ধ করে দাও আর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করো, কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।[১০৪]

তাই প্রতিটি পরিবারেই এমন কিছু নিয়ম থাকতে হবে যা শিশুকে সুশৃঙ্খল করবে– আদর্শ শেখাবে।

৪.১.৩.৩৩. দুষ্টামী আর বেয়াদবি এক নয়

আমরা কোনো কোনো সময় শিশুর দুষ্টামীকে বেয়াদবি ভেবে ভুল করি এবং তার জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তিও দিয়ে থাকি। কিন্তু সব সময় সব দুষ্টামী বেয়াদবির পর্যায়ে পড়ে না– বরং এটি তার শিশুসুলভ চপলতা।

শিশুরা দুষ্টামী করবে এটিই স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক। তারা দৌড়াদৌড়ি করবে, ছুটাছুটি করবে, খেলবে, লাফাবে, বল ছুড়ে মারবে, হৈচৈ করবে, দেয়ালে দাগাবে, ফ্লোর নষ্ট করবে, পানি দিয়ে খেলবে, রং দিয়ে খেলবে, কিচেনের হাড়িপাতিল এনে খেলবে, পিতামাতার জামাকাপড় পরে খেলবে, পিতামাতা নামাযে সিজদায় গেলে তাদের ঘাড়ের ওপর উঠবে ইত্যাদি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোনো কোনো শিশু এ বিষয়গুলোতে বেশী সক্রিয় আবার কোনো কোনো শিশু কম সক্রিয়। শিশুদের এ কাজগুলোতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়, এতে তার প্রতিভা বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। যেসব শিশু এ কাজগুলোতে বেশী সক্রিয় তাকে ভুল বুঝে বেয়াদব মনে করা যাবে না, তাকে চড়থাপ্পড় দেওয়া যাবে না। কারণ বেয়াদবি আর দুষ্টামী এক জিনিস নয়।[১০৫]

৪.১.৩.৩৪.শিশুকে বয়স্কদের সঙ্গ দান

শিশুকে বয়স্কদের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। বয়স্কদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, ঘাতপ্রতিঘাত থেকে শিশুর অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাদের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা শিশুর মনে প্রভাব ফেলবে। সে সাথে শিশু বড়োদের সম্মান করতেও শিখবে। হাদীসে এসেছে:

---

[১০৪]. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবুল আমরি বিতাগতিয়াতিল ইনা ওয়াল ইকা ওয়াস সিকা' ওয়া ইগলাকিল আবওয়াব, খণ্ড-৩, পৃ. ১৫৯৫, হাদীস নং-২০১২

[১০৫]. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটোদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১০৬]

তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় শিশুর লালনপালনের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে দাদী-নানীর ওপর বর্তায়। তারা যে মায়ামমতা ও আদরযত্ন সহকারে শিশুর দেখাশোনা করেন তার তুলনা হয় না। তবে তাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে শিশু লালনপালনের পদ্ধতি তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ডাক্তারদের পরামর্শগুলো তাদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা মনে কষ্ট না পান। শিশুর আত্মিক উন্নয়নের জন্য দাদী-নানীকেও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। এজন্য আমরা তাদেরকে শিশুর চারিত্রিক বিকাশসম্বলিত লেকচার বা ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখাতে পারি।

৪.১.৩.৩৫. গৃহ পরিচারিকার মাধ্যমে শিশু লালনপালন না করা

কর্মজীবী মায়েরা সাধারণত গৃহ পরিচারিকার কাছে শিশুকে রাখেন। এসব পরিচারিকার যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নেই সেখানে ইসলামী শিক্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই এদের নিকট থেকে শিশু ভাল কিছু শিখবে এমনটি আশা করা যায় না।

বাস্তবে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ডে-কেয়ারগুলোতে মূলত কাজের বুয়ারাই শিশুদের লালনপালন করে থাকে; যেখানে উন্নত দেশগুলোর ডে-কেয়ারে বেবীসিটার হিসেবে চাকরী করতে হলে শিশু শিক্ষার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন নিতে হয় এবং এ সনদপত্র ছাড়া কেউ বাচ্চা ধরতেই পারে না; সেখানে আমাদের দেশে উচ্চবিত্তদের সন্তানরাও বুয়ার হাতে মানুষ হয়। তাই এ বিষয়ে বিশেষ করে সন্তানের মায়ের এগিয়ে আসা উচিত। একটি শিশুর সর্বপ্রথম গৃহশিক্ষিকা হচ্ছেন তার মা। সন্তান আল্লাহ্‌র দেওয়া আমানত, এ মহামূল্যবান আমানত বুয়ার হাতে ছেড়ে না দিয়ে মায়ের উচিত সে দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করা। যারা চাকরী করেন তাদেরও এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে একটি উপায় বের করে আনা।[১০৭]

৪.১.৩.৩৬. সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা

পিতামাতার উচিত সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করে তোলা। ঘরের কাজগুলো শিশুদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। এতে মায়ের সাহায্যও হবে এবং শিশু সব কাজ রপ্তও করে নিতে পারবে, যা তার ভবিষ্যৎ

---

[১০৬]. আল *আদাবুল মুফরাদ মাখরাজান*, বাবু ইজলালিল কাবীর, খণ্ড-১, পৃ. ১৩০, হাদীস নং-৩৫৮

[১০৭]. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

জীবনে কাজে লাগবে। শিশুকে অত্যধিক ভালবাসার কারণে আমরা তাকে কোনো কাজ দিতে চাই না। অথচ আমাদের নবীও ঘরের টুকিটাকি কাজ নিজেই করতেন, হাদীসে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জুতা পরিষ্কার করতেন, কাপড় সেলাই করতেন। তিনি ঘরের মধ্যে সেভাবেই কাজ করতেন যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘরে করে থাকে। তিনি আরো বলেন, তিনি তোমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, নিজের কাপড় ধৌত করতেন, বকরী দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।[১০৮]

সন্তানেরা ঘরের কাজকর্মে মাকে সাহায্য করবে। এতে মায়েরও সাহায্য হয় আবার সন্তানও বড়ো হয়ে ঘরের কাজে অনভিজ্ঞ থাকে না। পড়ালেখার পাশাপাশি ঘরের কাজকর্ম করা একজন আদর্শ সন্তানের বৈশিষ্ট্য। ঘরের টুকিটাকি কাজ বা রান্নাবান্নার পদ্ধতি জানা থাকলে বিপদে কাজে লাগে এবং সহজেই সবকিছু সামলানো যায়। পিতামাতা যত বিত্তশালীই হোন না কেন সন্তান তাদেরকে গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করবে– এটি একটি উৎকৃষ্ট সন্তানের উদাহরণ। এ ব্যাপারে আমির জামান ও নাজমা জামান তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এভাবে:

এক. ২০০৭ সালে আমরা সপরিবারে লন্ডন গিয়েছিলাম 'ইস্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টার' পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। ইস্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্টের বাসায় আমাদের দুপুরে খাবারের দাওয়াত ছিল। যা হোক, আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় যে দৃশ্য দেখলাম তা হলো, প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাইস্কুলপড়ুয়া ছেলেটি রান্নাঘরের হাড়িপাতিল, প্লেট-গ্লাস ধুচ্ছে, ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে এবং বাথরুম পরিষ্কার করছে।[১০৯]

দুই. 'নিকাস কানাডার'এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের বড়ো ছেলে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমাদের কানাডিয়ান জীবনে এত ভদ্র ছেলে আমরা কখনো দেখিনি। কী তার অমায়িক ব্যবহার! এছাড়াও সে অসুস্থ বাবার মাথায় পানি ঢালা থেকে শুরু করে মায়ের সাথে ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম করে থাকে।[১১০]

একই পরিবারে কয়েকটি সন্তান থাকলে অপেক্ষাকৃত বড়োরা ছোটোদের দেখাশুনা করবে। শিশুকে খাওয়ানো, পোশাক পরানো, খেলনা গুছিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কাজ তারা করতে পারে। এতে ভাই-বোনে সহমর্মিতাও বাড়ে আবার মাকে সাহায্য করাও হয়।

---

১০৮. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুল ফাদাইল ওয়াশ শামাইল, আল ফাদলুস সানী, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬১৯, হাদীস নং-৫৮২২

১০৯. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৪.১.৩.৩৭. সন্তানকে বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত না করা

পিতামাতা যত বিত্তশালীই হোন না কেন সন্তানকে বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত না করা উচিত। সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে সে অভাব বা প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় মানিয়ে চলতে পারে। অত্যধিক বিত্তের মধ্যে সন্তান বড়ো হলে সে সমাজে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। তাছাড়া সন্তানকে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মর্ম উপলব্ধি করানো উচিত। তার সব ধরনের চাহিদা মেনে নেওয়া ঠিক নয়। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সঙ্কটে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের বাস্তব উদাহরণ তার সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

৪.১.৩.৩৮. অপব্যয় করা থেকে সতর্ক করা

পরিবারের সদস্যদেরকে খানাপিনায়, পোশাকআশাকে, চলাফেরায়, বাসস্থান-সহ সর্বক্ষেত্রে অপব্যয় করা থেকে সতর্ক করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ খাবারের দস্তরখানায় বা টেবিলে যে খাবারটা পড়ে গেছে তা তুলে খেতে হবে, যেন তা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ না করা হয়। হাদীসে এসেছে:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ،

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের কারো এক লোকমা খাবার পড়ে যায়, তাহলে সে যেন সেটাকে তুলে নিয়ে ময়লামুক্ত করে খেয়ে নেয়, এটি শয়তানের জন্য রাখা যাবে না। আঙ্গুল চেটে খাওয়ার আগে রুমাল দিয়ে হাত মুছবে না, কেননা সে জানে না খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।[১১১]

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়ার সময় তাঁর আঙ্গুলগুলো তিনবার চেটে খেতেন এবং বলতেন, যদি তোমাদের কারো এক লোকমা খাবার পড়ে যায়, তাহলে সে যেন সেটাকে তুলে নিয়ে ময়লামুক্ত করে খেয়ে নেয়, এটি শয়তানের জন্য রাখা যাবে না। আর আমাদের আদেশ দিতেন পাত্র মুছে খেতে এবং বলতেন, তোমরা জানো না খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।[১১২]

---

১১১. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবু ইসতিহবাবি লা'কিল আসাবি'ই ওয়াল কাস'আতি ওয়া আকলিল লুকমাতিস সাকিতাতি বা'দা মাসহি মা ইউসীবুহা মিন আযা ওয়া কারাহাতি মাসহিল য়াদি কাবলা লা'কিহা, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং- ২০৩৩

১১২. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবু ইসতিহবাবি লা'কিল আসাবি'ই ওয়াল কাস'আতি ওয়া আকলিল লুকমাতিস সাকিতাতি বা'দা মাসহি মা ইউসীবুহা মিন আযা ওয়া কারাহাতি মাসহিল য়াদি কাবলা লা'কিহা, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং- ২০৩৪

৪.১.৩.৩৯. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করা

প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় পিতামাতার সামনেই প্রিয় সন্তানের মৃত্যু হয় যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এহেন অবস্থায় সন্তানের মৃত্যুতে পিতামাতার উচিত ভেঙে না পড়া, হা-হুতাশ না করা। এ অবস্থায় তাদের উচিত ধৈর্যধারণ করা। সন্তান নাবালক অবস্থায় মারা গেলে সে সন্তান পরকালে পিতা-মাতাকে নিয়ে জান্নাতে যাবে। এ সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَجِيءَ أَبَوَانَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কোনো মুসলিম পিতামাতার তিনটি সন্তান নাবালক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ্ সেই সন্তান-সহ পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেই সন্তানদের বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো; তখন তারা বলবে, আমাদের পিতামাতা ছাড়া আমরা প্রবেশ করবো না। তাদেরকে তিনবার প্রবেশ করতে বলা হবে, তিনবারই তারা এমন জবাব দেবে। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিতামাতা-সহ জান্নাতে প্রবেশ করো।[১১৩]

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – قَالَ: مُحَمَّدٌ أَخْبَرَتْهُ – قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ قَالَهَا ثَلَاثًا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ

হযরত আনাস (রা.)-এর মা উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলিম পিতামাতার তিনটি সন্তান নাবালক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ্ দয়া করে সেই সন্তান-সহ পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটি তিনি তিনবার বললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ কথা কি দুসন্তানের জন্যও প্রযোজ্য? তিনি বললেন, হ্যা, দুটি হলেও।[১১৪]

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ্ এর পুরস্কারস্বরূপ আরো উত্তম সন্তান দেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে:

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَمَاتَ، وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا، وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الغُلاَمُ، قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، قَالَ: فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ

---

১১৩. *আল মুসনাদ*, কিতাবু মুসনাদিল মুকাসসিরীন মিনাস সাহাবাহ, বাবু মুসনাদি আবী হুরায়রা, খণ্ড-১৬,পৃ. ৩৬৪, হাদীস নং-১০৬২২

১১৪. *আল মুসনাদ*, কিতাবু মুসনাদিল মুলহিকিল মুসতাদরাকি মিন মুসনাদিল আনসারি বাকিয়্যাতু খমিসিন 'আশারাল আনসার, বাবু মুসনাদি উম্মি সুলাইম বিনতি মিলহান (রা.), খণ্ড-৪৫, পৃ. ৪১৭, হাদীস নং-২৭৪২৯

أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ القُرْآنَ

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, আবূ তালহার এক ছেলে অসুস্থাবস্থায় মারা গেল, তখন আবূ তালহা (রা.) বাইরে ছিলেন... আবূ তালহা (রা.) ঘরে এসে জানতে চাইলেন, ছেলে কেমন আছে? স্ত্রী উত্তরে বললেন, 'তার প্রাণ শান্ত হয়ে গেছে, আশা করি সে ভালো আছে।' আবূ তালহা মনে করলেন, স্ত্রী সত্য বলছে, তাই তিনি ঘুমাতে গেলেন। সকালে গোসল করলেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। অতঃপর স্বামী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করলেন। তারপর তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যা ঘটেছিল তা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হয়তো তোমাদের গতরাতের মিলনে আল্লাহ্ বরকত দেবেন।' সুফিয়ান (রহ.) বলেন, এক আনসার ব্যক্তি (উক্ত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে) বলেন, 'আমি তাদের নয়টি সন্তান দেখেছি, তাদের প্রত্যেকেই ছিল আল-কুর'আনের পণ্ডিত।'[১১৫]

৪.১.৩.৪০. দ্বিতীয় সন্তান হলে প্রথম সন্তানকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া

সংসারে দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে অনেক সময় প্রথম সন্তান অবহেলিত হয়ে পড়ে। পিতামাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশু তাদের মনোযোগ কম পায়। এতে সে একাকী হয়ে পড়ে। তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। সে জেদী ও একরোখা হয়ে যায়। দ্বিতীয় সন্তানকে হিংসা করতে শুরু করে। এ সময় শিশুর প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে এলেই প্রথম সন্তানকে বোঝাতে হবে, তার একটি নতুন ভাই বা বোন আসবে। সে তাকে অনেক ভালোবাসে, তার সাথে খেলবে ইত্যাদি। আর যদি প্রথম শিশুটির বয়স ৫+ হয়, তাহলে তাকে দিয়ে নতুন শিশুটির কিছু কাজ করানো যেতে পারে। শিশুরা পরস্পরে ২/৩ বছরের ছোটো-বড়ো হলে অনেক সময় তারা একজন আরেকজনকে অনুকরণ করতে ভালবাসে। এতে তাদের রুটিন কাজগুলো সহজেই হয়ে যায় এবং মায়েরও কষ্ট কম হয়।

৪.১.৩.৪১. ছোট বাচ্চাদেরকে বাসায় একা রেখে বাইরে যাওয়া যাবে না

ছোট বাচ্চাদেরকে বাসায় একা রেখে বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। এতে তারা না বুঝে যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এ জন্য প্রথমেই চিন্তা করতে হবে, আমার শিশু কি ঘরে একা থাকার উপযুক্ত হয়েছে? আমেরিকা ও কানাডায় এ সম্পর্কে আইন রয়েছে। বারো বছরের কম বয়সী শিশুকে ঘরে একা রেখে বাইরে যাওয়া অপরাধ। এজন্য পিতামাতার জেল বা জরিমানা হতে পারে। তাই ছোটো বাচ্চাদেরকে বাসায় একা রেখে বাইরে যাওয়া ঠিক

---

[১১৫]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাইয, বাবু মাল্লাম ইয়াযহুর হুযনাহু 'ইনদাল মুসীবাতি, খণ্ড-২, পৃ. ৮২, হাদীস নং-১৩০১

নয়। কারণ শিশুরা তখন নিজেকে স্বাধীন ভাবে এবং কিছু একটা করে ফেলতে চায়, যেটা পিতামাতার সামনে হয়তো তারা করে না।

একটি কেস স্টাডি: এটি কানাডার টরন্টোতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। এক পরিবারে দুটি ছেলে–একজনের বয়স পাঁচ, আরেকজনের ছয়ের কাছাকাছি। একদিন ওদের মা বাচ্চাদেরকে বাসায় রেখে একই তলায় পাশের ফ্লাটে গেছেন কোনো কাজে। ইতোমধ্যে বাচ্চা দুটি খেলার অংশ হিসেবে তাদের ছোটো ছোটো দুটি ছাতা রান্নাঘরে ওভেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওভেন চালু করে দিয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ধরে গেছে এবং ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে সে আগুন নিভিয়েছে।[১১৬]

তাই শিশুদের একা রেখে ঘরের বাইরে যাওয়ার বিষয়টি পিতামাতাকে বিবেচনায় আনতে হবে।

৪.১.৩.৪২. শিশুকে গ্রামের সাথে পরিচিত করানো

গ্রামের সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা পরিবেশ কার না ভালো লাগে! কিন্তু নগরায়নের ফলে আমাদের শিশুরা সেই সুন্দর পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। তাই বিনোদনের অংশ হিসেবে শিশুকে গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে সে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে পরিচিত হবে। কৃষক, রাখাল, গবাদী পশু, ফসল, ক্ষেতখামার ইত্যাদি চিনবে। গ্রামে যাওয়া সম্ভব না হলেও অন্তত পক্ষে শিশুকে এতটুকু জানাতে হবে যে, তার কয়জন চাচা বা ফুফু আছেন। তাছাড়া শিশুকে শহরের বস্তিজীবন প্রত্যক্ষ করানো যেতে পারে। এতে সে অসহায় দরিদ্রদের সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। নিজের ওপর আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারে।

৪.১.৩.৪৩. শিশুকে ঘুম পাড়ানো

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় আজেবাজে ছড়া না কেটে শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। ঘুমের দু'আটি শিশুর সামনে জোরে জোরে বলা যাতে তার মুখস্থ হয়ে যায়। আল-কুর'আনের ছোটো ছোটো সূরা বা হাদীস সমর্থিত দু'আ পড়া যেতে পারে। তাছাড়া আল্লাহ্র প্রশংসামূলক গান গেয়েও বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানো যায়।

৪.১.৩.৪৪. শিশুকে সুন্দর করে কথা বলা শিক্ষাদান

শিশুকে সুন্দর করে কথা বলা শেখাতে হবে। ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় সুন্দর করে কথা বলা ব্যক্তির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এতে বক্তার ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে এবং শ্রোতাও প্রভাবিত হয়। সুন্দর করে কথা বলার কিছু পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

---

[১১৬]. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১. বাঁকা চোখে তাকিয়ে, ভ্রু কুঞ্চিত করে, বাঁকা-বাঁকা, পেচানো, কথায় কথায় খোঁচা না মেরে সোজা করে কথা বলতে চেষ্টা করা।

২. ভাষার ও কথার জটিলতা বা কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ, সবার বোধগম্য করে কথা বলা।

৩. সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে কথা বলতে চেষ্টা করা। অসুন্দর, অসামাজিক, অশ্রাব্য মন্দ ভাষাগুলোকে কথোপকথনে ব্যবহার না করা।

৪. যে কোনো কথা প্রকাশ্যে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা উত্তম।

৫. কোমল ভাষায় কথা বলা উত্তম।

৬. সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা।

৭. স্পষ্ট ও উপস্থিত শ্রোতার বোধগম্য করে কথা বলা।

৮. আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রতা পরিহার করে বইয়ের ভাষায় বিশুদ্ধ কথা বলা।

৯. শ্রোতা বা উপস্থিত সভ্যদের কল্যাণকামী, হিতকর কথা বলা।

১০. বাসায়, সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে সবসময় একইভাবে কথা বলার চেষ্টা করা।

১১. সদালাপী ও মিষ্টভাষী হওয়া।

১২. অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা।

১৩. তর্কবিতর্ক না করা; তর্কে কোনো সমাধান হয় না।

১৪. শুধু যুক্তি দেখিয়ে কথা না বলা, সব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। কাজেই অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

১৫. গীবত না করা।

১৬. অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।

১৭. কটু, কর্কশ, রুক্ষ ও অপমানসূচক কথা না বলা।

১৮. অপ্রাসঙ্গিক, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা।

১৯. শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রুপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা।

২০. মিথ্যা কথা না বলা।

২১. কারো নামে অপবাদ না দেওয়া।

২২. কথায় কথায় শপথ না করা।

২৩. কথায় কথায় চেঁচামেচি না করা, জোরে কথা না বলা, মেজাজ গরম করে কথা না বলা।

২৪. অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো।

২৫. মেয়েরা মেয়েদের মত, মহিলারা মহিলাদের মত, ছেলেরা ছেলেদের মত, পুরুষরা পুরুষদের মত করে কথা বলা।

২৬. স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলা।

২৭. ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা; অশ্লীল, গালি বা বকা দিয়ে কথা না বলা।

২৮. কখনো কখনো আনন্দদায়ক বা বৈধ রসিকতা করে কথা বলা।

২৯. কারো কথা বলতে যেয়ে নেতিবাচক বিশ্লেষণ তথা গাধা, গর্দভ, বোকা, পাগল-ছাগল, গরু, বলদ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে কথা না বলা।

৩০. ভালো কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, প্রশংসা করা। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করা।

৩১. উপকারীর উপকার স্বীকার করা।

৩২. সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। নিজের ব্যাপারে শ্রোতার কোনো কথা, কোনো পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।

৩৩.ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে 'আমি দুঃখিত' কথাটি বিনয়ের সাথে বলার চেষ্টা করা।[১১৭]

৪.১.৩.৪৫. শিশুর চরিত্র গঠনে আরো কিছু দিক নির্দেশনা

শিশুর চারিত্রিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি অভিভাবকগণের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক:

১. শিশুরা যেন কখনো শুয়ে শুয়ে না খায়।

২. শিশুরা যখন ঘুমায় তার সাথে মা অথবা বাবারও ঘুমানো উচিত।

৩. শিশুদের সামনে কখনো উঁচু গলায় কথা বলা ঠিক নয়।

৪. দুই বছরের আগে শিশুদের টিভি দেখতে দেওয়া ঠিক নয়।

৫. শিশুদের দিনে দুই ঘণ্টার বেশী টিভি দেখতে দেওয়া ঠিক নয়।

৬. গানে গানে যে সব শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা তিন বছর বয়স থেকে দেখতে দিলে ভালো।

৭. শিশুদের দেহ কখনো ঝাঁকানো ঠিক নয় বা তাদেরকে ছুঁড়ে মারা ঠিক নয়।

৮. মা-বাবারা শিশুদের সামনে কখনো ঝগড়া করতে নেই।

৯. মা-বাবারা শিশুদের সামনে কখনো তর্ক করাও উচিত নয়।

১০. শিশুদের শাস্তি দেওয়া মোটেও ঠিক নয়।

১১. দিনে অন্ততপক্ষে বিশ মিনিট শিশুদের কিছু একটা পড়তে দেওয়া উচিত।

১২. শিশুদের সাথে নিয়ে প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা উচিত।

১৩. শিশুদের একেবারেই মারামারির কোনো কার্টুন দেখতে দেওয়া উচিত নয়।

১৪. শিশুদের কোনো সাহায্য ছাড়া নিজে থেকেই দাঁড়াতে উৎসাহ দেয়া উচিত।

১৫. শিশুদের কোনো আজেবাজে নামে ডাকা ঠিক নয়।

১৬. শিশুদের নতুন একটা খেলনা দেওয়ার আগে পুরোনোটা সরিয়ে ফেলা উচিত।

১৭. শিশুদের অভ্যাস করানো উচিত সে যেন নিজের ময়লা করা জায়গা নিজেই পরিষ্কার করে।

---

[১১৭]. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৫

১৮. শিশুদের সার এবং কেমিক্যালমুক্ত শাকসবজি এবং অন্যান্য খাবার খাওয়ানো উচিত।

১৯. দুই বছরের শিশু দায়িত্ববোধ করে এবং নিজের কাজ নিজে করা শেখে।

২০. প্রত্যেক শিশুকে কিছু সময় একা একা থাকতে দেওয়া উচিত, এতে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তবে সে একাকিত্বটা মা-বাবার দৃষ্টির আড়ালে নয়।

২১. শিশুরা বাবা এবং মা দুজনের কাছ থেকেই যেন উপহার পায়।

২২. স্কুলে যাওয়ার আগে থেকেই তারা যেন খেলাধুলা করে।

২৩. শিশুদের বিভিন্ন কালচারের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

২৪. তাদের নিজেদেরকেই নিজের জিনিস পছন্দ করতে দেওয়া উচিত।

২৫. শিশুদেরকে সাথে নিয়ে সবাই এক টেবিলে খেতে বসা উচিত।

২৬. শিশুদেরকে সাথে নিয়ে আল-কুর'আন তেলাওয়াত করা অতি উত্তম অভ্যাস।

২৭. সবসময় তাদেরকে ইতিবাচকভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

২৮. শিশুদেরকে খেলায় হারতে দেওয়া উচিত এবং এভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে কীভাবে খেলায় ভালো করতে হয়।

২৯. শিশুদের কখনো চড়থাপ্পড় দেওয়া উচিত নয়।

৩০. তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে খারাপ কাজের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

৩১. মাঝে মাঝে তাদেরকে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে দেওয়া উচিত।

৩২. শিশুদের আগুন নিয়ে অথবা ধারালো কিছু নিয়ে কখনো খেলতে দেওয়া মোটেও ঠিক নয়।

৩৩. শিশুদের কখনো খেলনা পিস্তল বা বন্দুক দিয়ে খেলতে দেওয়া উচিত নয়।

৩৪. খেলার শেষে তার খেলনাগুলো যেন সে গুছিয়ে এক জায়গায় রাখে এ শিক্ষা দেওয়া।

৩৫. শিশুরা যখন কাঁদে তখন তাদেরকে কাঁদতে দেওয়া উচিত, জোর করে থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

৩৬. শিশুদেরকে কাদা, মাটি, ধুলা ইত্যাদি দিয়েও খেলতে দেওয়া উচিত।

৩৭. মেয়েশিশুদেরকে নিজ মায়ের বড় বড় ড্রেসগুলো পরতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

৩৮. একইভাবে ছেলেশিশুদেরকে নিজ বাবার জুতা, শার্ট ইত্যাদি পরতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

৩৯. শিশুদের জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।

৪০. শিশুদের গায়ে মাথা রেখে কখনো শোয়া ঠিক নয়।

৪১. শিশুদের নতুন নতুন কাজ করতে দেওয়া উচিত, তাদের কাজে বাধা না দিয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

৪২. শিশুদের সাথে প্রতিদিন ফান করা এবং হাসাহাসি করা উচিত।

৪৩. তাদেরকে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করতে দেওয়া উচিত।

৪৪. মা-বাবা যখন কোনো ভুল করবেন তখন শিশুদেরকে স্যরি বলা উচিত।

৪৫. শিশুরা যেন দেখে মা-বাবা পরস্পরকে ভালোবাসে।

৪৬. মা-বাবা শিশুকে প্রতিদিন বলবেন, 'আমরা তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

৪৭. শিশুদের যখন দাঁত ওঠা শুরু করে তখন তাদেরকে বাংলার পাশাপাশি আরবী ও ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৪৮. শিশু বয়সে একটি শিশু একসাথে চারটি ভাষা আয়ত্ত করতে পারে।

৪৯. স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় মুহূর্তগুলো যেন শিশুর সামনে কখনো প্রকাশ না পায়।

৫০. শিশুদের সামনে সব সময় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।[১১৮]

এতক্ষণ শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পরিবারের করণীয় আলোচিত হলো। একটি পরিবার যদি সযত্নে উক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করে তবে আশা করা যায়, শিশু জাতির আদর্শ হয়ে গড়ে উঠবে।

[১১৮]. আমির জামান ও নাজমা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে শিশুর চারিত্রিক বিকাশে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী

শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের পূর্বশর্ত হলো শিশুদের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীতে বিভূষিত করা। আল-কুর'আন ও হাদীস থেকে উদ্ভূত শিশুর কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৪.২.১. তাকওয়া

'তাকওয়া' মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এটি আরবী শব্দ– যার অর্থ ভয় করা বা বেঁচে থাকা। পরিভাষায়– আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে চলার নামই তাকওয়া। তাকওয়ার একটি সুন্দর সংজ্ঞা আমরা হযরত 'উমর (রা.) থেকে জানতে পারি। খলীফা 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) একবার বিখ্যাত সাহাবী উবাই ইব্ন কা'বকে (রা.) তাকওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উবাই (রা.) বলেছিলেন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন? 'উমর (রা.) বললেন, হ্যা, তা তো হেঁটেছি। উবাই (রা.) তখন জানতে চাইলেন, কী করে আপনি সে রাস্তাটা অতিক্রম করেছিলেন? 'উমর (রা.) বললেন, আমি আমার জামার হাতা গুটিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে পরিশ্রম করে রাস্তাটা পার হয়েছিলাম। তখন উবাই (রা.) বললেন, এটিই হচ্ছে 'তাকওয়া'।[১১৯] তাকওয়ার রয়েছে ইহকালীন এবং পরকালীন বহুবিধ উপকারিতা। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. আল্লাহ্ মুত্তাকী বান্দার সব কাজ সহজ করে দেন

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁকে মেনে চলে আল্লাহ্ তার দুনিয়ার সমস্ত কাজ সহজ করে দেন। আল্লাহ্র ইবাদত এবং দুনিয়ার অন্যান্য কাজে তাকে বেগ পেতে হয় না। এ পার্থিব জীবনে পথ চলতে মানুষকে অনেক বিপদআপদ এবং ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু যে আল্লাহ্কে ভয় করে চলে সে সহজেই এসব কিছু উতরে যায়। তার সব কাজ সহজ হওয়ার পেছনে রয়েছে তার তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতি। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

কেউ যদি আল্লাহ্কেই ভয় করে, তাহলে তিনি বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে তার জন্য তার প্রত্যেক ব্যাপার সহজ করে দেন।[১২০]

শিশুকে বোঝাতে হবে, সে যদি আল্লাহ্র কথামতো চলে তাহলে তিনি তার সব কাজ সহজ করে দেবেন। তার পড়ালেখা, খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, ঘুমানো ইত্যাদি সব কাজে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন।

---

[১১৯]. অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *চরিত্র গঠনের উপায়* (ঢাকা: সবুজ পত্র প্রকাশন, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬) পৃ. ৭৩

[১২০]. আল-কুর'আন, ৬৫:৪

খ. বান্দা অপরিমিত রিযিক লাভ করে

একটি শিশু বুঝ হওয়ার পর থেকেই জানবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে চললে আল্লাহ্‌ সবকিছু দেন। তাকে বোঝাতে হবে, আমরা যদি একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করে চলি, তবে তিনি আমাদের সঙ্কট উত্তরণে সাহায্য করবেন এবং এমন স্থান থেকে আমাদেরকে রিযিক দেবেন যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না– এটি আল্লাহ্‌ তা'আলারই ওয়াদা। তিনি বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য সঙ্কট থেকে বের হয়ে আসার একটি পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন যার উৎস সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট; কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের কাজ পূর্ণ করেই নেন; আল্লাহ্‌ প্রতিটি জিনিসের জন্যই একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।[১২১]

গ. আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়

যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে আল্লাহ্‌ তার জীবন বরকতময় করে দেন। আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা তার জন্য খুলে যায়। সে হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। শিশুকে এটি বোঝাতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

যদি সেই জনপদের মানুষগুলো আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান ও যমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তা না করে তারা আমার নবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি তাদের ভীষণভাবে পাকড়াও করলাম।[১২২]

ঘ. তাকওয়া শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচায়

শিশু জানবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে চললে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা যায়। আল-কুর'আনের ভাষায়:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা সাথে সাথেই আত্মসচেতন হয়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।[১২৩]

---

[১২১]. আল-কুর'আন, ৬৫:২-৩

[১২২]. আল-কুর'আন, ৭:৯৬

[১২৩]. আল-কুর'আন, ৭:২০১

ঙ. আল্লাহ্ গুনাহ মাফ করে দেন

তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দাহর গুনাহ মাফ করে দেন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন। তাকওয়ার মাধ্যমে গুনাহ মোচন হয়ে যায় এবং মুত্তাকীকে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বড় পুরস্কার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

এ হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ, যা তিনি মেনে চলার জন্যই তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন; অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, তিনি তার গুনাহ তার হিসেব থেকে মুছে দেবেন এবং তিনি তার পুরস্কারকেও বড়ো করে দেবেন।[১২৪]

শিশুকে বলতে হবে, আল্লাহ্কে মেনে চলতে পারলেই তার সব দোষত্রুটি তিনি মাফ করে দেবেন। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন।

চ. তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দাহ্র আমল কবুল হয়

আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে চললে বান্দাহ্র আমল কবুল হয়। আল্লাহ্ বান্দাহ্র ভালো কাজগুলো পছন্দ করেন এবং এর বিনিময়ে তিনি পরকালে নানা রকমের নিয়ামতে ভরা জান্নাত দেবেন– এটি শিশুকে জানাতে হবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মুশরিক, মুনাফিক, ফাসিক, বেনামাযী ও বেঈমানের আমল কবুল করেন না। তিনি মুত্তাকীর আমল কবুল করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

হে মুহাম্মাদ! তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্প যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও। গল্পটি ছিল, যখন তারা দুজনই আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করল, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কুরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে তা কিছুতেই কবুল করা হলো না, যার কুরবানী কবুল করা হয়নি সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো; যার কুরবানী কবুল করা হলো সে বলল, আল্লাহ্ তো শুধু পরহেযগার লোকদের কাছ থেকেই কুরবানী কবুল করেন।[১২৫]

---

[১২৪]. আল-কুর'আন, ৬৫:৫

[১২৫]. আল-কুর'আন, ৫:২৭

ছ. মুত্তাকী হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে পারে

একজন মুত্তাকী হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে পারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার মাধ্যমে। বান্দাহ যদি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে ফুরকান তথা ভালো-মন্দ চেনার কষ্টিপাথর দান করেন। আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন নিজেই এ আশ্বাস দিয়েছেন সূরা আনফালে। তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য অন্যদের সাথে পার্থক্য নির্ণয়কারী কিছু স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করবেন, তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন, তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ্ অনেক বড়ো দানের মালিক।[১২৬]

শিশুকে বোঝাতে হবে, সে যদি আল্লাহ্‌র কথামতো চলে, তবে কোন কাজটি ভালো এবং কোনটি মন্দ তা আল্লাহ্ তাকে চিনিয়ে দেবেন। সে চলার পথে আর কোনো সংশয়ে পড়বে না।

জ. মুত্তাকী আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করে

তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন করা যায়। একজন মুত্তাকী আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন করতে পারে তার কোনো ভয়, দুঃখদুর্দশা থাকে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন পবিত্র কুর’আনে বলেছেন,

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে এবং সে ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের খুব ভালোবাসেন।[১২৭]

---

[১২৬]. আল-কুর’আন, ৮:২৯

[১২৭]. আল-কুর’আন, ৩:৭৬

ঝ. পরকালে মুত্তাকীর কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না

পরকালের সেই কঠিন সময়ে যখন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, যেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না– সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে সম্পূর্ণ নিশ্চিতনির্ভয়। সেদিন আখিরাতের কোনো কঠিন অবস্থা তাদের স্পর্শ করবে না। আল-কুর'আনের ভাষায়:

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

হে আদম সন্তানেরা! শুরুতেই আমি তোমাদের বলেছিলাম, যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তখন যারা সে অনুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাও করবে না।[১২৮]

শিশুকে বোঝাতে হবে, মৃত্যুর পর সবার জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। সেখানে একমাত্র সুখে থাকবে তারাই যারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলেছে। কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে তাদের কোনো ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। তারা লাভ করবে পরম সুখের চিরস্থায়ী জান্নাত।

ঞ. জাহান্নাম থেকে মুক্তি

শিশুকে বলতে হবে, দুনিয়াতে মুত্তাকী আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তাঁরই নির্দেশিত পথে চলার কারণে কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাবে। আর সেদিন জাহান্নামীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্‌ বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

জাহান্নামে তোমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও হবে না, যাকে এর ওপর দিয়ে পার হতে না হবে, এটি হচ্ছে তোমার মালিকের অমোঘ সিদ্ধান্ত। এ পার হওয়ার সময় আমি শুধু সেসব মানুষদেরই পার করিয়ে নেবো যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে, অবশিষ্ট যালেমদের আমি নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো।[১২৯]

---

[১২৮]. আল-কুর'আন, ৭:৩৫

[১২৯]. আল-কুর'আন, ১৯:৭১-৭২

ট. মুত্তাকীদের ঠিকানা হবে জান্নাতে

মুত্তাকীর চূড়ান্ত পরিণাম জান্নাত। শিশুর মনে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে হবে। তাকে বলতে হবে, এ দুনিয়ায় সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবনযাপন করার ফলে পরকালে পাবে নাজনিয়ামতে ভরা জান্নাত। এ জান্নাত পাওয়ার জন্যই আল্লাহ্ প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন আল-কুর'আনের সূরা আলে-'ইমরানে। তিনি বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যও প্রতিযোগিতা করো, যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান, আর এ বিশাল জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব ভাগ্যবান লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।[১৩০]

ঠ. মুত্তাকীরা থাকবে অসংখ্য নিয়ামতভরা জান্নাতে

শিশুকে জানাতে হবে, জান্নাত হচ্ছে অসংখ্য চোখজুড়ানো নিয়ামতে ভরা একটি বাগিচা। দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে তাঁর কথামত চললেই সে জান্নাত পাওয়া সম্ভব। সেখানে বসবাস করা যাবে পরমানন্দে। কারো কোনো চাওয়াই সেখানে অপূর্ণ থাকবে না। আল-কুর'আনের অসংখ্য জায়গায় জান্নাতের অঢেল নিয়ামতের বর্ণনা এসেছে যা শিশুকে গল্পাকারে শোনানো যেতে পারে। যেমন, সূরা মুহাম্মাদে এসেছে:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে, সেখানে নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, পানকারীদের জন্য রয়েছে সুধার সুপেয় নহরসমূহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, আরো রয়েছে সব ধরনের ফলমূল দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা, সর্বোপরি সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো– যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে?[১৩১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, দুনিয়ার জীবনে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি আখিরাতের অনন্ত জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য তাকওয়া অর্জন করা অপরিহার্য। একজন অভিভাবক তথা পিতামাতার অত্যন্ত আদরের

---

১৩০. আল-কুর'আন, ৩:১৩৩

১৩১. আল-কুর'আন, ৪৭:১৫

কলিজার টুকরা তার সন্তান। সে সন্তান দুনিয়ার জীবনে ভালো থাকবে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে অনাবিল সুখ ও শান্তিময় জীবন লাভ করবে এটি প্রত্যেক পিতামাতারই প্রত্যাশা। অতএব প্রত্যেক পিতামাতারই উচিত নিজ সন্তানকে তাকওয়া শিক্ষাদান এবং তাকওয়াভিত্তিক জীবন গঠনে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা।

৪.২.২. সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা একটি মানবীয় মহৎ গুণ। এর আরবী প্রতিশব্দ 'সিদ্‌ক'। কোনো বস্তু বা ঘটনার প্রকৃত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সত্যবাদিতা। যে সত্য কথা বলে তাকে বলা হয় 'সাদিক' বা সত্যবাদী। যে ব্যক্তি সদাসর্বদা সত্য কথা বলে তাকে বলা হয় 'সিদ্দীক'। ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) এ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। শিশু যেন সব সময় সত্য কথা বলে এ ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাকে বলতে হবে, সত্যবাদিতা এমন একটি অপরিহার্য গুণ যেটিকে আল্লাহ্ তাকওয়ার পাশাপাশি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং (সর্বদা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।[১৩২]

সত্যবাদিতার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের কাজগুলোকে সংশোধন করে দেবেন এবং আমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন– এটি তাঁরই ওয়াদা। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًايُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সর্বদা সত্য কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকাণ্ড শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে।[১৩৩]

৪.২.৩. আমানতদারি

অন্যের সম্পদ বা কথাকে যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং সম্পদ হলে তা যথাসময়ে ফিরিয়ে দেওয়াই আমানতদারি। এটি খিয়ানতের বিপরীত। শিশুর কোনো জিনিস অন্যের কাছে থাকলে তার যথাযথ সংরক্ষণ ও ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তাকেও বলতে হবে, অন্যের জিনিস তার কাছে আমানতস্বরূপ– একে কোনো অবস্থাতেই নষ্ট করা যাবে না। তাকে পবিত্র কুর'আনের আমানতসংক্রান্ত আয়াতগুলো পড়ে শোনানো যেতে

---

[১৩২]. আল-কুর'আন, ৯:১১৯

[১৩৩]. আল-কুর'আন, ৩৩:৭০-৭১

পারে। যেমন, পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমানতকে এর প্রকৃত হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন এভাবে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের যথার্থ মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে কোনো কিছুর ব্যাপারে তোমরা বিচারফায়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যি সত্যিই সুন্দর! আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।[১৩৪]

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে আমানতের সঠিক হেফাযত করবে। পবিত্র কুর'আনের সূরা মুমিনূনে আল্লাহ্ আমানত রক্ষাকে মুমিনের গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(ঐসব মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে) যারা তাদের কাছে রক্ষিত আমানত ও অন্যদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের হেফাযত করে।[১৩৫]

৪.২.৪. বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা এমন এক গুণ যা ব্যক্তিকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে আল্লাহ্ বান্দাহকে এমন কিছু দেন যা কঠোরতার মাধ্যমে দেন না। বিনয়ী ব্যক্তিরা পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে পথ চলে না বরং চলাফেরায় তারা হয় বিনয়ী। শিশুকে বিনয়ী করে গড়ে তুলতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, এ বিনয় ও নম্রতা আল্লাহ্ভীরু বান্দাহ্দের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাদের এ গুণ আলোচিত হয়েছে সূরা ফুরকানে। ইরশাদ হয়েছে:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا

দয়াময় আল্লাহ্র বান্দাহ তো হচ্ছে তারা, যারা যমীনে নেহাত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা অশালীন ভাষায় তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা নেহাত প্রশান্তভাবে জবাব দেয়।[১৩৬]

---

[১৩৪]. আল-কুর'আন, ৪:৫৮

[১৩৫]. আল-কুর'আন, ২৩:৮

[১৩৬]. আল-কুর'আন, ২৫:৬৩

বিনয় মানুষকে কাছে টানে, আর কঠোরতা দূরে ঠেলে দেয়। এ ব্যাপারে সূরা আলে-'ইমরানে বলা হয়েছে:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْفِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

এটি আল্লাহ্‌র এক অসীম দয়া, তুমি এদের জন্য ছিলে কোমল প্রকৃতির মানুষ, এর বিপরীতে যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত, অতএব তুমি এদের অপরাধসমূহ মাফ করে দাও, এদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, অতপর সে পরামর্শের ভিত্তিতে যখন তুমি একবার সংকল্প করে নেবে, তখন তার সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর ওপর নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।[১৩৭]

৪.২.৫. কল্যাণ কামনা

হাদীসে কল্যাণ কামনার জন্য 'নসিহত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

হযরত তামীম আদ দারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম, কার কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, কল্যাণ কামনা করতে হবে আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র কিতাবের, রাসূলুল্লাহর, সাধারণ মুসলমানের ও সাধারণ মানুষের জন্য।[১৩৮]

আভিধানিক অর্থের আলোকে এ শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সম্পর্কের ভেতর কোনো ভেজাল বা ত্রুটি না থাকা। অন্যকথায় এ গুণটি আমরা এভাবে নির্ধারণ করতে পারি যে, মানুষ তার ভাইয়ের কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তায় সর্বদা প্রভাবান্বিত থাকবে; তারই কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অস্থির ও উদগ্রীব থাকবে; তারই উপকার করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে; তার কোনো ক্ষতি করবে না, বরং দ্বীন ও দুনিয়াবি যে কোনো দিক দিয়ে সম্ভব তার সাহায্য করার প্রয়াস পাবে। এ কল্যাণ কামনার প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে, মানুষ তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্য ঠিক তাই পছন্দ করবে। কারণ, মানুষ কখনো তার আপন সত্তার অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। বরং নিজের জন্য সে যতদূর সম্ভব ফায়দা, কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানেই সচেষ্ট থাকে। শিশুকে এ ব্যাপারগুলো বোঝাতে হবে। সে সর্বদা তার বন্ধুবান্ধবদের কল্যাণ কামনা করবে এবং এজন্য প্রতিটি মূহুর্ত অস্থির ও উদগ্রীব থাকবে; তাদেরই উপকার করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে; তাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

---

১৩৭. আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

১৩৮. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আন্নাদ দীনান নাসীহাহ, খণ্ড-১, পৃ. ৭৪, হাদীস নং- ৫৫

মুমিনের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈমানের এক আবশ্যিক শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর কসম! কোনো বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।[১৩৯]

৪.২.৬. আত্মত্যাগ

একজন মুসলমান যখন তার ভাইয়ের জন্য শুধু নিজের মতোই পছন্দ করে না বরং তাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তখন তার এ গুণটিকেই বলা হয় আত্মত্যাগ। যার অর্থ হচ্ছে অগ্রাধিকার দেওয়া। অর্থাৎ মুসলমান তার ভাইয়ের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তাকে নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তার ওপর প্রাধান্য দেবে। নিজের প্রয়োজন রেখে অন্যের প্রয়োজন মেটাবে। নিজে কষ্ট করে অন্যকে আরাম দেবে। শিশুকে এ কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

এ আত্মত্যাগেরই উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে, নিজের অভাবঅনটন ও দুরবস্থার মধ্যে আপন ভাইয়ের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের জীবন এ ধরনেরই ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। পবিত্র কুর'আনেও তাদের এ গুণটির প্রশংসা করা হয়েছে:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ'

ঐ সম্পদ তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।[১৪০]

বস্তুত নিজেদের অভাবঅনটন সত্ত্বেও আনসারগণ যেভাবে মুহাজির ভাইদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে তাদেরকে স্থান দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে আত্মত্যাগের আদর্শ দৃষ্টান্ত– যা শিশুকে গল্পাকারে শোনানো যেতে পারে। যেমন: উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে হযরত আবূ তালহা আনছারী (রা.)-এর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। ঘটনাটি থেকে একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ:

---

১৩৯. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাব: মিনাল ঈমান আয়্যুহিব্বা লি আখীহি মা ইউহিব্বু লি নাফসিহ, খণ্ড-১, পৃ. ১২,হাদীস নং-১৩

১৪০. আল-কুর'আন: ৫৯:৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ، فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ،

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে একটি লোক এসে বলল, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, শপথ সে সত্তার যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমার নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালে তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন; এমনকি একে একে প্রত্যেকে একই রকম জবাব দিলেন। বললেন, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমার নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের বললেন, আজ রাতে কে এ লোকের মেহমানদারী করবে? এক আনসারী বললেন, আমি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি তাকে সাথে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মেহমানের যথাযথ খাতিরসমাদর কর। আরেক রেওয়ায়াতে আছে, আনসারী তার স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। আনসারী বললেন, বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখো এবং ওরা সন্ধ্যার খাবার চাইলে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। আমাদের মেহমান ও খাবার যখন এসে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দিও, আর তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও খাবার খাচ্ছি। তারা সবাই বসে গেলেন। এদিকে মেহমান খাবার খেলেন এবং তারা উভয়ে সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, গতরাতে মেহমানের সাথে তোমরা যে আচরণ করেছ, তাতে আল্লাহ্ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।[১৪১]

৪.২.৭. ‘আদল (সুবিচার)

‘আদল' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: ভারসাম্য রক্ষা করা, ন্যায়বিচার করা, ইনসাফ করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়: ‘আদল বলা হয়, কোনো বস্তুকে সমান অংশে অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া, যাতে কারো অংশ বিন্দু পরিমাণও কম বা বেশী না হয়। অর্থাৎ যার যতটুকু প্রাপ্য আছে, তা আদায়ের জন্য যথাযথ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নাম ‘আদল। শিশুকে সুবিচার শেখাতে হবে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে। হিংসা, স্বার্থপরতা এগুলো কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না– এটি তাকে বোঝাতে হবে।

---

[১৪১]. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবু ইকরামিদ দইফ ওয়া ফাদলি ইছারিহ, খণ্ড-৩, পৃ. ১৬২৪, হাদীস নং-২০৫৪

'আদল প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন,وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ অর্থাৎ যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারফায়সালা করো, তখন 'আদলের সাথে করো।[১৪২]

৪.২.৮. ইহ্সান

ইহ্সানের অন্যতম একটি অর্থ হলো অনুগ্রহ, বদান্যতা ও সদাচার। এ অর্থের প্রতি ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্র করুণা প্রকাশের ক্ষেত্রে 'ইহ্সান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ উভয় ধরনের ইহ্সান শিশুদের শেখাতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে ছোটো-বড়ো সব মানুষ, সব সৃষ্টির প্রতি ইহ্সান করো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি ইহ্সান করবেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ পাক বলেন, أَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমনটি তোমার প্রতি ইহ্সান করেছেন, তুমিও তেমনটি তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি ইহ্সান করো।[১৪৩]এ আয়াতে 'ইহ্সান' শব্দটি অনুগ্রহ , বদান্যতা ও সদাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সব মানুষের সাথে সদাচরণ তথা সবার অধিকার সংরক্ষণের অর্থে ইহ্সান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, অতিথি, দুঃস্থ, ইয়াতীমের প্রতি ইহ্সান তথা সদাচরণ করার জন্য কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথি, মুসাফিরদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[১৪৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মুখনিসৃত অনেক বাণী ইহ্সান বা বদান্যতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ،

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দয়াকারীদের ওপর দয়াময় আল্লাহ্ দয়া করেন, দুনিয়াবাসীর ওপর করুণা ও অনুগ্রহ করো তাহলে যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ্) তোমার ওপর ইহ্সান করবেন।[১৪৫]

---

[১৪২]. আল-কুর'আন, ৪:৫৮

[১৪৩]. আল-কুর'আন, ২৮:৭৭

[১৪৪]. আল-কুর'আন, ৪:৩৬

[১৪৫]. *সুনানুত্ তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফী রহমাতিল মুসলিমীন, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৮৮, হাদীস নং-১৯২৪

তিনি আরো বলেন,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ

হযরত জারীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি ইহ্সান করে না, আল্লাহ্ও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।[১৪৬]

যারা আল্লাহ্র সন্তোষের নিমিত্তে পরস্পরে ইহ্সান করে, ভালোবাসে ও মায়ামমতায় বিজড়িত হয় তাদের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে হাদীসে কুদ্সীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যারা আমার সন্তোষের জন্য পরস্পরকে ভালোবেসেছে, পরস্পরে ওঠাবসা করেছে ও মিলিত হয়েছে, একে অপরের জন্য খরচ করেছে তাদের জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে।[১৪৭]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ঈমানদার হলো ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে লোকদের ভালোবাসে না এবং লোকেরাও যাকে ভালোবাসে না।

ইসলাম ইহ্সান বা দয়া শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও এর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছে এবং তার জন্যও মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে বিপুল সওয়াবের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলছিল, সে পিপাসার্ত হয়ে পড়ল, সে পথিমধ্যে একটি কূপ পেয়ে তাতে নামল, পানি পান করে বেরিয়ে এলো, তখন দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে মনে মনে বলল, আমার যেমন পিপাসা লেগেছিল এ কুকুরটিরও লেগেছে। তাই সে আবার কূপে নেমে তার মোজায় করে পানি নিয়ে এলো, কুকুরটি তা পান করল। তার এ কাজে

---

১৪৬. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু কওলিল্লাহ: কুলিদ'উল্লাহা আবিদ'উর রহমান, খণ্ড-৯, পৃ. ১১৫, হাদীস নং-৭৩৭৬

১৪৭. *আল মুসনাদ*, তাতাম্মুতি মুসনাদিল আনসার, হাদীসু মু'আয ইব্ন জাবাল, খণ্ড-৩৬, পৃ. ৩৫৯, হাদীস নং-২২০৩০

খুশী হয়ে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি ইহসান করলে তাতেও কি সওয়াব আছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, প্রত্যেক প্রাণসম্পন্ন বস্তুর সাথে ইহ্সান করলে পূণ্য লাভ হবে।[১৪৮]

ইসলাম মানুষের সামর্থানুযায়ী অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করে। আর যদি তা মোটেও সম্ভব হয়ে না ওঠে তাহলে অন্তত অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেয়। এটিও এক ধরনের ইহ্সানের অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের এসব বিষয় শেখাতে হবে।

৪.২.৯. সেবাধর্মী মানসিকতা

ইসলামের প্রতিটি ইবাদতেই সমাজমুখিতা ও সেবাধর্মিতা অন্তর্নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের সব কর্মকাণ্ডে অপরের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। একজন মুসলমানকে সর্বাবস্থায় সেবার মানসিকতা পোষণ করতে হয়। সব কাজেই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা থাকা চাই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

তোমরা পূণ্য ও আল্লাহ্ভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না।[১৪৯]

হাদীছে এসেছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। অতপর জিজ্ঞেস করলাম, কোন গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন, যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশী প্রিয় এবং যার মূল্য বেশী। তারপর আমি জানতে চাইলাম, আমি যদি (দারিদ্র্যের কারণে) এ কাজ করতে না পারি? তিনি বললেন, কোনো কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোনো লোককে কাজ শিখিয়ে দেবে যে তা জানে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কী মনে করেন, যদি আমি এ কাজও করতে না পারি? (তখন) তিনি বললেন, মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকো, তা তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাদাকা।[১৫০]

---

[১৪৮]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গযব, বাবুল আবার 'আলাত তুরুক ইযা লাম ইয়াত্তাইয বিহা, খণ্ড-৩, পৃ. ১৩২, হাদীস নং-২৪৬৬

[১৪৯]. আল-কুর'আন, ৫:২

[১৫০]. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানি কাওনিল ঈমান বিল্লাহ্ আফদালুল আ'মাল, খণ্ড-১, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৮৪

৪.২.১০. ক্ষমাশীলতা

ক্ষমাশীলতা একটি মহৎ গুণ। শিশু যাতে তার বন্ধুদের প্রতি প্রতিশোধপ্রবণ না হয়ে ক্ষমাশীল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে দিতে হবে। তাকে বলতে হবে, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেওয়া রহমানের বান্দাহ্দের গুণাবলীর অন্যতম। সূরা আলে-'ইমরানে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(জান্নাত তো তাদের জন্য) সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল– সর্বাবস্থায় যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের অপরাধ যারা ক্ষমা করে দেয়; আসলে ভালো মানুষদের আল্লাহ্ সর্বদাই ভালোবাসেন।[১৫১]

পবিত্র কুর'আনের কয়েকটি জায়গায় আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন যা শিশুর জন্য অনুকরণীয়। যেমন:

وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা দীনী মর্যাদা ও পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারী, তারা যেন কখনো এ মর্মে শপথ না করে, তারা তাদের গরীব আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং যারা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করেছে– তাদের কোনোরকম সাহায্য করবে না, বরং তাদের উচিত তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি এটা চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১৫২]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

হে মুহাম্মাদ! এদের সাথে তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো।[১৫৩]

---

[১৫১]. আল-কুর'আন, ৩:১৩৪

[১৫২]. আল-কুর'আন, ২৪:২২

[১৫৩]. আল-কুর'আন, ৭:১৯৯

৪.২.১১. ওয়াদা পূরণ করা

ওয়াদা পূরণ করা একটি অপরিহার্য গুণ যা একজন সত্যিকার মুমিনের থাকা উচিত। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না– শিশুকে এটি শেখাতে হবে। কারণ এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তিনি বলেছেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا

তোমরা প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা কিয়ামতের দিন এ প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৫৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বলো, কার্যত নিজেরা যেটা করো না? তোমরা যা বলবে; অথচ নিজেরা তা করবে না– আল্লাহ্‌র কাছে এটি অত্যন্ত অপছন্দনীয়।[১৫৫]

৪.২.১২. তাওবা

তাওবা হচ্ছে ফিরে আসা– অর্থাৎ গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করা। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ ভুল করে ফেলতেই পারে; কিন্তু স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই অন্তরে অনুশোচনা আসতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে এ কাজ আর কখনো না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে– শিশু এ বিষয়গুলো শিখবে। তাকে বোঝাতে হবে, আমাদের প্রিয়নবী (সা.) নিষ্পাপ ছিলেন, তারপরও দিনে সত্তরবার/একশতবার তাওবা করেছেন; তাই আমাদেরও বেশী বেশী করে তাওবা করতে হবে।

এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আমি দৈনিক সত্তরবারেরও অধিক আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই, তাওবা করি।[১৫৬]

عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

হযরত আগাররিল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দৈনিক একশতবার তাওবা করি।[১৫৭]

---

[১৫৪]. আল-কুর'আন, ১৭:৩৪

[১৫৫]. আল-কুর'আন, ৬১:২-৩

[১৫৬]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুদ দা'ওয়াত, বাবু ইসতিগফারিন নাবী (সা.) ফিল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ, খণ্ড-৮, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ৬৩০৭

[১৫৭]. *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যিক্‌র ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাবু ইসতিহবাবিল ইসতিগফার ওয়াল ইসতিকসার মিনহু, খণ্ড-৪, পৃ. ২০৭৫, হাদীস নং-২৭০২

৪.২.১৩. দয়া

দয়া বা মায়ামমতা একটি মহৎ গুণ। যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না– এটি শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ্ দয়াময় মেহেরবান, রাসূলুল্লাহ (সা.) দয়ার সাগর ছিলেন, তাঁর সাহাবীরা ছিলেন পরস্পরে রহমদিল– বিষয়গুলো শিশুকে গল্পাকারে বলা যেতে পারে। এ সংক্রান্ত কুর'আনের কয়েকটি বাণী নিম্নরূপ:الرَّحْمَنِ الرَّحِيم যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।[১৫৮]

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা নীতির প্রশ্নে কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, আবার তারা নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল। তুমি যখনই তাদের দেখবে, দেখবে তারা রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের চেহারায়ও এ সিজদার চিহ্ন রয়েছে।[১৫৯]

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة

(সেই কঠিন দুর্গম গিরিপথটি হচ্ছে) ঐ লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং একে অপরকে সবর করার ও দয়া করার উপদেশ দিয়েছে, এরাই হচ্ছে ডান দিকের লোক।[১৬০]

৪.২.১৪. লজ্জাশীলতা

লজ্জা মানব চরিত্রের ভূষণ। যার লজ্জা নেই সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলতে পারে। আল্লাহ্কে যে লজ্জা করে না তার পক্ষে যে কোনো পাপ কাজ করা সম্ভব। তাই পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে লজ্জাশীলতা অপরিহার্য। শিশুকে লজ্জাশীলতা শেখাতে হবে। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঈমানের ষাটটিরও বেশী শাখা রয়েছে। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[১৬১]

---

১৫৮. আল-কুর'আন, ১:৩
১৫৯. আল-কুর'আন, ৪৮:২৯
১৬০. আল-কুর'আন, ৯০:১৭-১৮
১৬১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু উমূরিল ঈমান, খণ্ড-১, পৃ. ১১, হাদীস নং-৯

মূলত আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না– যা সূরা আহযাবে আলোচিত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করো না, আর ঘরে এলেও খাওয়ার সময়ের জন্য বসে থেকো না। যদি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেকো না। তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না। কিন্তু আল্লাহ্ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।[১৬২]

৪.২.১৫. হিকমত

কোনো জিনিসকে তার সঠিক স্থানে রাখার নাম হিকমত। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা, প্রত্যেকের রোগ অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা, তাৎক্ষণিক জবাব দানে সক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিতা ইত্যাদি হিকমতের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য হিকমত অবলম্বন করতে বলেছেন– যা একটি শিশুর জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। কারণ সে যখন তার জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী নিজে চর্চা করবে এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করবে তখন তার হিকমত অবলম্বনের প্রয়োজন হবে। তাই সূরা নাহলে আল্লাহ্ বলেছেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে তোমরা মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকো, আর তাদের সাথে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।[১৬৩]

৪.২.১৬. ধৈর্য

শিশুকে ধৈর্য শেখাতে হবে। এটি মুমিনের অন্যতম গুণ। এ পার্থিব জীবনে চলতে হলে সর্বদা বিপদআপদের সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ্ বিভিন্নভাবে মানুষের ধৈর্যের পরীক্ষা নেন। তাই সবর এবং সালাতের মাধ্যমেই তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। এ সংক্রান্ত আল-কুর'আনের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য চাও।[১৬৪]

---

[১৬২]. আল-কুর'আন, ৩৩:৫৩
[১৬৩]. আল-কুর'আন, ১৬:১২৫
[১৬৪] আল-কুর'আন, ২:৪৫

৪.২.১৭. শিশুর জন্য আরো কিছু কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী

শিশুর চারিত্রিক বিকাশ সঠিক উপায়ে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আরো কিছু সৎ গুণাবলী রয়েছে যা তাকে অর্জন করতে হবে। এগুলো শুধু শিশু নয়, সবার জন্যই প্রয়োজন। যেমন, অল্পে তুষ্টি, দৃঢ়চিত্ততা, ধীরস্থিরতা, নীরবতা পালন, পরার্থপরতা, ভদ্রতা, ভালোবাসা, রসিকতা, স্পষ্টভাষী, সময়ানুবর্তিতা, সহযোগিতা, সুধারণা পোষণ ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যই রয়েছে আল-কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশনা– যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক. অল্পে তুষ্টি: এটি এমন একটি গুণ যা মানুষকে বিলাসী হতে দেয় না। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। শিশুও এ বিষয়টি শিখবে। পোশাক ও খেলাধুলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে সে অল্পে তুষ্ট থাকবে। আল-কুর'আনে এটিকে একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

অভাবী হওয়ার পরও যারা মানুষের কাছে হাত পাতে না তাদেরকে এবং যারা চেয়ে বেড়ায় তাদেরকে খানা খাওয়াও।[১৬৫]

এখানে যারা মানুষের কাছে হাত পাতে না তাদেরকে খাবার খাওয়াতে বলা হয়েছে। মূলত এরাই অল্পে তুষ্ট মানুষ।

খ. দৃঢ়চিত্ততা: শিশুকে সব কাজে দৃঢ়চিত্ততা শেখাতে হবে। কোন বিষয়ে যখন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন সিদ্ধান্তহীনতায় না ভুগে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

কাজের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো, অতপর যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও তখন আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।[১৬৬]

গ. ধীরস্থিরতা: শিশু তার কাজকর্মে ধীরগতিসম্পন্ন হবে। প্রতিটি কাজ ভেবে চিন্তে সুস্থিরতার সাথে সম্পন্ন করবে। কারণ তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ مَالِك، يَقُولُ: التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

হযরত মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে এবং ধীরস্থিরতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে।[১৬৭]

---

[১৬৫]. আল-কুর'আন, ২২:৩৬

[১৬৬]. আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

ঘ. নীরবতা পালন: শিশুকে অনর্থক বা অন্যায় কথা বলা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, আমরা ভালো-মন্দ যে কথাই বলি না কেন আমাদের দুই কাঁধে অবস্থিত ফেরেশতারা তা লিখে রাখছেন। আল-কুর'আনের সূরা ক্বাফে ও সূরা ইনফিতারে আমরা এ কথারই সমর্থন পাই:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(আদম সন্তান) যে কথাই উচ্চারণ করে, তার সাথে থাকা একজন ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে তা রেকর্ড করে।[১৬৮]

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। তারা সম্মানিত লেখক। তোমরা (ভালো-মন্দ) যা কিছু করো ফেরেশতারা এর সবকিছু জানেন।[১৬৯]

ঙ. পরার্থপরতা: নিজের স্বার্থের ওপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া, অন্যের জন্য নিজের ভোগবিলাসকে বিসর্জন দেওয়াই পরার্থপরতা। শিশুকে এ বিষয়টি শেখাতে হবে। খেলাধুলা বা অন্য যে কোনো বিষয়ে সে নিজের স্বার্থকে বড়ো করে দেখবে না– বরং অন্যকে প্রাধান্য দিতে শিখবে। আল-কুর'আনে এসেছে:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(ঐ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা এ মুহাজিরদের আসার আগেই ঈমান এনে মদীনায় বসবাস করছিল। তারা ঐ লোকদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। এমনকি তাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয় সে বিষয়ে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা পর্যন্ত অনুভব করে না। তাদের নিজেদের যত অভাবই থাকুক তারা নিজেদের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়। যাদেরকে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বাঁচানো হয়েছে, আসলে তারাই সফল।[১৭০]

চ. ভদ্রতা: শিশুদেরকে ভদ্রতা শেখাতে হবে। যেমন: নম্র সুরে কথা বলা, বিনয় প্রকাশ করা, কঠোরতা পরিহার করা ইত্যাদি। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ মূসা (আ.) কে ফেরাউনের সাথে নম্রভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে বলেছেন এভাবে:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

---

১৬৭. *কিতাবুল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকী*, বাবুত তাওয়াক্কী 'আনিল ফিতয়া ওয়াত তাসাববুতু ফীহা, খণ্ড-১, পৃ. ৪৩৭, হাদীস নং-৮১৭

১৬৮. আল-কুর'আন, ৫০:১৮

১৬৯. আল-কুর'আন, ৮২:১০-১২

১৭০. আল-কুর'আন, ৫৯:৯

(হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই হারুন) তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে যাও, সে তো কুফরী ও যুলুমনির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো, এতে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, নতুবা তার রবকে সে ভয় করবে।[১৭১]

ছ. ভালোবাসা: শিশু সবাইকে ভালোবাসবে। কারো প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করবে না। এ ভালোবাসা আল্লাহ্প্রদত্ত– যা তিনি ঈমানদারদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন। আল-কুর'আনে তিনি বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য অন্যদের অন্তরে দয়াময় আল্লাহ্ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।[১৭২]

জ. রসিকতা: ইসলাম সুস্থ বিনোদন সমর্থন করে। শিশু নির্দোষ হাস্যরসিকতায় অংশ নেবে– এটি স্বাভাবিক। পিতামাতা খেয়াল রাখবেন শিশুর দৈনন্দিন কাজে যেন একগুয়েমি এসে না যায়।

ঝ. স্পষ্টভাষী: শিশু স্পষ্টভাষী হবে। স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা শিখবে। আল-কুর'আনে মূসা (আ.) জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন– যা আমরা শিশুকে শেখাতে পারি। দু'আটি নিম্নরূপ:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

মূসা বললেন, হে আমার রব! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।[১৭৩]

ঞ. সময়ানুবর্তিতা: শিশু সময়মত সব কাজ শেষ করবে। পড়ালেখা, খেলাধুলা-সহ প্রতিটি কাজে তাকে সময়ানুবর্তী হতে অভ্যস্ত করতে হবে। প্রবাদ আছে: 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'। তাই সব কাজ সঠিক সময়ে হওয়া উচিত। শিশুকে সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে হবে সূরা 'আসরের মাধ্যমে। এ সূরায় অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে সময়ই এর সাক্ষী– তবে চার ধরনের কাজ দ্বারা এ ক্ষতি থেকে বাঁচা যেতে পারে। সূরাটি নিম্নরূপ:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, একে অপরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দিতে থেকেছে।[১৭৪]

---

[১৭১]. আল-কুর'আন, ২০:৪৩-৪৪

[১৭২]. আল-কুর'আন, ১৯:৯৬

[১৭৩]. আল-কুর'আন, ২০:২৫-২৮

ট. সহযোগিতা: শিশুর মধ্যে অন্যকে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। আর এ সহযোগিতা হবে সৎ কাজে, অসৎ কাজে নয়। কারণ আল-কুর'আনের ঘোষণা হচ্ছে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

তোমরা ভালো কাজ ও তাকওয়া অর্জনে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না, আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, নিশ্চয়ই তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।[১৭৫]

ঠ. সুধারণা পোষণ: অন্যের প্রতি সব সময় সুধারণা পোষণ করা উচিত। শিশুকে বেশী বেশী ধারণাঅনুমান করা থেকে বিরত রাখতে হবে। কারণ এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তিনি সূরা হুজুরাতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে দূরে থাকো, কেননা অনেক ধারণার মধ্যে রয়েছে পাপ।[১৭৬]

অভিভাবকগণ শিশুদেরকে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনে আল-কুর'আন ও হাদীসের আলোকে যথার্থ জ্ঞানদান ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা দেবেন।

---

[১৭৪]. আল-কুর'আন, ১০৩:১-৩

[১৭৫]. আল-কুর'আন, ৫:২

[১৭৬]. আল-কুর'আন, ৪৯:১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক আদর্শ নবী-রাসূলগণ

মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। আল-কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত চারিত্রিক গুণাবলীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন তারা। এ আদর্শ ছোটোবেলা থেকেই তাদের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠত। ছোটোবেলা থেকেই তাঁরা ছিলেন সৎ, সত্যবাদী, বিনয়ী ও সদা আল্লাহ্কে মান্যকারী। তাই নবী-রাসূলের ছেলেবেলা আমাদের শিশুদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-সহ কয়েকজন নবীর শৈশবকাল তুলে ধরা হলো:

৪.৩.১. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন মানবতার মুক্তির দূত– আলোর দিশারী। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন পরের দুঃখে দুঃখী– পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত-আমানতদার, সদা সত্যবাদী– সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরব সমাজ ছিল জাহেলিয়াতে ভরপুর। হত্যা, রাহাজানি, লুণ্ঠন, নির্যাতন এগুলো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনি সঙ্কটকালে আরবের কয়েকটি গোত্রের কিছু তরুণ একত্রে একটি সেবা সংঘ গড়ে তোলে– যা ইসলামের ইতিহাসে 'হিলফুল ফুযূল' নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও সেই ঘোর দুর্দিনে এমন একটি মহৎ উদ্যোগের আশায় ছিলেন। তাই তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে এ সংঘে যোগদান করেন। এ সংঘের কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ:

১.আমরা দেশের অশান্তি দূর করবো।

২. আমরা মক্কায় সংঘটিত যে কোনো প্রকার যুলুমঅত্যাচার প্রতিরোধ করবো। সে অত্যাচারিত হোক মক্কার অধিবাসী বা বাইরের কেউ, সবাই তার সাহায্যার্থে দাঁড়াবো এবং তার অধিকার ফিরিয়ে দেবো।

৩. আমরা গরীবদুঃখীদেরকে সাহায্য করবো।

৪. আমরা শক্তিশালীদেরকে দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করতে দেবো না।[১৭৭]

এ সংঘে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন যোগ দেন তখর তাঁর বয়স ১৫ বছর। এ সংঘকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে, নবী হওয়ার পরও এর স্মৃতিচারণ করতেন। তিনি বলতেন,

আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ'আনের ঘরে এমন এক চুক্তিতে শরীক ছিলাম, যার বিনিময়ে লাল উটও আমার পছন্দ নয়। ইসলামী যুগে সে চুক্তির জন্য যদি আমাকে ডাকা হতো, তবে অবশ্যই আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম।[১৭৮]

---

[১৭৭]. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, সম্পা. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৮) পৃ. ১৯৯

[১৭৮]. ইবনে হিশাম, অনু. আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ ২০১৫) পৃ. ১৩৩

জাহেলিয়াতের যুগে নারী-পুরুষ উভয়েই লোকসমক্ষে উলঙ্গ হওয়াকে কোনো অপরাধ মনে করত না– এমনকি তারা উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করাকে পুণ্যের কাজ গণ্য করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত লজ্জাশীল। তিনি কারো সামনে উলঙ্গ হওয়া পছন্দ করতেন না। ছোটবেলায় একবার একটি ঘটনায় উলঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। ঘটনাটি এরকম:

সহীহ বুখারীতে জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, কাবাঘর যখন নির্মাণ করা হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 'আব্বাস (রা.) পাথর বহন করছিলেন। 'আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললেন, তহবন্দ খুলে কাঁধে রাখো, পাথরের দাগ থেকে রক্ষা পাবে। তহবন্দ খোলার সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে যান, তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে যায়। খানিক পরেই হুশ ফিরে এলে বললেন, আমার তহবন্দ! আমার তহবন্দ! এরপর তাঁকে তহবন্দ পরিয়ে দেওয়া হয়। এক বর্ণনায় রয়েছে, এ ঘটনার পর আর কখনো তাঁর লজ্জাস্থান দেখা যায়নি।[১৭৯]

ইব্ন আছিরের এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা যেসব কাজ করত, দুবারের বেশী কখনোই সেসব কাজ করার ইচ্ছা আমার হয়নি। সে দুটি কাজেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সে ধরনের কাজের ইচ্ছা কখনোই আমার মনে জাগেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ আমাকে নবুয়তের সম্মানে ভূষিত করেন। মক্কার উচু অংশে যে বালক আমার সাথে বকরী চরাত, এক রাতে আমি তাকে বললাম, তুমি আমার বকরীগুলো যদি দেখ, তবে আমি মক্কায় গিয়ে অন্যদের মত রাত্রিকালের গল্পগুজবের আসরে অংশ নেবো। সে রাযি হয়। আমি মক্কার দিকে রওয়ানা দেই। ঘরের কাছে পৌঁছতেই প্রথমে বাজনার আওয়াজ শুনলাম। জিজ্ঞেস করায় একজন বলল, অমুকের সাথে অমুকের বিবাহ হচ্ছে। আমি শোনার জন্য বসে পড়লাম আর আল্লাহ্ আমার কান বন্ধ করে দেন, ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। রোদের আঁচ গায়ে লাগার পর আমার ঘুম ভাঙ্গে, আর আমি মক্কার উচু অংশে আমার রাখাল সাথীর কাছে ফিরে যাই। সে জিজ্ঞেস করার পর সব কথা খুলে বললাম। আরেক রাতে এরকম কথা বলে আমি আমার রাখাল সাথীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মক্কায় পৌঁছলাম, সে রাতেও প্রথম রাতের মতই ঘটনা ঘটে। এরপর কখনো ওই ধরনের অসঙ্গত ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত হয়নি।[১৮০]

আরেকটি ঘটনা এরকম:

ইব্ন 'আসাকির জুলহামা ইব্ন আরফাতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় এলাম। মানুষ দুর্ভিক্ষের কারণে চরমভাবে সংকটাপন্ন ছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা আবু তালিবকে বলল, মক্কা উপত্যকা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে আছে। আমাদের সন্তানাদি দুর্ভিক্ষকবলিত। চলুন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। আবূ তালিব একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। বালকটিকে দেখে মেঘে ঢাকা সূর্য মনে হচ্ছিল। আশেপাশে অন্যান্য বালকও ছিল। আবূ তালিব বালকটির হাত ধরে নিয়ে তাকে কাবাঘরের দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসিয়ে দেন। বালক আবূ তালিবের

---

[১৭৯]. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[১৮০]. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

আঙ্গুল ধরে রেখেছিলেন। সে সময় আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিল না, কিন্তু দেখতে দেখতে এদিক-ওদিক থেকে মেঘ আসতে শুরু করে এমন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়, যাতে সমগ্র উপত্যকা সয়লাব হয়ে যায় এবং শহরপ্রান্তর সজীব হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আবূ তালিব এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, তিনি সুদর্শন, তাঁর চেহারার বরকতে বৃষ্টি প্রত্যাশা করা হয়; তিনি ইয়াতীমদের আশ্রয় এবং বিধবাদের রক্ষাকারী।[১৮১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন পরোপকারী, গরীবদুঃখীর সহায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় সদামশগুল। এভাবেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। নবী হওয়ার পর তাঁর এসব গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়েছেন অনেকে। নিম্নে এমন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরাগুহায় সর্বপ্রথম নবুয়তপ্রাপ্ত হন। এ প্রথম অভিজ্ঞতায় তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। দ্রুত বাড়ি ফিরে এসে খাদীজা (রা.) কে সব খুলে বললে খাদীজা (রা.) তাঁকে অভয় দেন এভাবে:

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ،

আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। (কারণ) আপনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করে থাকেন, সদা সত্য কথা বলেন, অপরের বোঝা বহন করেন, অতিথি সেবা করেন এবং সত্যের পথে অন্যদের সাহায্য করেন।[১৮২]

খাদীজা (রা.) নবুয়তের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাঝে এ ধরনের অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন। তাই তিনি এভাবে তার বর্ণনা দেন।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ নির্দেশ দেওয়া হয়: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখাও। তখন এক সকালে তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশের প্রতিটি গোত্রকে ডেকে বললেন, যদি আমি তোমাদের এ কথা বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? লোকেরা জবাব দিলো, হ্যা, আমরা বিশ্বাস করবো, কেননা আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আযাব আসছে।

এ ঘটনায়ও আমরা দেখতে পাই কুরাইশের গোত্রগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সচ্চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল স্বতস্ফূর্তভাবে। যদিও পরে তাদের অনেকেই ঈমান আনেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, সে সময় কুরাইশরা নতুন করে কাবাঘর নির্মাণের কাজ শুরু করে। তাদের কাজ যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছল তখন ঝগড়া বাধল, কে এ পবিত্র কাজটি করবে? চার-পাঁচ দিন যাবত এ ঝগড়া চলতে থাকে। অবশেষে ঝগড়া যুদ্ধে রূপ নেওয়ার উপক্রম হলে আবু উমাইয়া মাখযুমী এ

---

[১৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

[১৮২]. *সহীহুল বুখারী*, বাদউল ওহী, বাবু কাইফা কানা বাদউল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (সা.), খণ্ড-১, পৃ. ৭, হাদীস নং-৩

বিবাদ ফায়সালার একটি উপায় এভাবে নির্ধারণ করলেন, আগামীকাল প্রত্যূষে মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে যিনি প্রথম প্রবেশ করবেন, তার ফায়সালা সবাই মেনে নেবে। এ প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করে। পরদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি প্রবেশ করতেই সব লোকজন সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে– এই যে আমীন! আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সম্মত। কারণ ইনি যে মুহাম্মাদ! এরপর লোকজন ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি একটি চাদর চেয়ে আনান এবং তা মাটিতে বিছিয়ে নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ চাদরের মাঝখানে রাখেন। তারপর বিবদমান গোত্রসমূহের নেতাদের সে চাদরের কিনারা ধরে পাথর যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তারা তাই করে। নির্ধারিত জায়গায় চাদর নিয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে পাথর যথাস্থানে স্থাপন করেন। এ ফায়সালা ছিল অত্যন্ত বিবেকসম্মত ও বুদ্ধিদৃপ্ত। বিবদমান গোত্রসমূহের সকলেই এতে সন্তুষ্ট হয়, কারো কোনো অভিযোগ রইল না।[১৮৩]

কুরাইশরা তাদের এ ভয়াবহ বিবাদ মীমাংসার জন্য এমনিতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্ধারণ করেনি। ছোটোবেলা থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তারা দেখেছে। তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্র ছিল সবার কাছে সুপরিচিত। তাই তাঁর মীমাংসা তারা সানন্দে মেনে নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন শৈশবকাল থেকেই বিশ্বস্ত-আমানতদার। এজন্য তিনি আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। নবী হওয়ার পর মক্কার অনেক মুশরিক তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেয়নি ঠিকই কিন্তু তখনও তারা তাঁর নিকট তাদের ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখত। নবুয়তের তেরোতম বছরে যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো তখনও তাদের বহু সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গচ্ছিত ছিল। সে কঠিন সময়েও রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের সমস্ত সম্পদ অত্যন্ত আমানতদারিতার সাথে আলীর (রা.) কাছে বুঝিয়ে দিয়ে গোপনে মক্কা থেকে মদীনার পথে বের হন। এ ঘটনা থেকে তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ যাওয়া যায়।

৪.৩.২. হযরত ইসমাঈল (আ.)

ইসমাঈল (আ.) ছিলেন পিতা ও নবী ইবরাহীম (আ.)-এর সুযোগ্য সন্তান। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তাঁকে ধৈর্যশীল উপাধি দিয়েছেন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

ইবরাহীম দু'আ করলেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন। এ দু'আর জবাবে আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুখবর দিলাম।[১৮৪]

ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ওয়াদা পালনকারী এবং পরিবারের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দানকারী।

---

[১৮৩]. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[১৮৪]. আল-কুর'আন, ৩৭:১০০-১০১

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

এ কিতাবে ইসমাঈলের কাহিনীও স্মরণ করুন, তিনি ওয়াদা পালনে সত্যপন্থী ছিলেন এবং রাসূল ও নবী ছিলেন। তিনি তার পরিবারের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতেন এবং তার রবের নিকট পছন্দনীয় মানুষ ছিলেন।[১৮৫]

ইসমাঈল (আ.) ছিলেন পিতার অনুগত সন্তান। পিতা ইবরাহীম (আ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন, তিনি পুত্রকে যবেহ করছেন। যেহেতু নবীদের স্বপ্ন ওহীর মর্যাদাসম্পন্ন তাই তিনি সন্তানকে স্বপ্নের কথা জানালেন। ইসমাঈল (আ.) একটুও বিচলিত না হয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালন করতে রাজি হয়ে গেলেন। আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও পিতার আনুগত্যই তাঁকে জীবন-মৃত্যুর এ পরীক্ষায় সফল হতে সাহায্য করেছে। আল-কুর'আনের আলোকে ঘটনাটি এরকম:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

ইসমাঈল যখন তাঁর পিতা ইবরাহীমের সাথে দৌড়ঝাঁপ করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছল, তখন একদিন ইবরাহীম তাকে বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি বলো, তুমি কী মনে করো? ছেলে বলল, আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন।[১৮৬]

পিতা-পুত্রের এমন আত্মত্যাগে আল্লাহ্ খুশী হয়ে একটি ভেড়ার পরিবর্তে ছেলেকে বাঁচিয়ে দিলেন। আল-কুর'আনের ভাষায়:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ

শেষ পর্যন্ত যখন দুজনই অনুগত হয়ে মাথা নত করে দিলেন এবং ইবরাহীম তার ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন, তখন আমি ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ, আমি নেক লোকদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটি একটি স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল। অতঃপর এক বড়ো কুরবানী ফিদইয়া

---

[১৮৫]. আল-কুর'আন, ১৯:৫৪-৫৫

[১৮৬]. আল-কুর'আন, ৩৭:১০২

হিসেবে দিয়ে আমি ঐ ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিলাম এবং তার প্রশংসা ও গুণচর্চা চিরকালের জন্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রেখে দিলাম।[১৮৭]

এভাবে আমরা দেখতে পাই ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি অগাধ বিশ্বাসী, পিতার বাধ্যগত সন্তান। এমনকি এজন্য তিনি জীবন দিতেও রাজী হয়ে গিয়েছিলেন।

৪.৩.৩. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)

ইয়াহইয়া (আ.) ছিলেন যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান। তিনি ছোটোবেলা থেকেই হিকমতের অধিকারী ছিলেন। হিকমত অর্থ- সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি, ইজতিহাদের ক্ষমতা, দীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ, বৈষয়িক ব্যাপারে সঠিক মতামত দেওয়ার যোগ্যতা এবং সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফায়সালা দেওয়ার অধিকার। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের, পুতপবিত্র, পরহেযগার, পিতামাতার অনুগত। তিনি অহংকারী ও নাফরমান ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ সূরা মারিয়ামে বলেছেন,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

হে ইয়াহইয়া! আল্লাহ্‌র কিতাবকে মযবুতভাবে ধরো, আমি তাকে ছেলেবেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান করেছি। আমার পক্ষ থেকে তাকে নরমদিল বানিয়েছি এবং পাকপবিত্র করেছি। তিনি বড়ই মুত্তাকী ছিলেন। তিনি পিতামাতার খুব বাধ্য ছিলেন এবং অহংকারী ও নাফরমান ছিলেন না। তাঁর ওপর সালাম, যেদিন তাঁর জন্ম হলো, যেদিন তিনি মরবেন এবং যেদিন তাঁকে আবার জীবিত করে ওঠানো হবে।[১৮৮]

৪.৩.৪. হযরত ঈসা (আ.)

ঈসা (আ.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে শেষ নবী। তিনি আল্লাহ্‌র কুদরতে মা মারিয়ামের গর্ভে পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা (আ.) ছিলেন মায়ের অনুগত সন্তান– যিনি শিশুকাল থেকেই নবী ছিলেন। তাঁর জীবনের পুরো সময়টি তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বরকতপ্রাপ্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে অহংকারী ও হতভাগা বানাননি। আল-কুর'আনের সূরা মারিয়ামে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّاوَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

---

[১৮৭]. আল-কুর'আন, ৩৭:১০৩-১০৮

[১৮৮]. আল-কুর'আন, ১৯:১২-১৫

তিনি (শিশু অবস্থায় ঈসা) বলে উঠলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আর যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন এবং যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন এবং আমাকে তিনি অহংকারী ও হতভাগা বানাননি। আমার ওপর সালাম, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মরবো এবং যেদিন আমাকে আবার জীবিত করে ওঠানো হবে।[১৮৯]

ঈসা (আ.)-এর জীবনীতে আমাদের শিশুদের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, তারা হবে অভিভাবকের অনুগত; তারা দাম্ভিক ও অহংকারী হবে না।

যেসব নবী-রাসূল ছোটোবেলা থেকেই উত্তম আদর্শ হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন উপরে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো। শিশুদের যদি এর আলোকে গড়ে তোলা যায় তবে তারা ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

---

[১৮৯]. আল-কুর'আন, ১৯:৩০-৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম

সাহাবীরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের ধারকবাহক। তাঁরা ইসলামের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন পূর্ণাঙ্গভাবে। বেশ কয়েকজন সাহাবী শিশুবেলায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে প্রমাণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম নৈতিক চরিত্র ও আদর্শ তাঁরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করেন। নিম্নে এরকম কয়েকজন আদর্শ সাহাবীর বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

৪.৪.১. হযরত 'আলী (রা.)

আলী (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের অন্যতম। অল্পবয়স্ক হলেও দীনের কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সাহায্য করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। নবুয়তের তৃতীয় বছরে রাসূলুল্লাহ (সা.) হুকুম দিলেন আলীকে (রা.), কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো। 'আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ উপস্থিত হলো। আহারপর্ব শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে? সকলেই নিরব। হঠাৎ আলী (রা.) বলে উঠলেন, যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ; আমি সাহায্য করবো আপনাকে।[১৯০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয়, এজন্য আলী (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দেন এবং সিদ্দীকে আকবর (রা) কে সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে মদীনা রওয়ানা হন। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তাঁর জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সকালে মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ্ আলী (রা.) কে হেফাযত করেন।[১৯১]

এভাবে ছোটো হয়েও আলী (রা.) ইসলামের প্রচার ও সাহায্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

৪.৪.২. হযরত যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা.)

যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাস। তিনি মা সু'দা বিনতু সা'লাবার সাথে নানাবাড়ি যাওয়ার সময় লুটেরা দল কর্তৃক লুণ্ঠিত হন এবং উকাজের মেলায় বিক্রি হন– যেখান থেকে উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রা.)-এর ভাতিজা তাঁকে কিনে আনেন এবং ফুফু খাদীজা (রা.) কে উপহার দেন। খাদীজা (রা.) বিয়ের পর দাসটি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে উপহার দেন। পরে তাঁর পিতা খবর পেয়ে মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে আসেন। এর পরের ঘটনা খুবই হৃদয়গ্রাহী– যা ড. আবদুল মাবুদের ভাষায় তুলে ধরা হলো:

---

১৯০. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট ২০১২) ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ছেলের সন্ধান পেয়ে পিতা হারিসা সফরের প্রস্তুতি নিলেন। কলিজার টুকরা, চোখের পুত্তলি যায়িদের মুক্তিপণের অর্থও বাহনে ওঠালেন। সফরসঙ্গী হলেন হারিসার ভাই কা'ব। মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আরয করলেন, ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতিবেশী। অসহায়ের সাহায্যকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দানকারী। আপনার কাছে আমাদের যে ছেলেটি আছে তার ব্যাপারে আমরা এসেছি। তার মুক্তিপণও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আপনার ইচ্ছামত তার মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আপনারা কোন ছেলের কথা বলছেন?

: আপনার দাস যায়িদ ইব্‌ন হারিসা।

: মুক্তিপণের চেয়ে উত্তম কিছু আপনাদের জন্য নির্ধারণ করি, তা কি আপনারা চান?

: কী তা?

: আমি তাকে আপনাদের সামনে ডাকছি। স্বেচ্ছায় সে নির্ধারণ করুক, আমার সাথে থাকবে, না আপনাদের সাথে যাবে। যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, মুক্তিপণ ছাড়া তাকে নিয়ে যাবেন। আর আমার সাথে থাকতে চাইলে আমার করার কিছুই নেই।

তারা সায় দিয়ে বলল, আপনি অত্যন্ত ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়িদকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ দু ব্যক্তি কারা?

বলল, ইনি আমার পিতা হারিসা ইব্‌ন শুরাহবীল আর উনি আমার চাচা কা'ব।

বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে যেতে পারো, আর ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থেকে যেতে পারো। কোনো রকম ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, আমি আপনার সাথেই থাকবো।

তাঁর পিতা বললেন, যায়িদ তোমার ধ্বংস হোক! পিতা-মাতাকে ছেড়ে তুমি দাসত্ব বেছে নিলে?

তিনি বললেন, এ ব্যক্তির মাঝে আমি এমন কিছু দেখেছি, যাতে আমি কখনো তাঁকে ছেড়ে যেতে পারি না।

যায়িদের এ সিদ্ধান্তের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাত ধরে কাবার কাছে নিয়ে আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে উপস্থিত কুরাইশদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন, ওহে কুরাইশ জনমণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থাকো, আজ থেকে যায়িদ আমার ছেলে, সে হবে আমার এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী।

এ ঘোষণা শুনে যায়িদের বাবা-চাচা খুব খুশী হলেন। তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট রেখে প্রশান্ত চিত্তে দেশে ফিরে গেলেন।[১৯২]

---

[১৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

এ হলেন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)। পিতামাতা ছেড়ে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য বেছে নেন সানন্দে। স্বীয় পরিবারপরিজন ও গোত্রকে ছেড়ে যে মনিবকে তিনি চয়ন করলেন, তিনি আর কেউ নন– সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, রহমাতুল্লিল 'আলামীন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল। তাঁর মাঝে কী বরকত নিহিত আছে তা তিনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ থেকে তাঁর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রমাণ মেলে।

৪.৪.৩. হযরত আনাস (রা.)

আনাস (রা.) ছিলেন আনসার সাহাবী। দশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল 'খাদেমুর রাসূল'। আনাসের মা একদিন তাঁর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে আনাস বলেন, আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছি না। আমার এ ছেলেটি আছে, সে লেখতে জানে। এখনও সে বালেগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমত করবে।[১৯৩]

এভাবে আনাস (রা.) 'খাদেমুর রাসূল' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সুদীর্ঘ দশ বছর এ উত্তম মানুষটির সেবা করেছেন। তাঁর একান্ত সাহচর্যে নিজেকে ধন্য করেছেন। শিখেছেন তাঁর নিকট থেকে বহু কিছু। তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي مُعَاذٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ

হযরত আবূ মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি আনাস ইব্ন মালিককে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের প্রয়োজনে বাইরে বের হতেন, আমিও তাঁর সাথে যেতাম আর আমি তখন বালক ছিলাম, আমাদের সাথে পানির পাত্র থাকত, তা দিয়ে তিনি ইসতিনজা করতেন।[১৯৪]

এ সুদীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহর (সা.) ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ছিল না কোনো অভিযোগ। বরং তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহানুভবতা। তিনি বলেছেন,

আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কক্ষণও আমার ওপর নারাজ হননি। আমার কোনো কাজের জন্য কক্ষণও বলেননি, এ কাজটি তুমি কেন করলে? আর আমি কোনো কাজ

---

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩

১৯৪. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ওজু, বাবুল ইসতিনজা' বিল-মা', খণ্ড-১, পৃ. ৪২, হাদীস নং-১৫০

করিনি সে জন্যও তিনি প্রশ্ন করেননি, কাজটি তুমি কেন করনি? অথবা তুমি ভুল করেছ বা যা করেছ, খুবই খারাপ করেছ– এমন কথাও আমার কোনো ভুলের জন্য তিনি বলেননি।[১৯৫] হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় এলেন, তাঁর কোনো খাদেম ছিল না। তাই আমার পিতা আবূ তালহা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাস বুদ্ধিমান বালক, সে আপনার খিদমত করবে। আনাস বলেন, আবাসে-প্রবাসে আমি তাঁর খিদমত করেছি; তিনি আমার কোনো কাজের জন্য কক্ষণও বলেননি, এ কাজটি তুমি কেন করলে? আর আমি কোনো কাজ করিনি সে জন্যও তিনি প্রশ্ন করেননি, কাজটি তুমি কেন করনি?[১৯৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) রসিকতা করে মাঝে মাঝে আনাসকে (রা.) অন্য নামে ডাকতেন। যেমন বলতেন, 'ইয়া আবা হামযা' বা 'ইয়া যাল উযনাইন' (হে দুই কান ওয়ালা) ইত্যাদি। এমনি করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের কারণেই ঘরে-বাইরে, আবাসে-প্রবাসে সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে থাকতেন।[১৯৭] এভাবে তিনি এ মহান মানুষটির সাহচর্য লাভে ধন্য হন এবং নিজেকে গড়ে তোলেন তারই আলোকে।

৪.৪.৪. হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তের দশম বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুল ফাদল তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁকে কোলে করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থু থু নিয়ে শিশু 'আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাঁর তাহনীক করেন। এভাবে তাঁর পেটে পার্থিব কোনো বস্তু প্রবেশের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র ও কল্যাণময় থু থু প্রবিষ্ট হয়। আর সে সাথে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমত।[১৯৮]

---

[১৯৫]. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫

[১৯৬]. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাবু ইসতিখদামিল ইয়াতীমি ফিস-সাফারি ওয়াল হাদারি ইযা কানা সালাহাল লাহূ ওয়া নাযরুল উম্মি ওয়া যাওজিহা লিল ইয়াতীম, খণ্ড-৪,পৃ. ১১,হাদীস নং-২৭৬৮

[১৯৭]. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

[১৯৮]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১

অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আরব জাতি তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'হাবর ও বাহর' (পুণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহেযগারীর তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনে রোযাদার, রাতে ইবাদতগুযার এবং রাতের শেষ প্রহরে তাওবা ও ইসতিগফারকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র ভয়ে তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দুটি রেখার সৃষ্টি করেছিল। ইনি সেই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস যাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর রব্বানী (আল্লাহ্‌কে জেনেছে এমন জ্ঞানী) বলা হয়েছে।[১৯৯]

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) ছোটো বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যে নিজেকে ধন্য করেন।উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা.) তাঁর খালা হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে কাটাতেন। অনেক সময় রাতে তাঁর ঘরেই শুয়ে পড়তেন। এ কারণে খুব নিকট থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় ও তাঁর ওজুর পানি এগিয়ে দেওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন। একবার মায়মূনার ঘরে তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি 'আবদুল্লাহর মাথা ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন।[২০০] এ সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: نَامَ الغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী মায়মূনা বিনতি হারেস (রা.)-এর ঘরে কখনো ঘুমিয়ে পড়তাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) এশার নামায পড়ে ঘরে ফিরে চার রাক'আত নামায পড়েন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে মায়মূনা (রা.) কে বললেন, বালকটি ঘুমিয়ে পড়েছে, বা এরকম কিছু বললেন। তারপর নামাযে দাঁড়ালেন আর আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। তিনি পাঁচ রাক'আত এবং পরে দু রাক'আত নামায পড়ে শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি ফজরের নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন।[২০১]

একবার রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওজুর পানি এগিয়ে দিলে তিনি 'আবদুল্লাহর জন্য দুয়া করেন এই বলে: হে আল্লাহ্‌! তাকে দীনের ফকীহ বানিয়ে দাও, তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যা পদ্ধতি শেখাও।[২০২]

---

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
২০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
২০১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল 'ইল্‌ম, বাবুস সিমরি ফিল-ইল্‌ম, খণ্ড-১, পৃ. ৩৪, হাদীস নং-১১৭
২০২. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সময় 'আবদুল্লাহর বয়স মাত্র তেরো বছর। এর সোয়া দুই বছর পর প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা.) তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্যে ও তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে বড়ো বড়ো সাহাবীদের সাথে বসার অনুমতি দিতেন। বদরী সাহাবীদের সাথেও বসার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়। মুহাদ্দিস ইব্ন 'আবদিল বার (রহ.) বলেন, 'উমার ইব্ন 'আব্বাসকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সান্নিধ্য দান করতেন।[২০৩]

৪.৪.৫. হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.)

তাঁর নাম 'আবদুল্লাহ, পিতা মাস'উদ, কুনিয়াত আবু 'আবদির রহমান ও ইব্ন উম্মু 'আবদ, মাতার নাম উম্মু 'আবদ। অল্প বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়ের একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি এরকম:

তাঁর গোত্রে যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, সে সম্পর্কে নানা খবর এ কিশোর ছেলে সব সময় শুনতেন। তবে অল্প বয়স এবং বেশীরভাগ সময় মক্কার সমাজ জীবন থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সে সম্পর্কে তিনি গুরুত্ব দিতেন না। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে উঠে উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন।

একদিন এ কিশোর ছেলেটি দেখতে পেল, দুজন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন এত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত যে, তাঁদের ঠোঁট ও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দুটি সালাম জানিয়ে বললেন, বৎস! এ ছাগলগুলো থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদের দাও। আমরা পান করে পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নেই।

ছেলেটি বললো, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলো তো আমার নয়। আমি এগুলোর রাখাল ও আমানতদার মাত্র। লোক দুটি তাঁর কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাঁদের মুখমণ্ডলে এক উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠল। তাঁদের একজন আবার বললেন, তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি। ছেলেটি নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলো। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেললেন এবং 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখে মনে মনে বলল, কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন একটি ছোট ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে ওঠে এবং প্রচুর পরিমাণ দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নীচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং ছেলেটিকেও তাঁদের সাথে পান করালেন। ইব্ন মাস'উদ বলেন, আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সে পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে

---

২০৩. প্রাগুক্ত।

বললেন, 'চুপসে যাও।' আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল। তারপর আমি সে পুণ্যবান লোকটিকে অনুরোধ করলাম, আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তা আমাকে শিখিয়ে দিন। বললেন, তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক।[২০৪]

ইসলামের সাথে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের পরিচিতির এটিই হলো প্রথম কাহিনী। এ মহাপুণ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.), আর তাঁর সঙ্গীটি ছিলেন আবূ বকর (রা.)। কুরাইশদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য এ সময় তাঁরা মক্কার নির্জন গিরিপথসমূহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীকে যেমন ছেলেটির ভালো লেগেছিল তেমনি তাঁদের কাছেও ছেলেটির আচরণ, আমানতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[২০৫]

এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পর 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন খাদিম হিসেবে উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও তাঁকে খাদিম হিসেবে নিয়োগ করেন। সেদিন থেকে এ সৌভাগ্যবান বালক ছাগলের রাখালী থেকে সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম মানুষের খাদিমে পরিণত হন।

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ ছায়ার মত নিজের মনিবকে অনুসরণ করেন। সফরে বা ইকামতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমালে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাওয়ার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতা খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। তিনি যখন হুজরায় অবস্থান করতেন তখনও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে যখনই ইচ্ছা তাঁর কামরায় প্রবেশ এবং কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংকোচ না করে তাঁর সব বিষয় অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'সাহিবুস সির' বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সব গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হয়।[২০৬]

তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে আল-কুর'আন তেলাওয়াত করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে আল-কুর'আন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়– যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে– সে যেন ইব্ন উম্মু 'আবদের ('আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের) পাঠের অনুসরণে আল-কুর'আন পাঠ করে।[২০৭]'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর জন্য এ গৌরবটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর তিনিই ভূ-পৃষ্ঠের প্রথম মুসলিম যিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের মাঝে আল-কুর'আন পাঠ করেছিলেন।

---

২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
২০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
২০৬. প্রাগুক্ত।
২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীরা একদিন মক্কায় একত্রিত হলেন। তাঁরা তখন সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! প্রকাশ্যে আল-কুর'আন তেলাওয়াত করে কুরাইশদের কখনো শোনানো হয়নি। তাদেরকে আল-কুর'আন শোনাতে পারবে এমন কে আছে? 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বললেন, আমিই তাদেরকে শোনাবো। অন্যরা বললেন, তোমার ব্যাপারে আমাদের ভয় হচ্ছে। আমরা এমন এক ব্যক্তিকে চাই, যার লোকজন আছে, কুরাইশরা তার ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করতে চাইলে তারা তখন বাধা দিতে পারবে। ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। আল্লাহ্‌ আমাকে হেফাযত করবেন। একথা বলে তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন এবং মধ্যাহ্নের কিছু আগে মাকামে ইবরাহীমে এসে পৌঁছলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে জোরে জোরে তেলাওয়াত শুরু করলেন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।' আর-রহমানু 'আল্লামাল কুর'আন, খলাকল ইনসানা 'আল্লামাহুল বায়ান.....।

তিনি তেলাওয়াত করে যেতে লাগলেন। কুরাইশরা শুনে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করল। তারপর একে অপরকে প্রশ্ন করল, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ কী বলে? তার সর্বনাশ হোক! মুহাম্মাদ যা বলে তাই তো সে পাঠ করছে। তারা উঠে তাঁর দিকে ধেয়ে গেল এবং তাঁর মুখে নির্দয়ভাবে মারতে লাগল। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌ যতটুকু চাইলেন ততটুকু তিনি তেলাওয়াত করলেন। তারপর রক্তাক্ত দেহে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা বললেন, আমরা এরই আশঙ্কা করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র শত্রুরা এখন আমার কাছে অতি তুচ্ছ যা আগে ছিল না। আপনারা চাইলে আগামীকালও এমনটি করতে পারি। তাঁরা বললেন, না, যথেষ্ট হয়েছে। তাদের অপছন্দনীয় কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দিয়েছ।[২০৮]

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) ইসলামের বাণী কাফিরদের শুনিয়ে দিতে পিছপা হননি। অত্যাচারনির্যাতন সহ্য করার পর তাঁর ঈমান আরো বেড়েছে। তাঁর সেই কিশোর বয়সেই ইসলামের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার শিশুর জন্য আদর্শ।

৪.৪.৬. হযরত খুবাইব ইব্‌ন 'আদী (রা.)

খুবাইব ইব্‌ন 'আদী (রা.) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক সাহাবী। তিনি এক যুদ্ধে বন্দী হন এবং মক্কার কাফিরদের হাতে শহীদ হন। শাহাদাতের পূর্বে তিনি শত্রুদলের এক শিশুকে হাতের নাগালে পেয়েও প্রতিহিংসাপরায়ণ হননি, বরং ভালোবেসে শিশুটিকে কাছে টেনে নেন। এ ঘটনা থেকে শিশুদের প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

ঘটনাটি হাদীসে এভাবে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا..... فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ، وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) সারিয়াতু 'আইন প্রেরণ করলেন ... হযরত খুবাইব ইব্ন 'আদী শত্রুদের কাছে বন্দি ছিলেন। যখন তারা তাঁকে হত্যার নিদ্ধান্ত নিল, তিনি ক্ষৌরকর্ম সম্পাদনের জন্য হারেসের এক কন্যার কাছ থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। হারেসের কন্যা বলেন, খুবাইব (রা.) যখন ক্ষৌরকার্য করছেন তখন আমার একটি শিশুসন্তান খেলতে খেলতে তাঁর নিকট চলে যায়। তিনি শিশুটিকে আদর করে কোলে তুলে নিজের রানের ওপর বসান। খুব শিগগির যাকে শূলীকাষ্ঠে চড়ানো হবে এমন বন্দির হাতে ধারালো ক্ষুর এবং তাঁর কোলে নিজের সন্তান– এ দৃশ্য দেখে আমার অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে। আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বন্দি খুবাইব বললেন, তোমার ধারণা, এ শিশুকে হত্যা করে আমি আমার রক্তের বদলা নেবো। এমন কাজ কক্ষণো আমি করবো না। এমন চরিত্র আমাদের নয়। হারেসের কন্যা বলেন, আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো বন্দি আর কখনো দেখিনি। আমি তাঁকে এমন সময় আঙ্গুর খেতে দেখেছি যখন মক্কায় আঙ্গুরের বাগান ছিল না। তাছাড়া তিনি তো লোহার হাতকড়া অবস্থায় বন্দি ছিলেন। এ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা রিযিক।[২০৯]

৪.৪.৭. দুই আনসার কিশোর

এ দুই আনসার কিশোরের নাম ছিল মা'আয ইব্ন 'আমর ইব্ন জামূহ (রা.) ও মা'আয ইব্ন 'আফরা (রা.)। তাঁরা দুজনে একত্রে বদরের যুদ্ধে মক্কার কুরাইশ সর্দার আবূ জাহলকে হত্যা করেন– যে আবূ জাহল ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। রাসূলুল্লাহ (সা.)-সহ অন্যান্য সাহাবীদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে তাঁদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। উক্ত দুই কিশোর কর্তৃক আবু জাহলের হত্যার ঘটনাটি নিম্নরূপ:

'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ মোড় নিয়ে দেখি, ডানে বাঁয়ে দুজন আনসার কিশোর। কোনো বয়স্ক না হয়ে তাঁরা কিশোর হওয়ায় আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তাদের একজন বলল, চাচা, আবূ জাহলকে একটু দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, ভাতিজা, তুমি তার কী করবে? সে বলল, আমি শুনেছি, আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালি দেয়। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি আবূ জাহলকে দেখতে পাই তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার

---

[২০৯]. *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল মুকাসসিরীন মিনাস সাহাবা, বাবু মুসনাদি আবি হুরায়রা, খণ্ড-১৩, পৃ. ৪৫৯, হাদীস নং-৮০৯৬

কাছ থেকে আলাদা হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যার মৃত্যু আগে লেখা হয়েছে, তার মৃত্যু না হয়। 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.) বলেন, এ কিশোরের কথা শুনে আমি অবাক হই। ইতোমধ্যে তাদের অন্যজনও আমাকে ইশারায় তার প্রতি নিবিষ্ট করে একই কথা বলে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি আবূ জাহলকে লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখে আনসার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ঐ দেখো তোমাদের শিকার, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। একথা শোনামাত্র আনসার কিশোরদ্বয় আবূ জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসে। তিনি কিশোর দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আবূ জাহলকে হত্যা করেছ? দুজনই বলল, আমি। তিনি বললেন, তোমরা কি নিজ নিজ তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না, মুছিনি। তিনি উভয়ের তলোয়ার দেখে বললেন, তোমরা দুজনেই তাকে হত্যা করেছ।[২১০]

কিশোর বয়সেই ইসলামের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকারের নমুনা শিশুকে ইসলামকে ভালোবাসতে আরো উদ্বুদ্ধ করবে। শিশুকে এসব কাহিনী শোনাতে হবে। ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি সাহাবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোও শিশুর সামনে থাকবে– যা শিশুর সঠিক চারিত্রিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

---

[২১০]. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের করণীয়

শিক্ষার আভিধানিক অর্থ পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষা অর্থ– শিক্ষাদান, প্রতিপালন, নির্দেশনা, সংস্কৃতি, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ, উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ চরিত্র গঠন। আল-কুর'আনের ভাষায়:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি (রাসূল) তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করেন আর তাদেরকে আল-কুর'আন ও হিকমত তথা সুন্নাহ শিক্ষা দেন; যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।[২১১]

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক H. Horne লেখেন,

শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে খোদার সঙ্গে উন্নতভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।[২১২]

কবি মিল্টন শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

Education is a continuous process through which mental physical and moral training is provided to new generation who also acquire their ideals and culture through it.

শিক্ষা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যাপক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবনের আদর্শ ও জীবনধারণের কলাকৌশল অর্জন করে থাকে।[২১৩]

শিক্ষার উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে শিশুদের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন উপযোগী সত্যিকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সে শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইসলামী দৃষ্টিকোণে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ সুশিক্ষায় বেড়ে ওঠা

---

২১১. আল-কুর'আন, ৬২:২

২১২. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪) পৃ. ৫

২১৩. *শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক ২০০৪* (ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৪) পৃ. ৩১৭

শিশুরাই পারে একটি নতুন সভ্যতা বিনির্মাণ করতে। পারে একটি কল্যাণমুখী সমাজ গড়তে। এ ক্ষেত্রে একটি চীনদেশীয় প্রবাদ স্মরণ করতে হয়:

তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাকো, তাহলে শস্যদানা বপণ করো; যদি দশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাকো, তাহলে বৃক্ষরোপণ করো এবং যদি এক হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাকো, তাহলে মানুষ রোপণ করো।[২১৪]

সুশিক্ষার মাধ্যমে এ 'মানবসম্পদ' রোপণ করা হয় এবং সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

আমাদের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নৈতিক শিক্ষার অন্তরায়। এ পরিবেশে চারিত্রিক শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করলেও শিশুদের চরিত্রে এর কোনো নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। পরিবার থেকে অর্জিত মূল্যবোধের বিপরীত শিক্ষা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। ফলে তাদের বিশ্বাস ও কর্মে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তাদের নৈতিকশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হতে থাকে। গোটা শিক্ষাজীবনে তারা বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করার ব্যাপক প্রশিক্ষণ লাভ করতে থাকে।

সুতরাং শিশুদেরকে আদর্শ চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে চাইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস ও কর্মের এ বৈপরীত্য দূর করতে হবে। বিশ্বাসের আলোকে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। চরিত্রবান শিশু তৈরীতে প্রয়োজন চরিত্র গঠনোপযোগী কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক শিক্ষিকার আদর্শ, অনুকরণীয় জীবনাচরণ, চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষার পরিবেশ, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ তৈরী। আর সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত ও পরিচালিত হবে উক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আশা করা যায় এমন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুরা শৈশবে ও কৈশোরে আদর্শ ও চরিত্রবান রূপে বেড়ে উঠবে। শৈশবের দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি তাকে আদর্শ মানুষে পরিণত করবে।

শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে দীনী শিক্ষার কারিকুলাম থাকবে। আর যদি শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা শেষ করতে বাধ্য হয় তাহলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা দ্বীনী শিক্ষার তালীম দিতে হবে, যাতে জীবনের প্রতিটি পর্যায় সাফল্যের সাথে উতরে যেতে পারে।

৪.৫.১. শিশুর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা হয়েছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করলে আশা করা যায় শিশু সচ্চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে। নিম্নে আমরা সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে চাই।

---

২১৪. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

ক. মানুষকে আল্লাহ্‌র সত্যিকার বান্দা হিসেবে তৈরী করা।

খ. তাওহীদ, রেসালাত, আখিরাত তথা ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানার্জন করা। আল-কুর'আনের ভাষায়:

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

মুমিনদের একটি দল কেন বেরিয়ে আসে না? যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে ও ফিরে গিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[২১৫]

গ. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আল-কুর'আনের ভাষায়:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ --- وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

এ জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটি একটি খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র, আর পরস্পরে গৌরব এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা মাত্র।.....বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। যেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তোষ।[২১৬]

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলাকে মানুষের অভিভাবক মেনে নেওয়া এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন হওয়া উচিত জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যউদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فاعلموا ان الله مولكم نعم المولى ونعم النصير

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক; অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হিসেবে তিনি কতইনা উত্তম।[২১৭]

ঙ. আল-কুর'আন ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানার্জন এবং পরিশুদ্ধ চরিত্র গঠন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আল-কুর'আনের ভাষায়:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি (রাসূল) তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করেন আর তাদেরকে আল-কুর'আন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন; যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।[২১৮]

---

[২১৫] . আল-কুর'আন, ৯ :১২২
[২১৬] . আল-কুর'আন, ৫৭:২০
[২১৭] . আল-কুর'আন, ৮:৪০
[২১৮] . আল-কুর'আন, ৬২:২

চ. দেশ পরিচালনার দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জন করা জ্ঞানার্জনের আরেকটি উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের জন্য তালূত নামক বাদশাহকে মনোনীত করেছিলেন, যিনি ছিলেন জ্ঞানে সমৃদ্ধ। সূরা বাক্বারায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

(নবী জবাব দিলেন) আল্লাহ্ তোমাদের বদলে তাকেই বাছাই করেছেন, তাকে জ্ঞান ও শারীরিক উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট যোগ্যতা দান করেছেন।[২১৯]

ছ. প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়া খেল-তামাশার জায়গা, মনভুলানো সামগ্রীতে ভরপুর। আখিরাতের সফলতাই হচ্ছে প্রকৃত সফলতা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ

ভালো করে জেনে রাখ যে, দুনিয়ার এ জীবনটা খেল-তামাশা, মনভোলানোর উপকরণ, সাজসজ্জা, তোমাদের একে অপরের ওপর গর্ব করা এবং ধনে জনে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ এরকম– যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, এর ফলে যে গাছগাছড়া জন্মাল তা চাষীকে খুশী করে দিল। তারপর ঐ ফসল পরিপক্ক হল এবং তোমরা দেখলে যে তা হলদে হয়ে গেল। তারপর তা র্ভষিতে পরিণত হয়ে যায়। এর বিপরীত হলো আখিরাত– যেখানে রয়েছে একদিকে কঠিন আযাব, অপরদিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটি ছলনাময় জীবিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২২০]

জ. সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে বাধা দান করা শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য। যারা এ কাজ করবে আল-কুর'আনে তাদেরকেই উত্তম জাতি বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

তোমরাই উত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন।[২২১]

---

২১৯. আল-কুর'আন: ২:২৪৭

২২০. আল-কুর'আন, ৫৭:২০

২২১. আল-কুর'আন, ৩:১১০

ঝ. একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য। হাদীসে এসেছে:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মানুষেরা তোমাদের কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য আসবে। তারা আসলে তাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিও।[২২২]

৪.৫.২. শিশুর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য:

শিশুর সুষ্ঠু চারিত্রিক বিকাশে একটি উত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাকিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. শিক্ষাব্যবস্থা হবে এমন যা দ্বারা শিশুর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের সফলতা নিশ্চিত হয়। আল-কুর'আনেও আল্লাহ্ আমাদের এভাবেই দু'আ করতে শিখিয়েছেন:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর তাদের মধ্যে কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও মঙ্গল দান করো, আখিরাতেও মঙ্গল দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও।[২২৩]

খ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম ও পাঠ্যবই হবে সৎচরিত্র বান্ধব। এ শিক্ষা তাকে আল্লাহ্কে চিনতে এবং আল্লাহ্, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকুলের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে।

ঘ. কুরআন শিক্ষা ও বুঝা বাধ্যতামূলক থাকবে ও ইসলামের শিক্ষা দর্শন ও চেতনাকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরা হবে।

গ. অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ভোগবিলাসের শিক্ষা নয়, পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার স্বপ্ন জাগানো।

ঙ. প্রচলিত সার্বজনীন শিক্ষানীতির মাঝে সার্বজনীন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজ করা।

চ. পাঠদান পদ্ধতি, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও শিক্ষা উপকরণ হবে আনন্দদায়ক, শিক্ষামূলক ও প্রায়োগিক।

ছ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ হবে ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতা বান্ধব অথচ মনোরম। শিশুরা একটু বড় হলেই ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থাপনা। শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও থাকবে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থাপনা।

জ. শিক্ষকগণ তাদের ব্যক্তিজীবনেও ইসলামের অনুশীলন করবে, যাতে তারা শিশুর জন্য আদর্শ হতে পারে।

---

[২২২]. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল 'ইলম, খণ্ড-৪, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং-২৬৫০

[২২৩] আল-কুর'আন, ২:২০১

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে সে নিম্নোক্ত যোগ্যতাগুলোর অধিকারী হয়:

ক. মানব সমাজকে সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা অর্জন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

لقدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি; সে সাথে তাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।[২২৪]

খ. সমকালীন সব যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন। আল-কুর'আনের বাণী:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

নবী জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তোমাদের মোকাবেলায় তাকেই নবী মনোনীত করেছেন এবং তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় ধরনের যোগ্যতা ব্যাপক হারে দান করেছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করার ইখতিয়ার রাখেন; আল্লাহ্ অত্যন্ত ব্যাপকতার অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞানসীমার মধ্যে রয়েছে।[২২৫]

গ. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহ্র পুরস্কারের যোগ্য হওয়া। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ

কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বলল, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য তো আল্লাহ্র পুরস্কারই উত্তম এবং ধৈর্য্যশীল ব্যতীত এটি কেউ পাবে না।[২২৬]

মোট কথা, নৈতিকতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে সত্যিকার মানুষ হিসেবে তৈরী হওয়াই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর শিশুদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তাদের সত্যিকার চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব।

---

[২২৪] . আল-কুর'আন, ৫৭:২৫

[২২৫] . আল-কুর'আন, ২:২৪৭

[২২৬] . আল-কুর'আন, ২৮:৮০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সমাজ ও এনজিওর করণীয়

মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে সুসভ্য হয়ে চলাফেরা করে, তাই একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠার শুরুতেই তাকে সঠিক পথে বিকশিত করার বা হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের জন্য সমাজের করণীয় কিছু প্রস্তাবনা নিম্নে দেওয়া হলো:

৪.৬.১. শিশুকে সৎ সঙ্গ দান

সমাজে শিশুকে সৎসঙ্গ দান খুবই জরুরী। সমাজপতিদের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরী করে দেওয়া। ইসলাম শিশুসন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। শিশুদেরকে অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে উত্তম সাহচর্য দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে: ১. ঘরে উত্তম সাহচর্য ২. বিদ্যালয়ে উত্তম সাহচর্য এবং ৩. পাড়াপ্রতিবেশীর উত্তম সাহচর্য দান।

মানবশিশু সাধারণত শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বিপথগামী হয়। শয়তান তাকে অসৎসঙ্গ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন মানুষ এ ব্যাপারে আফসোস করবে। তারা বলবে,

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولا

হায় দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছানোর পর; আর শয়তান তো মানুষের সাথে বিরাট প্রতারণাকারী।[২২৭]

কিন্তু সেদিন শয়তান এ দায়ভার নেবে না। আল-কুর'আনের ভাষায়:

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ

তার সহচর শয়তান সেদিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে আপনার অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি, বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে।[২২৮]

অপরদিকে সৎ ও মুত্তাকী বন্ধু নির্বাচনের সুফল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ

সেদিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, শুধু ব্যতিক্রম হবে মুত্তাকীরা।[২২৯]

---

[২২৭]. আল-কুর'আন, ২৫:২৮-২৯

[২২৮]. আল-কুর'আন, ৫০:২৭

[২২৯]. আল-কুর'আন, ৪৩:৬৭

মুত্তাকীরা তাদের বন্ধু থেকে বিমুখ হবে না। কাজেই শিশুর উচিত সৎ সঙ্গে থাকা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসরণ করে, কাজেই তোমরা কাউকে জানতে চাইলে তার বন্ধুদের দেখো।[২৩০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ভালো সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে, আতরবিক্রেতা ও হাপরচালকের মত। আতর বিক্রেতা তোমাকে আতর উপহার দেবে, তার থেকে তুমি আতর কিনেও নিতে পারবে কিংবা অন্তত আতরের সুঘ্রাণ তো তোমার নাকে এমনিতেই প্রবেশ করবে। কিন্তু হাপরচালকের চুলার আগুনের ছটা তোমার শরীর ও কাপড় পোড়াবে অথবা উৎকট পোড়া গন্ধ তোমাকে বিব্রত করবে।[২৩১]

আরেকটি হাদীস এরকম:

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ،

হযরত যির ইব্ন হুবাইশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষ যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন তার সাথে থাকবে।[২৩২]

কাজেই আমাদের উচিত সন্তানের জন্য উত্তম বন্ধু নির্বাচন করে দেওয়া যাতে শিশু সমাজে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৪.৬.২. শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ

শিশু আল্লাহ্‌র দান। ফুলের মত নির্মল। নির্মোহ ও নিরপরাধ। ফুল ও শিশুকে যারা ভালোবাসে না তারা অমানুষ অথবা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। শিশুরা আমাদের স্বপ্ন। আশাআকাঙ্ক্ষা। দেশ, জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিকার প্রয়োজন। শিশু-কিশোরদের কল্যাণে জাতিসংঘের গৃহীত সিদ্ধান্তের

---

২৩০. সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্‌দ, খণ্ড-৪, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং- ২৩৭৮

২৩১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল বুয়ু', বাবুন ফিল 'আত্তারি ওয়া বায়'ইল মিসকি, খণ্ড-৩, পৃ. ৬৩, হাদীস নং- ২১০১

২৩২. *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুদ দা'ওয়াত, বাবুন ফী ফাদলিত তাওবাতি ওয়াল ইসতিগফারি ওয়া মা যাকারা মিন রাহমাতিল্লাহি বি'ইবাদিহি, খণ্ড-৫, পৃ. ৪৩৬, হাদীস নং- ৩৫৩৫

পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরী। অপরদিকে এক শ্রেণীর মানসিক বিকারগ্রস্ত মা-বাবা অথবা আত্মীয়স্বজন দ্বারা শিশু যাতে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে মারা না যায় সে ব্যাপারে কঠোর নজরদারি করা দরকার। এ ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোদৈহিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের যত্নবান হতে হবে। বিকারগ্রস্ত মায়ের হাতে নিহত শিশুরা যে দেশ ও জাতির জন্য বড়ো কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হতো না– তা কে বলবে? নিষ্ঠুরতার শিকার নয়, শিশুদের বিকশিত হতে দিতে হবে। সুন্দর স্বপ্ন দেখাতে সহায়তা করতে হবে আমাদেরই।

আল-কুর'আনে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা তথা শিশু হত্যার কঠোর পরিণাম সম্পর্কে বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[২৩৩]

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে খুনের বদলে বা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিলো।[২৩৪]

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই যে, তোমাদের রব তোমাদের ওপর কী কী বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদের ও তাদের রিযক দেই। প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেও না। আল্লাহ্ মানুষের যে জীবনকে সম্মানের পাত্র সাব্যস্ত করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। এসব কথা মেনে চলার জন্যই তিনি তোমাদের হেদায়াত দিয়েছেন, হয়তো তোমরা বুঝে শুনে চলবে।[২৩৫]

---

[২৩৩] আল-কুর'আন, ৮১:৮-৯

[২৩৪] আল-কুর'আন, ৫:৩২

[২৩৫] আল-কুর'আন, ৬:১৫১

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

কোনো হক কায়েমের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস (হত্যার বিনিময়) দাবি করার অধিকার দিয়েছি, কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।[২৩৬]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً

কোনো মুমিনের জন্য এটা সাজে না যে, সে অপর মুমিনকে হত্যা করবে, তবে ভুলবশত হয়ে গেলে আলাদা কথা।[২৩৭]

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার বদলা হলো দোযখ, যেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার ওপর আল্লাহ্র গযব ও লা'নত পড়বে। আর তার জন্য আল্লাহ্ কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[২৩৮]

শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম খান বলেন, 'একটি শিশুকে অপহরণ করলে খুব সহজেই দাবি আদায় করা সম্ভব– এমন ভাবনা থেকে শিশু অপহরণ বা হত্যা হয়ে থাকে। এ সমস্যা সমাধানে অপরাধ কমাতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। আর দেশে শিশুশ্রম আছে বলে সেখানেও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। সবার সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন।'[২৩৯]

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা (বিএসইএইচআর) শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার কারণ হিসেবে সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়, বেকারত্ব, অনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব, অনলাইন প্রযুক্তির কু-প্রভাব, পর্নোগ্রাফির প্রসার, অনৈতিক জীবনযাপন, পাচার, বিরোধশত্রুতা, ব্যক্তি-স্বার্থপরতা, লোভ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি ইত্যাদিকে নির্ণয় করেছে। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে আরো জোরদার, স্কুল পর্যায়ে কাউন্সিলিং, আইনের সঠিক প্রয়োগ, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নৈতিক অবক্ষয় রোধে বিভিন্ন পর্যায়ে কাউন্সিলিং, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে আরো সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়ারও সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।[২৪০]

---

[২৩৬] আল-কুর'আন, ১৭:৩৩

[২৩৭] আল-কুর'আন, ৪:৯২

[২৩৮] আল-কুর'আন, ৪:৯৩

[২৩৯]. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা: ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১

[২৪০]. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ মে ২০১৬, পৃ. ১

মূলত মানুষের পাশবিকতার বহিঃপ্রকাশ তো একদিনে হয়নি। অপরাধ করে দিনের পর দিন অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিই মানুষের ভেতরে হতাশা তৈরী করেছে। অবক্ষয় যখন সমাজের সর্বত্র বিরাজ করে তখন এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে কেউই রেহাই পায় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচারহীনতার সংস্কৃতিই মূলত সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার জন্য দায়ী। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণেও শিশুরা নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের অপহরণ ও হত্যা করা হয় মুক্তিপণের জন্য। শিশু নির্যাতন রোধকল্পে কেউ যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সাহস না পায়, সেজন্য শিশু নির্যাতনকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৬.৩. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা

বর্তমানে সামাজিক বন্ধন ক্রমে শিথিল হচ্ছে। পাড়াপ্রতিবেশীর সুখেদুঃখে মানুষ আগের মতো আর এগিয়ে আসে না। একটি সময় ছিল যখন এক গ্রামে একজন মানুষ মারা গেলে কয়েক গ্রামের মানুষ খবর পেয়ে আসত এবং মৃতের আত্মীয়স্বজনের সাথে শোকে একাত্ম হতো। আবার কারো গাছে ফল হলে সে পাড়াপ্রতিবেশীর ঘরে তা বিলাতো। সবখানে সুন্দর একটি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করত। তাই আমাদের উচিত এ সামাজিক বন্ধন পুনরায় দৃঢ় করা– যেখানে শিশু একটি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠবে, তার সুষ্ঠু চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব হবে।

পরিবারের গণ্ডি পেরিয়েই মানুষ যার সাথে ঘনিষ্ঠ হয় সে হচ্ছে প্রতিবেশী। একটি শান্তিময় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করতে চাইলে প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে চমৎকার সম্পর্ক রক্ষার তাগিদ দিয়েছে। প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক কাজ থেকে বিরত থাকা ও তাদের অধিকারসমূহ যথাযথ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। আল-কুর'আনের বাণী:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا

আর উপাসনা করো আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতামাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।[২৪১]

হাদীস বলা হয়েছে: কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক মাত্র একটি, কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দুটি, কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোনো আত্মীয়তা নেই। দুই হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা প্রতিবেশী ও মুসলমান এবং সে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে।[২৪২]

---

২৪১. আল-কুর'আন, ৪:৩৬

২৪২ . *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকার আদায় ও তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। হাদীসে প্রতিবেশীর হক আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন, এমনকি আমার মনে হলো হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।[২৪৩]

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত। প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করা এবং তাকে কষ্ট না দেওয়াই মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্বসূলভ সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যাধিক।

হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[২৪৪]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া গর্হিত অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

হযরত আবূ শুরাইহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।[২৪৫]

---

[২৪৩] . *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৯৬, হাদীস নং- ১৯৪২

[২৪৪] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, খণ্ড-৮, পৃ. ১১, হাদীস নং- ৬০১৮

[২৪৫] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, খণ্ড-৮, পৃ. ১০, হাদীস নং-৬০১৬

প্রতিবেশী যাতে সবসময় নিরাপদ ও শান্তিতে থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিবেশীর নিরাপত্তাকে নিজের নিরাপত্তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমার কোনো আচরণ বা কাজে প্রতিবেশী যেন কষ্ট না পায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সে ব্যক্তি মুমিন, যার কাছে লোকেরা নিরাপদ, সে ব্যক্তি মুসলিম, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ, সে ব্যক্তি মুহাজির, যে খারাপ জিনিস ত্যাগ করে। আমার প্রাণ যার হাতে সে সত্তার শপথ করে বলছি, সে বান্দা বেহেশতে যেতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।[২৪৬]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ

হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলামে কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।[২৪৭] প্রতিবেশী কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হলে তাকে সব রকম সাহায্য সহায়তা দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্যে রত থাকেন, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।[২৪৮]

প্রতিবেশীকে খাবার প্রদান বা মেহমানদারী করা অপর প্রতিবেশীর বিশেষ দায়িত্ব । হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে দাও।[২৪৯]

---

[২৪৬] . *আল মুসনাদ*, কিতাবু বাকী মুসনাদিল মুকাসসিরীন, খণ্ড-২০, পৃ. ২৯, হাদীস নং-১২৫৬১

[২৪৭] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, খণ্ড-১, পৃ. ১১, হাদীস নং- ১১

[২৪৮] . *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা ওয়াল ইস্তিগফার, খণ্ড-৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস নং-২৬৯৯

[২৪৯]. *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, খণ্ড-৪, পৃ. ২০২৫, হাদীস নং-২৬২৫

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, এমনকি (বকরীর পায়ের একটি) ক্ষুর উপঢৌকন হলেও।[২৫০]

প্রতিবেশীকে সব সময় সম্মান করা উচিত। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, সাহায্য সহযোগিতাই শুধু নয় তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তাদের সম্মান ও ইজ্জত সংরক্ষণ করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানদের সমাদর করে।[২৫১]

প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাত হওয়া মাত্র সালাম ও কুশল বিনিময় হওয়া উচিত। পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টিতে এটি অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলামে কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি অপরকে খাবার খাওয়াবে এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।[২৫২]

কোনো প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা প্রতিবেশীর কর্তব্য। মৃতের সন্তানসন্ততির প্রতি সমবেদনা জানানো এবং খোঁজখবর নেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে:

---

[২৫০] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, খণ্ড-৩, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং-১৫৬৬

[২৫১] . *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, খণ্ড-১. পৃ. ৬৮, হাদীস নং-৪৭

[২৫২] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ইসতি'যান, খণ্ড-১, পৃ. ১২, হাদীস নং-১২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোনো মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হলো উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কিরাত সওয়াব পাবে।[২৫৩]

শুধু জানাযায় অংশগ্রহণ করা নয় বিপদাপদে উপকার করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে:

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالمِيَاثِرِ

হযরত বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রোগীর দেখাশুনা করতে, জানাযার সঙ্গে যেতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে, মাযলূমের সাহায্য করতে এবং কসম পুরা করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আর সোনার আংটি অথবা বালা ব্যবহার করতে, সাধারণ রেশমী কাপড় পরতে, মিহিন রেশমী কাপড়, রেশমী যিন ব্যবহার করতে এবং রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।[২৫৪]

প্রতিবেশীর অভাবঅনটনে খোঁজখবর নেওয়া এবং প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত হলে তার অভাব মোচন করা অপর প্রতিবেশীর জন্য কর্তব্য। প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলে তাকে খাদ্য দিতে হবে। এছাড়া এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে উপঢৌকন বিনিময় করা, বিপদাপদে সাহায্য করা, দোষত্রুটি গোপন রাখা, অসুস্থতায় শুশ্রূষা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, বিপদে দুঃখ প্রকাশ করা, প্রতিবেশীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীঘরের প্রতি খেয়াল রাখা, তার স্ত্রীর রক্ষণশীলতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকা, তার সন্তানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলা এবং তাকে দ্বীনের ব্যাপারে যা জানে না তা শিক্ষা দেওয়াই প্রতিবেশীর অধিকার। এছাড়াও সাধারণ মুসলমানদের যে অধিকার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও সে একই অধিকার প্রযোজ্য। প্রতিবেশী অভাবী, বিধবা, ইয়াতীম কিংবা বয়স্ক হলে তার অধিকার সে অনুপাতে আরো বেড়ে যায়।

---

[২৫৩] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, খণ্ড-১, পৃ. ১৮, হাদীস নং-৪৭

[২৫৪] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আশরিবাহ, খণ্ড-৮, পৃ. ৪৯, হাদীস নং- ৬২২২

সব মানুষ যদি প্রতিবেশীদের প্রতি তার দায়িত্বকর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকে, একজন আরেকজনের সেবায় সদা তৎপর থাকে তবে নিশ্চয়ই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণে দুনিয়ায় যেমন একটি শান্তিময় কল্যাণ সমাজ পাবে; আখিরাতেও পাবে একটি সাফল্যমণ্ডিত জীবন। এমন একটি সমাজেই শিশুর সঠিক চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব।

এগুলো একটি শিশুর জন্য সামাজিক শিক্ষা। একটি সমাজ যদি সুন্দর না হয় তাহলে শিশু সুন্দর গুণাবলীসম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং সমাজের দায়িত্বশীলবর্গের কর্তব্য হচ্ছে, সুন্দর সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করা– যেখানে একটি শিশুর সুষ্ঠু চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব হবে।

৪.৬.৪. সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা

আমাদের সমাজে দিন দিন সামাজিক মূল্যবোধ ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে। এক সময় শিশুরা সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠত। ছোটোরা বড়োদের শ্রদ্ধা করা, সালাম দেওয়া একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে পরিবেশ নেই। মূলত একটি সমাজ মানুষকে সভ্য বা অসভ্য করে গড়ে তোলে। সমাজে যখন সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ আচরণগুলোর চর্চা হতে থাকে তখন সমাজের শিশুরাও সে পরিবেশে বেড়ে ওঠে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো বিকশিত হয়। সমাজে সালামের প্রচলন করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন সূরা নূরে। তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম দেওয়া ছাড়া কখনো ঢুকবে না। এটি তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে , তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে।[২৫৫]

সমাজে সালামের প্রচলন করা এবং সমাজের মানুষকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

হযরত ‘আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে মানুষেরা! সালামের প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, রাতে নামায পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে; তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে।[২৫৬]

---

[২৫৫]. আল-কুর'আন, ২৪:২৭

[২৫৬]. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আত'ইমাহ, বাবু ইত'আমিত ত'আম, খণ্ড-২, পৃ. ১০৮৩, হাদীস নং-৩২৫১

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সালামের প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও, আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।[২৫৭]

লজ্জা নারীর ভূষণ। নারীর মধ্যে লজ্জা থাকবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে তা আর নেই। বিয়ে, সন্তান ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রকাশ করা নারীদের কাছে লজ্জার বিষয় ছিল। কিন্তু এখন এগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ হাদীসে লজ্জাকে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঈমানের ষাটটিরও বেশী শাখা রয়েছে, আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[২৫৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে, আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[২৫৯]

হাদীসে বলা হয়েছে, লজ্জা একটি কল্যাণকর গুণ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

হযরত ‘ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।[২৬০]

তাই আমাদের সামাজিক মূল্যবোধগুলো জাগ্রত করতে হবে– যাতে শিশুর সঠিক চারিত্রিক বিকাশ সুসম্পন্ন হয়।

---

[২৫৭]. *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল আত‘ইমাহ, বাবু ইত‘আমিত ত‘আম, খণ্ড-২, পৃ. ১০৮৩, হাদীস নং-৩২৫২

[২৫৮] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু উমূরিল ঈমান, খণ্ড-১, পৃ. ১১, হাদীস নং-৯

[২৫৯] *আস সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু শু‘আবিল ঈমান, খণ্ড-১, পৃ. ৬৩, হাদীস নং-৩৫

[২৬০] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবুল হায়া, খণ্ড-৮, পৃ. ২৯, হাদীস নং-৬১১৭

৪.৬.৫. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিহত করা

আমাদের সমাজের একটি ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আমাদের শিশুরা দেশীয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মূলত সিনেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের কোনো সমস্যা বা মূল্যবোধ তুলে ধরা যাতে মানুষ সচেতন হয় এবং তাদের মাঝে মননশীল চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে সিনেমার মূল উপজীব্য হচ্ছে অশ্লীল প্রেম– যা একটি শিশুর চরিত্র ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তাই এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে শিশু তথা সবাইকে রক্ষা করার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা প্রয়োজন।

৪.৬.৬. সমাজে ধর্মের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা

আমাদের সমাজে ধর্মের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি সময় ছিল যখন সমাজে ধর্মের গুরুত্ব ছিল। আমাদের সমাজে মেয়েরা পর্দা মেনে চলত। গ্রামে কেউ রোযা না রাখলে তার সামাজিক বিচার হতো। গ্রামে প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ওয়ায মাহফিল হতো। সুন্দর একটি ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করত সবখানে। কিন্তু বর্তমানে এমন পরিবেশ অনেকটাই অনুপস্থিত। সমাজে এ ধর্মীয় রেওয়াযগুলো আবার যেন গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে সবাইকে যত্নবান হতে হবে– যা শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪.৬.৭. সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায় দূর করা

একটি শিশু সমাজ থেকে সব কিছু শেখে। তাই সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায় দূর করা প্রয়োজন। সমাজের অন্যায়ের বড়ো বড়ো হোতারা অন্যায় করার সময় তাদের পূর্বপুরুষ এবং আল্লাহ্‌র দোহাই দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ মূলত এমন আদেশ দেন না। তিনি বলেছেন,

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

এসব লোক যখন কোনো লজ্জাকর কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসব করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ই আমাদের এসব করার হুকুম করেছেন। হে রাসূল! তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ কখনো অশ্লীলতার আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এমন কথা বলছ, যা তোমরা জানো না?[২৬১]

যারা সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে চায় আল-কুর'আন তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলেছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াক, দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে; আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জানো না।[২৬২]

---

[২৬১] আল-কুর'আন, ৭:২৮

[২৬২] আল-কুর'আন, ২৪:১৯

মূলত আল্লাহ্ সমাজে সব ধরনের অশ্লীলতার প্রসার নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

হে রাসূল! তাদেরকে বলুন, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাহলো: প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব লজ্জাকর ও অশ্লীল কাজ, গুনাহের কাজ ও অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ্র সাথে এমন কিছুকে শরীক করা যে বিষয়ে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না।[২৬৩]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেও না।[২৬৪]

শয়তান মানুষকে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে আদেশ দেয়, কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। সে তোমাদের হুকুম দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের আর আল্লাহ্র নাম নিয়ে এমন কথা বলার যা তোমরা জানো না।[২৬৫]

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা ও দয়া করার ভরসা দেন, আল্লাহ্ বড়োই উদার ও জ্ঞানী।[২৬৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; যদি কেউ তার পদচিহ্ন ধরে চলে তাহলে সে তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই হুকুম দেবে।[২৬৭]

মূলত আল্লাহ্ মন্দ কথা মুখে আনাও পছন্দ করেন না। তিনি সূরা নিসায় বলেছেন,

---

[২৬৩] আল-কুর'আন, ৭:৩৩
[২৬৪] আল-কুর'আন, ৬:১৫১
[২৬৫] আল-কুর'আন, ২:১৬৮-১৬৯
[২৬৬] আল-কুর'আন, ২:২৬৮
[২৬৭] আল-কুর'আন, ২৪:২১

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

আল্লাহ্ মন্দ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না।[২৬৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি, সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায় দূর করা প্রয়োজন। একটি কল্যাণ সমাজ গড়তে চাইলে এর বিকল্প নেই। আর কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাবে না। তাহলে সে আমাদের বিভ্রান্ত করে অশ্লীলতায় লিপ্ত করবে– যা একটি শিশুর চারিত্রিক বিকাশে কখনোই কাম্য নয়।

৪.৬.৮. সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা

শিশুর সুষ্ঠু চারিত্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি ন্যায় ইনসাফে পরিপূর্ণ সমাজ। যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের অন্যায় অবিচার। যেখানে সৎ কাজের আদেশ দানের জন্য একটি দল থাকবে, যারা মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সমাজ থেকে মন্দও প্রতিহত করবে। সমাজে এমন একটি দল থাকা উচিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে; যারা এ কাজ করবে তারাই সফলকাম।[২৬৯]

যারা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে তাদেরই উত্তম জাতি বলা হয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই উত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন।[২৭০]

একটি ইসলামী সমাজের চিত্রই এমন যে, সেখানে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করার জন্য একটি দল থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুমিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের হুকুম দেয়, মন্দ কাজে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, আল্লাহ্ অচিরেই যাদের ওপর রহম করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৭১]

---

[২৬৮] আল-কুর'আন, ৪:১৪৮
[২৬৯] আল-কুর'আন, ৩:১০৪
[২৭০] আল-কুর'আন, ৩:১১০

আল-কুর'আনে বনী ইসরাঈলের কাফিরদের হযরত দাউদ ও ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। কারণ তারা সমাজের লোকদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখত না। আল্লাহ্ বলেছেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর দাউদ ও ঈসা ইবনে মারিয়ামের মুখ দিয়ে লানত করা হয়েছে, কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল ও সীমা লংঘন করেছিল। তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বারণ করা বাদ দিয়েছিল। এরা যা করছিল তা বড়োই মন্দ।[২৭২]

সমাজে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করার জন্য একটি দল না থাকলে আল্লাহ্ সে সমাজকে ধ্বংস করে দেন। তিনি বলেছেন,

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

যখন তাদের একদল অন্যদলকে বলেছিল, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠিন আযাব দেবেন তাদের তোমরা কেন নসীহত করো? তখন তারা জবাবে বলল, আমরা এসব তোমাদের রবের কাছে আমাদের ওযর পেশ করার জন্য করছি এবং এ আশায় করছি যে, তারা নাফরমানী করা থেকে বেঁচে থাকবে। অবশেষে যখন তারা ঐ হেদায়াতকে একেবারেই ভুলে গেল, যা তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন আমি ঐসব লোককে রক্ষা করলাম, যারা বদ কাজ থেকে নিষেধ করত। আর বাকী সব লোক যারা যালিম ছিল, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম।[২৭৩]

তাই আমরা বলতে পারি, সমাজে ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ চালু থাকলে সে সমাজ হবে সুষ্ঠু-সুন্দর– যেখানে শিশুর চারিত্রিক বিকাশ হবে তরান্বিত। কারণ সে সমাজে শিশু সর্বদা ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হবে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকবে। তাই তাকে কষ্ট করে উল্টো স্রোতে চলতে হবে না। সমাজ চলবে একটি সঠিক নিয়মে আর শিশুও তাতে বেড়ে উঠবে নির্বিঘ্নে।

৪.৬.৯. সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করা

সমাজের মানুষেরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মসজিদে সবাই মিলে একত্রে নামায আদায়ের মাধ্যমে পরস্পরে হৃদ্যতা বাড়ে, ভাতৃবন্ধন দৃঢ় হয়। একে অপরের

---

[২৭১] আল-কুর'আন, ৯:৭১

[২৭২] আল-কুর'আন, ৫:৭৮-৭৯

[২৭৩] আল-কুর'আন, ৭:১৬৪-১৬৫

খোঁজ নেওয়া যায় এবং সুখেদুঃখে সাথী হওয়া যায়। শিশুকেও নামাযে অভ্যস্ত করতে হবে যাতে সে সমাজে সবার সাথে মিশতে পারে– তার চারিত্রিক বিকাশ সাধিত হয়। নামায সমাজ থেকে সব প্রকার অন্যায় অশ্লীলতা দূর করে একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করে। আল-কুর'আনে এমনটিই বলা হয়েছে:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

হে নবী! আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তিলাওয়াত করুন আর নামায কায়েম করুন, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহ্‌র যিকির এর চেয়েও বড়ো জিনিস। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্‌ তা জানেন।[২৭৪]

৪.৬.১০. ইয়াতীম শিশুর প্রতি সদয় হওয়া

ইয়াতীমগণ সমাজের অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল শ্রেণী। তাদের দেখাশুনা ও লালনপালনের কেউ নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাই ইয়াতীমের অভিভাবক হিসেবে সমাজের সচ্ছল ও সক্ষম শ্রেণীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। ব্যয়ের অন্যতম খাত হিসেবে যেমন ইয়াতীমকে নির্দিষ্ট করেছেন তেমনি ইয়াতীম লালনপালনের বিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই (আল্লাহ্‌র) মহব্বতে আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রার্থী ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য।[২৭৫]

আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে তারা কী খরচ করবে? আপনি বলে দিন, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় করো, তা হবে পিতামাতার জন্য, আত্মীয়স্বজনের জন্য, ইয়াতীমের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য।[২৭৬]

হাদীসে ইয়াতীমকে খাবার ও পানীয় দান এবং সহানুভূতি প্রর্দশনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

হাদীসের ভাষায়:

---

[২৭৪] আল-কুর'আন, ২৯:৪৫

[২৭৫] . আল-কুর'আন, ২:১৭৭

[২৭৬]. আল-কুর'আন, ২:২১৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ لَهُ.

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য থেকে কোনো ইয়াতীমকে নিজ খাবার ও পানীয়ের প্রতি টেনে আনে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে ক্ষমার অযোগ্য কোনো গুনাহ্ করে।[২৭৭]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতীমকে খাওয়ায় ও পান করায় আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে জান্নাত দেবেন, যদি না সে শির্ক করে। হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে:

আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমের অধিকার সংরক্ষণ করা ও প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন:

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল দিয়ে দাও এবং খারাপ মালকে ভালো মালের সাথে বিনিময় করো না। নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে তাদের মাল খেও না। নিশ্চয়ই এটি বড়ো মন্দ কাজ।[২৭৮]

এ ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

ইয়াতীমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড়ো হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।[২৭৯]

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়াতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোনো ইয়াতিম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোনো ইয়াতীম রয়েছে, কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়।[২৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ

---

[২৭৭] . *সুনানুত্ তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৮৪, হাদীস নং-১৯১৭

[২৭৮]. আল-কুর'আন, ৪:২

[২৭৯]. আল-কুর'আন, ৪:৬

[২৮০] . হযরত মাওঃ মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬১

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিজ অন্তরের কঠোরতার বিষয়ে আলোচনা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাবার দাও।[২৮১]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। রাবী বলেন, আমার ধারণা, তিনি এ কথাও বলেছেন, সে অবিরাম নামায আদায়কারী ও এমন রোযাদার ব্যক্তির সমতুল্য যে কখনো রোযা ভাঙ্গে না।[২৮২]

ইয়াতীমরা সমাজের অত্যন্ত দুর্বল শ্রেণী। ইয়াতীমকে কষ্ট দেওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা বা কৌশলে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করার কঠিন শাস্তি আল-কুর'আনে বর্ণনা করা হয়েছে। আল-কুর'আনের ভাষায়:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে এবং তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।[২৮৩]

ইয়াতীমের অধিকার সংরক্ষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণ, লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মসংস্থান করা প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ কর্তব্য। পারলৌকিক জীবনে সফলতার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একজন করে হলেও একটি ইয়াতীমের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সচ্ছল পরিবার যদি একজন ইয়াতীমের দেখাশুনা করে, প্রাত্যহিক খরচ দেয় ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে (যাকাতের টাকা এ খাতে ব্যবহার করা যেতে পারে) তাহলে সমাজে একজনের ওপর চাপ পড়ে না। এ ভাবে কোনো একটি পরিবারে একজন ইয়াতীমও যদি পড়াশুনা করে বা কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে তাহলে একটি ইয়াতীম পরিবারকে আর কারো মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। তখন সমাজের এ দুর্বল শ্রেণী সচ্ছল পরিবারে পরিণত হবে।

---

[২৮১] . *আল মুসনাদ*, কিতাবু বাকী মুসনাদিল মুকাসসিরীন, খণ্ড-৪, পৃ. ৫৫৮, হাদীস নং-৯০১৮

[২৮২] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, খণ্ড-৮, পৃ. ৯, হাদীস নং-৬০০৭

[২৮৩] . আল-কুর'আন, ৪:১০

৪.৬.১১. ফকীর, মিসকীন, প্রার্থী, দুঃস্থ, অসুস্থ, অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত শিশুর প্রতি সদয় হওয়া

আমাদের সমাজে প্রচুর দুঃস্থ ও অসহায় শিশু রয়েছে– যাদের দুবেলা ঠিকমত অন্নও জোটে না। সমাজপতিদের দায়িত্ব হচ্ছে এদের মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন, বস্ত্রের সংস্থান করা। এসব শিশুর পুনর্বাসনের দায়িত্ব তাদেরই। আল-কুর'আন ও হাদীসে ছিন্নমূল, প্রার্থী, দুঃস্থ, অসুস্থ, অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত শিশুদের প্রতি সদয় হওয়ার ব্যাপারে বহু নির্দেশনা এসেছে। সাধারণভাবে ফকীর বা অভাবগ্রস্ত গরীবকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করতে উৎসাহিত করেছেন তাদের মধ্যে আমরা ছিন্নমূল পথশিশুদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

আল-কুর'আনের ভাষায়:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

যদি তোমাদের দানসাদকাগুলো প্রকাশ্যে করো তাহলে তাও ভালো। তবে যদি গোপনে ফকীরদের দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো। এভাবে তোমাদের অনেক গুনাহ্ নির্মূল হয়ে যায়। আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ্ অবশ্যই তা জানেন।[২৮৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক থেকে খাও এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে খাওয়াও।[২৮৫]

ছিন্নমূল পথশিশু ও সবধরণের দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো ও খরচ করা পারলৌকিক মুক্তির কারণ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ

হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ রাখে সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তাই করে। (অর্থাৎ দান যতই ক্ষুদ্র হোক তাকে খাটো করে দেখা যাবে না। সামান্য দানও কবুল হলে তা নাজাতের উসিলা হতে পারে।)[২৮৬]

---

[২৮৪] . আল-কুর'আন, ২:২৭১

[২৮৫] . আল-কুর'আন, ২২:২৮

[২৮৬] . *আস-সহীহ লি মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, খণ্ড-২, পৃ. ৭০৩, হাদীস নং-১০১৬

স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন ও বেড়ে ওঠা প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার। এ ক্ষেত্রে ধনীদের দায়িত্ব অনেক। ইসলাম ধনীদের প্রতি সেসব অর্পিত দায়িত্ব পালনের যথাযথ নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামের এ নির্দেশনা যথার্থভাবে পালিত হলেই শিশু অধিকার নিশ্চিত হবে।

ছিন্নমূল দরিদ্র শিশুকে খাবার দানে পরস্পরকে উৎসাহ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে আল-কুর'আন। যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে তারাই দরিদ্রদেরদের খাবারদানে উৎসাহিত করে না। আল-কুর'আনের ভাষায়:

وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

তারা (অবিশ্বাসীরা) মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।[২৮৭]

কোন অভাবী মিসকীনকে ক্ষুধার্ত দেখার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেওয়া মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আল-কুর'আনের ভাষায়:

ما سلككم فى سقر– قالوا لم نك من المصلين– ولم نك نطعم المسكين–

(অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করা হবে) কিসে তোমাদের দোযখে নিক্ষেপ করল ? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবীদের খাবার দিতাম না। [২৮৮]

মিসকীনদের অভাব দূরীকরণে চেষ্টারত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। রাবী বলেন, আমার ধারণা, তিনি এ কথাও বলেছেন, সে অবিরাম নামায আদায়কারী ও এমন রোযাদার ব্যক্তির সমতুল্য যে কখনো রোযা ভাঙ্গে না।[২৮৯]

উপরোল্লেখিত মিসকীনের মধ্যে ছিন্নমূল পথশিশু অন্তর্ভুক্ত।

---

[২৮৭] . আল-কুর'আন, ১০৭:৩

[২৮৮]. আল-কুর'আন, ৭৪:৪২-৪৪

[২৮৯] . *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, খণ্ড-৮, পৃ. ৯, হাদীস নং-৬০০৭

৪.৬.১২. শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সমাজের আরো কিছু করণীয়

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সমাজের আরো কিছু করণীয় নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. শিশুর চারিত্রিক বিকাশের সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন: আদর্শ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

খ. সমাজের কেন্দ্র যেহেতু মসজিদ এবং মসজিদই সব ভালোর উৎস, সেহেতু শিশুদের মসজিদমুখী করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন: শিশুদেরকে বিশুদ্ধভাবে আল-কুর'আন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি মসজিদে মক্তব ব্যবস্থা চালু করা।

গ. শিশুদের উপযোগী ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তাদেরকে আকর্ষণীয় পুরস্কার (যেমন: ইসলামী বই) প্রদান করা।

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে এনজিওসমূহের করণীয়

ইসলামী এনজিওসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: প্রি স্কুল সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, পথশিশুদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান,[২৯০] আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, মডেল মাদ্রাসা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দান, বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষা প্রকল্প পরিচালনা,[২৯১] ইয়াতীমদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং তাদেরকে লালনপালন, উত্তম বাসস্থান, ল্যাবরেটরি সুবিধা, শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র, বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া।[২৯২] রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সন্তান এবং অন্যান্য মুসলমান সন্তানদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সন্তানদের আল-কুর'আন ও দীনের জরুরী বিষয়সমূহ শিক্ষাদান ইত্যাদি।[২৯৩] ২৭৭ টি ইসলামী এনজিওর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি এনজিও উপরোক্ত কর্মসূচী আংশিকভাবে পালন করে থাকে। যা বিপুলসংখ্যক শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের জন্য খুবই অপ্রতুল। উপরোক্ত কর্মসূচী-সহ সব শিশুর সচ্চরিত্র গঠনে ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী ও পরিচালনা করা প্রয়োজন।

---

২৯০. *ঢাকা আহছানিয়া মিশন এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ২০০৮, পৃ. ৭

২৯১. *জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম*, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, আগস্ট, ২০০৯, পৃ. ৭

২৯২. *BROCHURE*, Muslim Aid Bangladesh, p. 5.

২৯৩. মুহাম্মাদ আ. কাদের আফসারুদ্দীন, *আল হায়আতুল ইসলামিয়্যা আল খাইরিয়্যা ফি বাংলাদেশ দিরাসাতান ওয়া তাকভীম*, ২০০৬, অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ২৮

আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিরাপত্তাবিধান, সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এনজিওসমূহের উদ্যোগে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দান

খ. অধিকারবঞ্চিত শিশুদের কারিগরি শিক্ষা প্রদান

গ. সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মা ও শিশুর জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা

ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসন

উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. শিক্ষা সরঞ্জামাদি ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

খ. ভালো রেজাল্টের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা

গ. শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ

ঘ. অসুস্থ, রোগগ্রস্তদের আর্থিক সুবিধা প্রদান

ঙ. মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান

ইয়াতীম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে উত্তম শিক্ষাদান ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা খুব জরুরী। দরিদ্র শিশুপরিবারকে আর্থিক সহায়তা দানের পাশাপাশি তাদেরকে দীনি চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের শিশুদের চরিত্র গঠনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

সব এনজিও বাধ্যতামূলকভাবে যদি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে নিশ্চিতভাবে একজন শিশুও তার শারিরীক, মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সরকারের করণীয়

সরকার জনগণের সেবক। জনগণের সেবা করার অন্যতম পদ্ধতি হলো, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের সার্বিক ব্যবস্থা করা। শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সরকারের কী কী করণীয় হতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৪.৭.১. শিশু অপরাধরোধে সরকারের ভূমিকা

শিশুর চারিত্রিক বিকাশ যথাযথ পদ্ধতিতে না হলে এ শিশুরাই কিশোর অপরাধ ও বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন: সন্ত্রাস, ছিনতাই, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। তাই তাদের চারিত্রিক বিকাশে যত রকম প্রতিবন্ধক হতে পারে তা দূর করতে সরকারকেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের মেধা, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতা ও সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা পাঠক্রমে ইসলামী নৈতিকতার পাঠ প্রত্যেক শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪.৭.২. সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্ব

সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৭.৩. মাদকতা নির্মূলে সরকারের করণীয়

মাদকতা একটি দেশের জন্য ভয়াবহ সমস্যা। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ বেচাকেনা প্রতিরোধের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে এর যোগান সীমিত করা। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং মাদকদ্রব্যের কাঁচামাল ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং নিষিদ্ধ মাদক উদ্ভিদের চাষ বন্ধ করে বিকল্প ফসল উৎপাদনের কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।[২৯৪]

মাদকদ্রব্যের চোরাচালান দমন ও নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে হলে নিয়ন্ত্রণ কৌশলের উন্নয়ন অনিবার্য। এ ক্ষেত্রে বৈধ ও আইনগত আন্তঃসরকার সহযোগিতা গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এ লক্ষ্যে কতিপয় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে: ক. পাচারের জন্য দায়ী অপরাধীকে বিচারের জন্য বিদেশী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, খ. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, গ. গভীর সমুদ্রে জাহাজ ও আকাশপথে বিমানের ওপর সতর্ক নিয়ন্ত্রণ

---

[২৯৪] ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪) পৃ. ৪৮৮

এবং সার্বভৌম দেশের সীমান্তের স্থল ও নৌপথে কড়াকড়ি আরোপ করা। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।[২৯৫]

মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে শিশুদের সচেতন ও সতর্ক করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ছাড়া জাতীয় প্রচার মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য তুলে ধরতে হবে।[২৯৬]

মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও নেতিবাচক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে শিশুদের অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ বেচাকেনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। এ ক্ষেত্রে সব গণমাধ্যম ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে।[২৯৭]

বলাবাহুল্য, নেশার জিনিসের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে গিয়ে পাছে কাউকে নেশার প্রতি কৌতুহলী করে তোলা যাতে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বোপরি মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা তথা যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনগণের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি এবং পুলিশ, কাস্টমস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থাকে সক্রিয়করণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।[২৯৮]

৪.৭.৪. শিশু-কিশোর সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারের করণীয়

দেশে যেসব শিশু চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার তাদের সংশোধনের জন্য আমাদের দেশে শিশু-কিশোর সংশোধন কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। সরকারের উচিত প্রতিটি বিভাগে জেলাভিত্তিক শিশু-কিশোর সংশোধন কেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে প্রতিটি বখে যাওয়া শিশু সুষ্ঠু সংশোধনক্ষেত্র পায়। এসব শিশুর চরিত্রকে সংশোধন করে তাদের পুনর্বাসন করা সরকারের দায়িত্ব। দেশে শিশু-কিশোর পুনর্বাসন কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা কাটিয়ে ওঠা উচিত। সে সাথে শিশুর মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিশুকে বোঝা নয় দেশের সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে।

---

[২৯৫] প্রাগুক্ত।
[২৯৬] প্রাগুক্ত।
[২৯৭] প্রাগুক্ত।
[২৯৮] প্রাগুক্ত।

৪.৭.৫. পথশিশু পুনর্বাসনে সরকারের করণীয়

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে অসহায় দরিদ্র পথশিশু রয়েছে যাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন প্রয়োজন। এসব শিশু তাদের মৌলিক মানবাধিকারগুলো পাচ্ছে না, যা তাদের আদর্শ ও সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সরকার এ ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যেমন, পার্কে বা বস্তিতে শিশুদের জন্য 'শিক্ষা এডুকেশন সেন্টারের' আয়োজন করা, এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন জেলাভিত্তিক 'সরকারি শিশু পরিবার' গঠন করা, ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর আয়োজন করা ইত্যাদি। তবে দেশের শিশুসংখ্যার তুলনায় এ উদ্যোগ খুবই অপ্রতুল। তাই পথশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, এ খাতে বাজেটের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি সরকার শিশুদের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশুসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরিচালনা করা। এর ফলে শিশু সুনাগরিক হয়ে বেড়ে উঠবে, দেশের সম্পদে পরিণত হবে, তার মধ্যে মানবতাবোধ ও দেশপ্রেম জেগে উঠবে আশা করা যায়।

৪.৭.৬. শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

শিশুদের উন্নত মানুষরূপে গড়ে তুলতে চাইলে প্রয়োজন শিশুদের উন্নত নৈতিকমানে তৈরীর উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা। শিশুদেরকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করতে চাইলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো অতীব প্রয়োজনীয়। এ দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী সরকারের। সরকারই করতে পারে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার।

সরকার একটি দেশের ধারকবাহক। শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সরকার বৃহত্তর পর্যায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিলে আশা করা যায় দেশ একটি কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে করণীয় বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ ও সুপারিশমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে কৌশলসমূহ

পরিবারকে একটি বিকল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারে একটি পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের বয়স অনুপাতে কারিকুলাম দাঁড় করাতে হবে। কারিকুলামের মধ্যে বয়স অনুপাতে আকর্ষণীয় মলাট ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় আল-কুর'আন, হাদীস, নবী ও সাহাবীদের জীবনী, প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষামূলক বই থাকবে। শিশুদের জন্য নির্দোষ অথচ শিক্ষামূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদিন সন্তানদের জন্য পিতামাতাকে নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। শিশুরা বড়ো হলেও তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হব। চরিত্র গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে দূর হতে পারে। নিম্নে পারিবারিক শিক্ষার একটি মডেল কারিকুলাম উপস্থাপন করা হলো। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পিতামাতা পরিবারে এ কারিকুলামটি অনুসরণ করতে পারেন। আশা করা যায় শিশুদের চরিত্র গঠনে এ কারিকুলামটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য পাঠ্যসূচী

মা তার সন্তানকে কোলে থাকার সময় আল্লাহ্‌র নাম শেখাবেন। ৩ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত পিতামাতা সন্তানদেরকে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের গল্প বলবেন। তাঁদের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীতে শিশুদেরকে বিভূষিত করার প্রয়াস চালাবেন।

অভিভাবকগণ এরপর সন্তানদের সামনে ফেরেশতাদের পরিচয় তুলে ধরবেন। আল-কুর'আন শিক্ষা দেবেন। বিশেষত শিশুদের আল-কুর'আনের গল্প শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। গল্পের ছলে আল-কুর'আনের শিক্ষা তাদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে হবে। একইভাবে হাদীসের শিক্ষা শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের জন্য পাঠ্যসূচী

- তাজবীদ-সহ তা'লীমুল কুর'আন কায়দা শিক্ষাদান
- আরবী শেখা
- অর্থ-সহ সূরা মুখস্থ করা
- ব্যাখ্যা-সহ আল-কুর'আন পড়া
- 'উলূমুল কুর'আন সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান
- 'উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান

- ইসলাম, সীরাত, জীবনী, মাস'আলা ও বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জন

ক. তাজবীদ-সহ তা'লীমুল কুর'আন কায়দা শিক্ষা

খ. শিশুদেরকে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা আরবী শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্নোক্ত বই নির্বাচন করা যেতে পারে:

* সিলসিলাতুল লুগাহ আল-'আরাবিয়্যা, জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ সউদ আল ইসলামিয়্যা: লিখন, পঠন, শব্দার্থ মুখস্তকরণ ও ভাষা শিক্ষার ৪টি প্রাথমিক বই।

গ. ব্যাখ্যা-সহ আল-কুর'আন পড়া

সূরা ফীল, কুরাইশ, মাউন, কাউসার, লাহাব, ইখলাস

ঘ. অর্থ-সহ সূরা মুখস্থ করা

* সম্পূর্ণ আমপারা

(প্রথমে ছোটো ছোটো সূরা, তারপর পর্যায়ক্রমে বড়ো সূরাসমূহ)

ঙ. কুরআন সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান

পাঠ্য বইঃ

১। উলূমুল কুর'আন সম্পর্কিত সহজপাঠ্য বই

২। ছোটোদের কুর'আন কথা– ছদরুদ্দীন (ইফাবা)

৩। কুর'আনের কাহিনী – মুহাম্মদ লুৎফুল করিম

৪। ছোটোদের কুর'আনের গল্প: ইকবাল কবীর মোহন

৫। কুর'আন পড়ো জীবন গড়ো – আবদুস শহীদ নাসিম

চ. আল-হাদীস

১। উলূমুল হাদীস সম্পর্কিত সহজপাঠ্য বই

২। হাদীস পড়ো জীবন গড়ো: আবদুস শহীদ নাসিম

৩। হাদীসের কাহিনী: মোবারক হোসেন

৪। হাদীসের গল্প: বন্দে আলী মিয়া

৫। হাদীস সংকলন – ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

৬। এসো জানি নবীর বাণী – আবদুস শহীদ নাসিম

৭। হাদীসের কিসসা – আকরাম ফারুক

৮। হাদীস কাহিনী – খলিলুর রহমান মুমিন

ছ. বিষয়ভিত্তিক হাদীস পড়া ও অর্থসহ চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করা

বিষয়সমূহঃ

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, ঈমান, নামায, উন্নত আমল, সৎ বন্ধু, সচ্চরিত্র, শিষ্টাচার ও আখিরাত।

জ. হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন

১। রাহে আমল- ১ম খণ্ড

২। হাদীস সংকলন- আই. ই. এস

ঝ. দৈনন্দিন দু'আ ও যিকিরঃ

শিশুদেরকে এ পর্যায়ে সব দৈনন্দিন দু'আ ও যিকির মুখস্ত করাতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকগণ শিশুদেরকে প্রতিটি কাজে দোয়া পাঠে অভ্যস্ত করে তুলবেন।

ঞ. ইসলাম শিক্ষা

* ছোটোদের ইসলাম শিক্ষা সিরিজ

ট. নবী-জীবন ও সাহাবা চরিতঃ

অভিভাবকগণ এ পর্যায়ে শিশুদেরকে নবী ও সাহাবীদের জীবন চরিত পাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন। প্রয়োজনে তাদেরকে উৎসাহিত করতে বিশেষ পুরস্কার বা আনন্দদানের ব্যবস্থা করবেন। নিম্নের পাঠ্যবই ও গ্রন্থনির্দেশনা থেকে সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী প্রতি বছরের জন্য বই নির্বাচন করবেন।

পাঠ্য বইঃ

১। ছোটোদের মহানবী (সা.): ইকবাল কবীর মোহন
২। আলোর পাখিরা: ইকবাল কবীর মোহন
৩। সোনালী দিনের কাহিনী শোন: ইকবাল কবীর মোহন
৪। গল্পে হযরত আবু বকর (রা.): ইকবাল কবীর মোহন
৫। গল্পে হযরত উমর (রা.): ইকবাল কবীর মোহন
৬। গল্পে হযরত উসমান (রা.): ইকবাল কবীর মোহন
৭। গল্পে হযরত আলী (রা.): ইকবাল কবীর মোহন
৮। সাহাবিদের গল্প শোন: ইকবাল কবীর মোহন
৯। হযরত মুহাম্মদ (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন
১০। নবীদের সংগ্রামী জীবন – আবদুস শহীদ নাসিম
১১। ছোটদের নবী-রাসূল – আই ই এস
১২। আমাদের প্রিয় নবী – আব্দুল মান্নান তালিব

গ্রন্থ নির্দেশনাঃ

১। ছোটোদের হযরত ওমর – আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন
২। আবু বকরের গল্প শোন – মাহবুবুল হক
৩। ওমর ফারুকের গল্প শোন – মাহবুবুল হক
৪। ওসমান গনির গল্প শোন – মাহবুবুল হক
৫। আলী হায়দারের গল্প শোন – মাহবুবুল হক
৬। বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যারা – নাসির হেলাল

৭। আদম (আ.) – মাহবুবুল হক

৮। গল্প পড়ো জীবন গড়ো: ইকবাল কবীর মোহন

৯। এক বেদুঈনের গল্প: ইকবাল কবীর মোহন

১০। সেরা মানুষের জীবনকথা: ইকবাল কবীর মোহন

১১। এসো জীবন গড়ি: ইকবাল কবীর মোহন

১২। কে আমির কে ফকির: ইকবাল কবীর মোহন

১৩। ন্যায়বিচারের কাহিনী শোন: ইকবাল কবীর মোহন

১৪। সেনাপতি হলেন সৈনিক: ইকবাল কবীর মোহন

১৫। সত্যের হলো জয়: ইকবাল কবীর মোহন

১৬। হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১৭। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১৮। হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

ইতিহাস:

১। আমরা সেই সে জাতি (১ম ও ২য় খণ্ড) – আবুল আসাদ

২। সাহসী মানুষের গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড) – মোশাররফ হোসেন খান

৩। সোনালী যুগের কাহিনী (১ম ও ২য় খণ্ড) – আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন

অভিভাবকগণ নিম্নের জীবন কথা ও বিবিধ বিষয়ক বই থেকে সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী প্রতি বছরের জন্য বই নির্বাচন করবেন ও শিশুদেরকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন।

জীবনকথা:

১। শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা – নাসির হেলাল

২। সত্যের সেনানী – এ.কে.এম নাজির আহমদ

৩। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ – নূর মোহাম্মদ মল্লিক

৪। শেখ সাদী – নূর মোহাম্মদ মল্লিক

৫। আব্দুল কাদের জিলানী – লুৎফুল হক

৬। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)) নূরুল আমীন আনসারী

৭। ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে – নূর মোহাম্মদ মল্লিক

৮। মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা – হারুন অর রশীদ

৯। কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী – সৈয়দ আশেকুল হাই

১০। ছোটদের হাসানুল বান্না – নূর মোহাম্মদ মল্লিক

১১। হাজী শরীয়াতুল্লাহ – মোশাররফ হোসেন খান

১২। সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর – মোশাররফ হোসেন খান

বিবিধঃ

১। মুসলিম মনীষা: ইকবাল কবীর মোহন

২। সবার আগে নিজেকে গড়ো: আবদুস শহীদ নাসিম

৩। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন: আসাদ বিন হাফিজ

৪। মানুষ এল কোথা থেকে: মাসুদ আলী

৫। আলোর হাসি ফুলের গান: আসাদ বিন হাফিজ

৬। নামায কী শেখায়: শেখ আনসার আলী

৭। কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী: সাইয়েদ আশিকুল হাই

৮। আমাদের প্রিয় নবী: আব্দুল মান্নান তালিব

৯। মজার গল্প: আব্দুল মান্নান তালিব

১০। মুসলিম মনীষীদের ছোটোবেলা: হারুনর রশীদ

১১। গল্প হলেও সত্য: মোসলেহ উদ্দীন

১২। আলো ঝলমল পৃথিবী: মো: সাখাওয়াত হোসেন

১৩। মা আমার মা: আবদুল মান্নান তালিব

১৪। আঁকতে শিখি: আই. ই. এস

১৫। বিজ্ঞানের হরেক মজা: আবদুল্লাহ আল মুতী

১৬। ছোটোদের ইসলামী সাধারণ জ্ঞান – মাসুদ আলী

১৭। মোরা বড় হতে চাই – আহসান হাবীব ইমরোজ

১৮। কিশোর কণ্ঠ

১৯। ইয়ুথ ওয়েভ

মাসআলা

* ছোটোদের আসান ফিকাহ – আই. ই. এস

দশ থেকে পনেরো বছর বয়সীদের পাঠ্যসূচী

- তাজবীদ-সহ তা'লীমুল কুর'আন কায়দা রপ্ত করা
- আরবী শেখা
- অর্থ-সহ সূরা মুখস্থ করা
- ব্যাখ্যা-সহ আল-কুর'আন পড়া
- 'উলূমুল কুর'আন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান
- 'উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান
- ইসলাম, সীরাত, জীবনী, মাসআলা ও বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জন

ক. তাজবীদ ও সিফাতসহ তা'লীমুল কুর'আন কায়দা রপ্ত করা

খ. শিশুদেরকে এ পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা আরবী শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্নোক্ত বই নির্বাচন করা যেতে পারে:

* সিলসিলাতুল লুগাহ আল আরাবিয়্যা, জামেআতুল ইমাম মুহাম্মাদ সউদ আল ইসলামিয়্যা: ভাষা, ব্যকরণ, কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ১০টি বই।

গ. অর্থ-সহ সূরা মুখস্থ করা

* উনত্রিশতম পারা

ঘ. অর্থ ও ব্যাখ্যা-সহ বুঝে পড়া

* সম্পূর্ণ আমপারা

ঙ. আল-কুর'আন সংক্রান্ত জ্ঞান

পাঠ্য বই:

১। 'উলূমুল কুর'আন সম্পর্কিত বই

২। আল-কুর'আনের কাহিনী (১ম ও ২য় খণ্ড) অধ্যাপক হাবীবুর রহমান

৩। ছোটোদের কুর'আন কথা: সদরুদ্দিন ইসলাহী

৪। সূরা ফাতিহার শিক্ষা: খোন্দকার আবুল খায়ের

চ. আল-হাদীস

১. হাদীসের আলোকে মানব জীবন: এ কে এম ইউসুফ

২. রিয়াদুস সালেহীন (১ম-৪র্থ খণ্ড)

৩. রাহে আমল (১ম ও ২য় খণ্ড)

ছ. হাদীস মুখস্থ (বিষয়ভিত্তিক ৪০টি)

ঈমান, নামায, উন্নত চরিত্র, জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি।

জ. ঈমান ও ইসলাম শিক্ষাঃ

১। আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান – এ.কে.এম নাজির আহমদ

২। ঈমানের হাকীকত – আবুল আলা

৩। মজবুত ঈমান – কামিয়াব প্রকাশন

৪। তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাত – আবুল আলা

৫। ইসলাম পরিচিতি – আবুল আলা

৬। ইসলামের সহজ পরিচয় – কামিয়াব প্রকাশন

৭। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ- সদরুদ্দীন ইসলাহী

ঝ. ইবাদত বিষয়কঃ

পাঠ্য বইঃ

১। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) কিভাবে নামায পড়তেন – হাফিয ইবনে কায়্যিম

২। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম – ইফাবা

৩। নামায রোযার হাকীকত – আবুল আলা

ঞ. সীরাতঃ

১. আর রাহীকুল মাখতূম: মূল: আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী

২. আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (১ম-৩য় খণ্ড)

অভিভাবকগণ নিম্নের জীবনী, গ্রন্থ নির্দেশনা ও বিবিধ বিষয়ক বই থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি বছরের জন্য বই নির্বাচন করবেন ও শিশুদেরকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ট. জীবনী

পাঠ্য বইঃ

১। মহানবী (সা.)-এর শিশুবেলা: ইকবাল কবীর মোহন

২। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.): ইকবাল কবীর মোহন

৩। শিশুদের মহানবী (সা.) : ইকবাল কবীর মোহন

৪। খলীফাদের কাহিনী: ইকবাল কবীর মোহন

৫। ছোটোদের ইসলামী গল্পসমগ্র: ইকবাল কবীর মোহন

৬। হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

৭। আমরা সেই সে জাতি (১ম ও ২য় খণ্ড) আবুল আসাদ

গ্রন্থ নির্দেশনাঃ

১। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

২। জমজম কূপের কাহিনী: ইকবাল কবীর মোহন

৩। হাবিল ও কাবিলের কাহিনী: ইকবাল কবীর মোহন

৪। এক সাহসী বালক: ইকবাল কবীর মোহন

৫। কাবাঘর তৈরীর কাহিনী: ইকবাল কবীর মোহন

৬। রানি ও পাখি: ইকবাল কবীর মোহন

৭। কে আসল সেনাপতি: ইকবাল কবীর মোহন

৮। হযরত দাউদ (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

৯। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১০। হযরত শুআইব (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১১। হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১২।হযরত হুদ (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১৩।হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১৪। হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১৫। হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

১৬। হযরত ঈসা (আ.)-এর কাহিনী শুনি: ইকবাল কবীর মোহন

বিবিধঃ

১। কোথা সে মুসলমান: সৈয়দ আতেক

২। গল্প হলেও সত্য: মোসলেম উদ্দীন

৩। আশরাফুল মাখলুকাত: সুফী জুলফিকার আলী হায়দার

৪। মোদের চলার পথ ইসলাম: মাসুদ আলী

৫। মাতা-পিতার হক: মাওলানা আবদুর রহমান

৬। ইসলামের জীবন্ত কাহিনী: মাওলানা কেরামত আলী নিজামী

৮। মুসলিম বিশ্বের কিসসা: মোবারক হোসেন

৯। ছোটোদের ইসলামী সাধারণ জ্ঞান: মাসুদ আলী

১০। লাল সবুজের গল্প: মো: বদরুল আলম

১১। গাছ গাছালি পাখ পাখালি: শেখ ফজলুর রহমান

১২। সেরা কজন মুসলিম বিজ্ঞানী: এম শফিউল্লাহ

১৩। বিজ্ঞানের হরেক মজা: আবদুল্লাহ আল মুতি

১৪। ছোটোদের হাসানুল বান্না: নূর মোহাম্মদ মল্লিক

১৫। আবাবিলের কবলে আবরাহা: মু: লুৎফুল হক

১৬। আলো ঝলমল পৃথিবী: মু. সাখাওয়াত হোসাইন

১৭। হযরত আইয়ুব (আ.): সাহানা ফেরদৌস

১৮। হযরত হামযা (রা.): দেওয়ান বিন রশীদ

১৯। পুণ্যময়ী মা হাজেরা: কাজী কানিজ ফাতেমা

২০। কেউ নয় ছোটো বড়ো: কালাম আযাদ

২১। বিজ্ঞান ও মানুষ: আবদুল্লাহ আল মুতি

২২। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের কথা: মোহাম্মদ সোহেল

২৩। এসো জ্ঞানের রাজ্যে: জহির আহমেদ

২৪। বিবি মরিয়ম: মাওলানা আবদুর রহমান

২৫। প্রাণীদের মজার কাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড) শরীফ খান

মাসআলা:

* আসান ফিকাহ ১ম খণ্ড: আমিন আহসান ইসলাহী

পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সীদের পাঠ্যসূচী

- তাজবীদ-সহ কুর'আন তেলাওয়াত
- ইসলামী 'আকীদা শিক্ষাদান
- মধ্যম পর্যায়ের আরবী ও ইসলাম শেখা
- অর্থ-সহ সূরা মুখস্থ করা
- সম্পূর্ণ আল-কুর'আন কমপক্ষে একবার অর্থ-সহ তিলাওয়াত করা
- ব্যাখ্যা-সহ আল-কুর'আন পড়া
- 'উলূমুল কুর'আন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান
- 'উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান
- দৈনন্দিন দু'আ ও যিকির
- আখিরাত সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞানার্জন
- সীরাত, জীবনী, মাসআলা ও বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জন

ক. তাজবীদসহ কুর'আন তেলাওয়াত

গ্রন্থ নির্দেশনা:

১। কাওয়ায়িদুল কুর'আন – মাওলানা বশির উল্লাহ

২। তালীমুল কুরআন –এ.কে. এম. শাহজাহান

৩। কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা – খুররম জাহ মুরাদ – বি আই সি

খ. ইসলামী 'আকীদা শিক্ষাদান

* কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা- ডঃ খন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর

গ. শিশুদেরকে এ পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা আরবী শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য নিম্নোক্ত বই নির্বাচন করা যেতে পারে:

* সিলসিলাতুল লুগাহ আল 'আরাবিয়্যা, জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ সউদ আল ইসলামিয়্যা: ভাষা শিক্ষা, নাহু, সরফ, কুরআন, হাদীস, আকিদা, ফিকহ বিষয়ক ১২টি বই।

ঘ. অর্থ-সহ সূরা মুখস্থ করা

* সূরা ইয়াসীন, আর রাহমান, ওয়াকিয়া, মুলক ও নূহ।

* সম্পূর্ণ কুর'আন কমপক্ষে একবার অর্থ-সহ তিলাওয়াত করা।

১। শব্দার্থে আল-কুর'আন – মতিউর রহমান খান

২। কুর'আনের অভিধান

৩। শব্দে শব্দে আল-কুর'আন – মাও: হাবিবুর রহমান খান

ঙ. অর্থ ও ব্যাখ্যা-সহ বুঝে পড়া

প্রথম ১০ পারা এবং সূরা ইয়াসীন, আর রাহমান, ওয়াকিয়া, মূলক, মুজাম্মিল ও নূহ।

চ. কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান

* 'উলূমুল কুর'আন সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞানার্জন

ছ. হাদীস সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান

* 'উলূমুল হাদীস সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞানার্জন

১। হাদীসের নামে জালিয়াতি – ড: খন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

২। হাদীস সংকলনের ইতিহাস – মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

হাদীস অধ্যয়ন: রিয়াদুস সালেহীন (১ম-৪র্থ খণ্ড) ও সম্পূর্ণ সহীহ বুখারী

মুখস্থকরণ: ঈমান, নৈতিক চরিত্র, আখিরাত, আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়, মু'আমালাত, পর্দা ইত্যাদি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০টি হাদীস।

জ. সীরাত

১। আর রাহীকুল মাখতূম: মূল: আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী

২। আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড): ড. আবদুল মাবুদ

ঝ. আখিরাত সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞানার্জন:

১। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা- মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী, অনু: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন ইউসুফ আলী

২। মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন: মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী

ঞ. ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা:

১। ইসলামের সামাজিক বিধান – ড. জামাল আল বাদাবী

২। ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি – সাইয়েদ কুতুব

৩। পর্দা ও ইসলাম – আবুল আলা

৪। আদাবে জিন্দেগী – ইউসুফ ইসলাহী

ট. ইসলামের নৈতিকতা ও আচরণ:

১। ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী – মরিয়ম জামিলা

২। ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময় ব্যবস্থাপনা – আব্দুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস

৩। ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন – আব্দুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস

৪। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা – ড. আব্দুল করীম জায়দান

ঠ. অর্থনীতিঃ

১। ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ – ড. ওমর চাপরা

২। ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরের অধিকার – মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

৩। ইসলামী অর্থনীতি – মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

৪। ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ – শাহ মো: হাবিবুর রহমান

৫। সুদ সমাজ অর্থনীতি – শরীফ হোসাইন

ড. শিক্ষাব্যবস্থাঃ

১। শিক্ষাব্যবস্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ – আই ই এস

২। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি – মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ঢ. বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জনঃ

১। বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

২। বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান – ড. মরিস বুকাইলী

৩। যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ – এ.কে.এম. নাজির আহমদ

৪। আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা – মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি

৫। ওহাবী আন্দোলন – আবদুল মওদুদ

৬। খিলাফতে রাশেদা – মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

৭। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ – রশীদ আখতার নদভী

৮। উসমানী খিলাফতের ইতিকথা – এ.কে.এম. নাজির আহমদ

৯। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন – আব্দুল মান্নান তালিব

১০। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস – আব্বাস আলী খান

১১। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা – মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

১২। দার্শনিক শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ও তাঁর চিন্তাধারা – মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি

১৩। চেতনার বালাকোট – শেখ জেবুল আমীন দুলাল

১৪। দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস – ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার – খোশরোজ প্রকাশনী

১৫। জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ – মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

ণ. মাসআলা-মাসায়েল

পাঠ্য বইঃ

১। আসান ফেকাহ (১ম ও ২য় খণ্ড)

২। পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা – ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

ইংরেজী বইঃ

নিম্নোক্ত ইংরেজী বই থেকে অভিভাবকগণ বয়স অনুযায়ী শিশুদের জন্য নির্বাচন করবেন। বিশেষভাবে এ বইগুলো ইংলিশ মিডিয়াম/ভার্শন এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

১. Teaching of the Quran (Islamic morals and manners): Hina Naseem
২. I love Arabic Arabic Numbers: Goodword Books
৩. Arabic for Beginners: Mohammad Imran Erfani
৪. Arabic Conversation series: Fasih Interactive Multimedia Learning Arabic series
৫. Madinah Arabic Reader series: Dr. V. Abdur Rahim
৬. Iqra Arabic Reader series: Fadel Ibrahim Abdullah
৭. Thinking Stories for Muslim Children series Mira: Rosnani Hashim
৮. Shaping Excellent Character (a mannual for parents): Saba Islamic Media
৯. Allah makes series colouring book: Saba Islamic Media
১০. All About Akhlaaq: SR. Nafees Khan
১১. We are Muslims series: Dr. Abidullah Ghazi and Dr. Tasneema Ghazi
১২. Our Prophet Muhammad (SM): Life in Makkah: Abidullah Al-Ansari Ghazi and Saba Ghazi Ameen
১৩. Our Prophet Muhammad (SM): Life in Madinah: Dr. Abidullah Ghazi and Dr. Tasneema Ghazi
১৪. Mercy to Mankind: Dr. Abidullah Ghazi and Dr. Tasneema Ghazi
১৫. Children's Stories from the Quran series: Saniyasnain Khan
১৬. Islamic School Book series: Eid Mubarak: Islamic Celebration Around the World: Susan Douglass
১৭. Islamic School Book series: Traders and Explorers in Wooden Ships: Muslims and the Age of Exploration: Susan Douglass
১৮. Islamic School Book series: Muslim Cities Then and now: Susan Douglass
১৯. Islamic School Book series: Where in the World Do Muslims live?: Susan Douglass
২০. Islamic School Book series: Islam and Muslim Civilization: Susan Douglass
২১. Greatest Stories from the Quran: Saniyasnain Khan
২২. The Story of Adam (A): Learning Roots
২৩. The Story of Nuh (A): Learning Roots
২৪. The Story of Ibrahim (A): Learning Roots

২৫. The Story of Musa (A): Learning Roots
২৬. The Story of Eesa (A): Learning Roots
২৭. Abu Bakr Siddiq (R): Sr. Nafees Khan
২৮. Aisha Siddiqa (R): Sr. Nafees Khan
২৯. Umar Farooq (R): Sr. Nafees Khan and Vinni Rahman
৩০. Uthman Ibn Affan (R): Sr. Nafees Khan
৩১. Ali Ibn Abi Talib (R): Maria Khan
৩২. Thirty Hadith for Children: Sakinah Mohammad Alhabshi
৩৩. Twenty Hadith for Kids: Moulavi Abdul Aziz
৩৪. The Prophet Muhammad for Children: Ameena Golding and others
৩৫. 365 Prophet Muhammad Stories: Saniyasnain Khan
৩৬. Islamic Studies series: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
৩৭. Seerah Stories: The blessed Family
৩৮. Seerah Stories:Tribe of Quraish
৩৯. Seerah Stories:The first migration
৪০. Seerah Stories: Muhammad and Bahira
৪১. Seerah Stories: First Revelation
৪২. Seerah Stories: A loving Family
৪৩. Seerah Stories: The Black Stone
৪৪. Seerah Stories: Patience and Tolerance
৪৫. Tawheed (Islamic Aqidah or Islamic Creed)
৪৬. Basic principles of Islam
৪৭. How to pray (Prayer of Muhammad PBUH)
৪৮. Learn basic dua for our daily life
৪৯. Personal hygiene in Islam
৫০. What should be the character of a Muslim
৫১. Biography of Prophet Muhammad (PBUH)
৫২. Biography of other 25 Prophets in the Quran
৫৩. Who is Jesus and Background if Christmas.
৫৪. Biography of Sahaba (Companions of Prophet PBUH)
৫৫. Islam in the West: and challenges

৫৬. Islamic history and world history
৫৭. Duty of children towards parents
৫৮. Objective of Ramadan and what is Taqwa?
৫৯. Hajj and its teaching
৬০. Importance of Sadaqa and Zakat
৬১. Islamic Banking and Economics
৬২. Islam and Sex
৬৩. Gay- Lesbian and same sex marriage in Islam
৬৪. What is Sunnah and practice of Sunnah
৬৫. What is lawful and unlawful in Islam (Halal-Haram)
৬৬. What is our real culture (Islamic way of life)
৬৭. Terrorism and Jihad in Islam (Real conception of Jihad)
৬৮. Who is a Fundamentalist?
৬৯. Islam and Science
৭০. Miracles if the Quran: Modern scientific discoveries
৭১. Human Rights in Islam
৭২. Women in Islam and clear conception of Hijab
৭৩. Why Islam and who are Muslim?
৭৪. Gender equity in Islam
৭৫. Music vision of Islam
৭৬. Clear conception of Shirk and Bidah
৭৭. Collective life and brotherhood
৭৮. Importance of Dawah and Dawah in the West
৭৯. Fiqh and Islamic Law (Jurisprudence)
৮০. Life after death: Road map of Akhirah
৮১. Memorization of selected Surah
৮২. Tafseer of Sahih Hadith
৮৩.Translation and Tafseer of the Quran

শিশুদের নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটসমূহ ও শিশুদের চরিত্র গঠনে সহায়ক অন্যান্য ওয়েবসাইট ভিজিট করার সুযোগ করে দিতে হবে:

- www.one4kids.net
- www.kids.farhathashmi.com
- www.muslimville.com
- www.soundvision.com
- www.muslimkidstv.com
- YouTube: Shishu Lalon Palon

পনের থেকে আঠারো বয়সের শিশুদের নিম্নোক্ত ব্যক্তিত্বদের আলোচনা শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে:

* ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

* Numan Ali Khan * Dr. Yusuf Estes

* Dr. Bilal Philips * Dr. Abdullah Hakim Quick

* Sheukh Ahmed Deedat * Dr. Jamal Badawi

* Dr. Yousuf Islam * Abdur Rahim Green

* Dr. Tawfiq Chowdhury * Shabir Ally

* পাশাপাশি অন্যান্য সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিশুদের জন্য প্রস্তাবিত দৈনন্দিন রুটিন

বার	৬.০০-৭.০০	৮.০০-৪.০০	৪.০০-৬.০০	৬.০০-৯.০০	৯.০০-১০.০০
রবিবার-বৃহস্পতিবার	ফজরের নামায, অর্থ ও ব্যাখ্যা-সহ আল-কুর'আন তেলাওয়াত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি	স্কুল/কলেজ/মাদরাসা যোহর ও আসর নামায	খেলাধুলা, মাগরিব নামায, অর্থ-সহ হাদীস পড়া (প্রতিদিন ৫টি)	প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা, এশার নামায	বিকল্প কারিকুলাম অধ্যয়ন
শুক্রবার	ফজরের নামায, পিতা-মাতার সাথে দারসুল কুর'আন অনুষ্ঠান	বিকল্প কারিকুলাম অধ্যয়ন/ইসলামী বই পড়া/লেকচার/ইসলামী কার্টুন/শিক্ষণীয় ভিডিও দেখা/প্রতিভা বিকাশ/আন্দঘন অনুষ্ঠান ও ভালো খাবার আয়োজন করা, জুম'আ ও আসর নামায	বিনোদন/বেড়াতে যাওয়া, মাগরিব নামায, অর্থ-সহ হাদীস পড়া (প্রতিদিন ৫টি)	প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা, এশার নামায	নবী/সাহাবীদের জীবনী পড়া
শনিবার	ফজরের নামায, পিতা-মাতার সাথে দারসুল হাদীস/ কুর'আন-হাদীস ও নবী-রাসূলের গল্প বলা	বিকল্প কারিকুলাম থেকে মূল্যায়ন পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণী যোহর ও আসর নামায	খেলাধুলা, মাগরিব নামায, অর্থসহ হাদীস পড়া (প্রতিদিন ৫টি)	প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা, এশার নামায	নবী/সাহাবীদের জীবনী পড়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিশুর চারিত্রিক বিকাশে সুপারিশমালা

এ পর্যায়ে শিশুদের চরিত্র গঠনে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো:

১. শিশুদের জন্য হাঁ বলুন। শিশুদের জন্য বিশেষ ভালোবাসা, বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা এবং কোনো রকম নিষ্ঠুর আচরণ বা অবহেলা না করা একটি জাতির সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আবশ্যক। এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যক্তি, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২. শিশুর কাছে পিতামাতা ও শিক্ষকগণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব। এ অভিসন্দর্ভ থেকে লব্ধ শিশুর চারিত্রিক বিকাশের প্রায়োগিক নির্দেশনাসমূহ পিতামাতা, শিক্ষকগণ ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলবর্গের জন্য অবশ্যই অনুকরণীয় অনুসরণীয়।

৩. শিক্ষার স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্যারেন্টিং বা শিশুদের চরিত্র গঠন পদ্ধতিবিষয়ক কোর্স চালু করা অতীব প্রয়োজন।

৪. সামষ্টিক বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অত্র অভিসন্দর্ভের আলোকে অভিভাবক-অভিভাবিকার জন্য শিশুর চারিত্রিক বিকাশবিষয়ক বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং কোর্স চালু করা যেতে পারে। এখানে অভিভাবকগণ শিশুর চারিত্রিক বিকাশের কর্মপদ্ধতিবিষয়ক বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

৫. আদর্শ শিশু গড়ার পদ্ধতিসংক্রান্ত এ প্রশিক্ষণ স্থানীয় মসজিদভিত্তিকও হতে পারে। ইমাম সাহেবগণ এগুলো প্রত্যেক মসজিদকেন্দ্রিক মহল্লায় পরিচালনা করবেন। এভাবে সব ইমাম সাহেব যদি এ উদ্যোগ নিতে পারেন তাহলে দীর্ঘমেয়াদে হলেও জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

৬. ব্যক্তিগত, দলগত বা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক জনমত গঠন ও প্রচারাভিযান চালিয়ে শিশুর চরিত্রবিধ্বংসী ইন্টারনেটের সব সাইট বন্ধে সরকারের কাছে আহ্বান জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ শিশুদের চরিত্রবিধ্বংসী সব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা ও এনজিওসমূহ শিশুদের চরিত্রবিধ্বংসী সব কার্যক্রম বন্ধ ও প্রতিরোধ করবেন।

৮. অভিভাবকগণ অবশ্যই তাদের সন্তানদের স্যাটেলাইট ও মিডিয়ার অনিষ্ট থেকে দূরে রাখবেন। বাড়ীতে শিক্ষা ও চরিত্র গঠনোপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করবেন। পিতামাতার আচরণ হবে শিক্ষকসূলভ ও তারা হবেন

বন্ধুবৎসল। পিতামাতা সন্তানদের সবচেয়ে বেশী সময় দেবেন। সন্তানদের চরিত্র গঠনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন।

৯. অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার পাশাপাশি অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত কারিকুলাম, বয়সভিত্তিক গ্রন্থ তালিকা ও দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত ও পরিকল্পিত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের মনমানস ও চরিত্রের উত্তরোত্তর বিকাশের ব্যবস্থা করবেন। এ ক্ষেত্রে পিতামাতা সন্তানের জন্য আদর্শ অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী হবেন।

১০. অত্র অভিসন্দর্ভের নির্দেশনা অনুসারে সরকার গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাবেন। দেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাবিদদের নিয়ে নতুন শিক্ষা কমিশন ও নতুন শিক্ষা আইন তৈরী ও বাস্তবায়ন করবেন।

১১. বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ এ ধরণের আদর্শ চরিত্র গঠনোপযোগী নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন যা আদর্শ চরিত্রবান শিশু তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার

একটি পরিশীলিত ও উন্নত জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো সচ্চরিত্রবান শিশু। চরিত্র গঠনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদেরকে যদি লালনপালন করা যায় তাহলে সে শিশু মানুষের মত মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে। দেশ-জাতির অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারে না। কিন্তু দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য শিশুদের সত্যিকার মানুষ তৈরীর সে কর্মকৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অনুপস্থিত। পারিবারিক পরিমণ্ডলে, সামাজিক ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে শিশুদের সচ্চরিত্রবান মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য স্ব স্ব দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কার্যকর কোনো কর্মপরিকল্পনা দৃশ্যমান হয় না বললেই চলে। এহেন অবস্থায় সুস্থ দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে বেড়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগ শিশুরা পাচ্ছে না। যার ফলে শিশুদের নৈতিক অবক্ষয়ের করুণ চিত্র আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমরা যদি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই, তবে আমাদের পরিবার, পরিবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের প্রিয় সন্তানদের চারিত্রিক বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তারা যেন তাদের মন, মগজ ও চরিত্রকে ঈমান, জ্ঞান ও আমল দিয়ে সুসজ্জিত করতে পারে, সে ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে অত্র অভিসন্দর্ভে শিশুদের চারিত্রিক বিকাশ সাধনে আল্লাহ্প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা ও কর্মপদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহ্র রাসূল (সা.) শিশুদের ভালোবাসা ও চরিত্র গঠনে কত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি আলোচনা করা হয়েছে। এরপর শিশুর চরিত্র গঠনে পরিবারের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিশুদের আদর্শ হিসেবে কিছু সংখ্যক নবী, রাসূল ও সাহাবীর জীবন আলোকপাত করা হয়েছে, যেন শিশুরা শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনী অনুসরণ করে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী অর্জন করতে পারে। এরপর শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপরেখা, এনজিও এবং সরকারের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি অভিভাবকদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একটি বিকল্প কারিকুলাম, গ্রন্থতালিকা ও দৈনন্দিন রুটিন উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে অভিভাবকগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ত্রুটিবিচ্যুতির অভাব পূরণ করে শিশুদের চরিত্র গঠনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে পিতামাতা, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা অত্র অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত শিশুর চারিত্রিক বিকাশের নির্দেশনাসমূহ অনুযায়ী নিজেদের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন। নিজেদেরকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরবেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে চরিত্র গঠনের চমৎকার পরিবেশ নিশ্চিত করবেন। অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত কারিকুলাম ও গ্রন্থ তালিকা অনুসারে তাদের শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়াশুনার পাশাপাশি বয়সভিত্তিক পরিকল্পিতভাবে তাদের মনমানস ও চরিত্রের উত্তরোত্তর বিকাশের ব্যবস্থা করবেন। তাদেরকে চক্ষুশীতলকারী নেককার সন্তানে পরিণত করবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম, পরিবেশ, শিক্ষকমণ্ডলী সবকিছু সচ্চরিত্র গঠনের অনুকূল ও আদর্শস্থানীয় হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অভিভাবকদের জন্য শিশুর চারিত্রিক বিকাশ ও পিতামাতার করণীয়বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং কোর্স চালু করতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ শিশুদের চরিত্রবিধ্বংসী সব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ব্যক্তি, সংগঠন, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্থা ও এনজিওসমূহ শিশুদের চরিত্রবিধ্বংসী সব কার্যক্রম বন্ধ ও প্রতিরোধ করবেন। তদুপরি দেহ, মন ও আত্মার সুসমন্বিত উন্নয়নে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাবিদদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শনের আলোকে শিক্ষা কমিশন গঠন ও নতুন শিক্ষা আইন তৈরী করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অত্র অভিসন্দর্ভের সুপারিশের আলোকে বিশ্বব্যাপী শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে পারলে এবং উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে শিশু চরিত্রের বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিশুর উত্তম চরিত্র গঠন ও বিকাশ সাধিত হতে পারে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুর'আনুল কারীম

তাফসীর গ্রন্থসমূহ

২· মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, অনুবাদ : মুহীউদ্দীন খান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.)

৩.আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আজীম ওয়াল-হুসাইনী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিস সাব'উল মাছানী* (বৈরূত: দারুস সাদির)

৪· আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল আনসারী আল কুরতুবী, *আল জামিউ লি আহকামিল কুর'আন* (কায়রো: দারু কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি. / ১৩৮৭ হি.)

৫· আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান* (বৈরূত : দারুল ফিকরি লিততবা'আহ ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৫ খ্রি. / ১৪১৫ হি.)

হাদীস ও আরবী গ্রন্থসমূহ

৬· মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী, *আল-জামে' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাছার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি (সা.) ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি*, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু বুলূগিস সিবইয়ান ওয়া শাহাদাতিহিম (দারু তউকিন নাজাত, ১৪ ২২হি.)

৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নীসাপূরী, *আল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার বিনাকলিল 'আদলি 'আনিল 'আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ (সা.)*, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু বায়ানি সিন্নিল বুলূগ, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী)

৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল বুখারী ও আবূ 'আবদুল্লাহ, *আদাবুল মুফরাদ মাখরাজান* (বৈরূত: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৯ সাল)

৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন মু'আয ইব্ন মা'বাদ আত তামীমী ও আবূ হাতিম আদ দারিমী আল বুসতী, *সহীহ ইব্ন হিব্বান বিতারতীবি ইব্ন বালবান*, (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩)

১০.আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন নাসায়ী, *সুনানুন নাসাঈ*, (হিল্ব: মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি. ১৯৮৬)

১১. আবূ দাউদ সিজাস্তানি, *সুনানু আবী দাউদ*, (বৈরূত: লেবানন, আল মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাতি সইদান)

১২. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ)

১৩. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা জাআ ফী হাদ্দি বুলূগির রজুলি ওয়াল মার'আতি, (বৈরূত: দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৮)

১৪. আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি. ২০০১ ইং)

১৫. এ. কে. এম ইউসুফ, *হাদীসের আলোকে মানব জীবন*, (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন, আগস্ট ২০০৪)

১৬. আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা আল খুসরাওজিরদী আল খুরাসানী ও আবূ বকর আল বায়হাকী, *আল আসমা' ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকী* (জেদ্দা: মাকতাবাতুস সুওয়াদী ১৯৯৩)

১৭. আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন মূসা আল খুসরাওজিরদী আল খুরাসানী ও আবূ বকর আল বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাকী* (ইন্ডিয়া: মাকতাবাতুর রুশদি লিন নাশরি ওয়াত তাওযী'ই বির রিয়াদ বিত তা'আবুন মা'আদ দারিস সালাফিয়্যাহ, ২০০৩)

১৮. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন মুতীরুল লাখমী আশ শামী ও আবুল কাসিম আত তাবারানী, *আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী* (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, ২য় সংস্করণ)

১৯. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন মুতীরুল লাখমী আশ শামী ও আবুল কাসিম আত তাবারানী, *আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী* (কায়রো: দারুল হারামাইন)

২০. মুহাম্মাদ আ. কাদের আফসারুদ্দীন, *আল হায়আতুল ইসলামিয়্যা আল খাইরিয়্যা ফি বাংলাদেশ দিরাসাতান ওয়া তাকভীম*, ২০০৬, অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ২৮

২১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯)

২২. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: লেবানন, ১৯৫৬)

২৩. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আল আশ'আরী (মূল), মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন 'আব্দুল হামীদ সম্পাদিত, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতুল মাসরিয়্যাহ, ১৯৬৯)

বাংলা গ্রন্থসমূহ

২৪. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একডেমী, ২০১১)

২৫. ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার* (ঢাকা: ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭)

২৬. ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত : দারুস সাদির, ১৯৫৬)

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ফতোয়ায়ে আলমগীরী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

২৮. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০)

২৯. ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহীম, *ইসলামে সন্তান লালন-পালন* (ঢাকা:সোনালী সোপান প্রকাশন, মে ২০১২)

৩০. হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪)

৩১. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন* (ঢাকা: ইফাবা, জুন ২০০৩)

৩২. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, আবদুল কাদের অনূদিত, *মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৫)

৩৩. এ. কে. এম ইউসুফ, *হাদীসের আলোকে মানব জীবন* (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন, আগস্ট ২০০৪)

৩৪. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতূম*, অনু. খাদীজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন:আল কোরআন একাডেমী লন্ডন এপ্রিল ২০০৮)

৩৫. মাহমুদ জামাল, *শিশু অধিকার ও ইসলাম*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪)

৩৬. আমির জামান ও নাজমা জামান, *ইসলামিক সায়েন্সের আলোকে প্যারেন্টিং: এই আধুনিক যুগে আমার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবো?* (কানাডা: ইনস্টিটিউট অব ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট, ৪র্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫)

৩৭. ড. মো: নূরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও*, (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৫)

৩৮. আনু মাহ্মুদ, *বাংলাদেশে এনজিওঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন* (ঢাকা: হক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮)

৩৯. মুহাম্মদ নুরুযযামান, *বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে* (ঢাকা : দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ ১৯৯৬)

৪০. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, জুন ২০১০)

৪১. মুহাম্মাদ বিন শাকের আশ্ শারীফ, *সন্তানের লালন-পালন ও নৈতিক শিক্ষা*, আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: নারী প্রকাশনী ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

৪২. ড.মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান, *শিশুর উন্নত জীবন গঠনে আদর্শ পিতা-মাতা* (ঢাকা: তাযকীর পাবলিকেশন্স, মে ২০১৬)

৪৩. অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *চরিত্র গঠনের উপায়* (ঢাকা: সবুজ পত্র প্রকাশন, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬)

৪৪. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, সম্পা. ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৮)

৪৫. ইবনে হিশাম, অনু. আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ ২০১৫)

৪৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট ২০১২)

৪৭. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪)

৪৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪)

ইংরেজী গ্রন্থসমূহ

৪৯. J M. Cowan edited, *The HANS WEHR DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC* (New York: Spoken Language Services Inc, THIRD EDITION, 1976)

৫০. Dr. Rohi Baalbaki, *AL MAWRID A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY* (Bairut: Darul Ilmil lil Malaeen, sixth edition 1994)

৫১. A. S. Hornby, *OXFORD Advanced Learners Dictionary*, (Oxford, UK : Oxford University Press, 5th edition, 2005)

৫২. ELIZABETH A. MARTIN AND JONATHAN LAW edited, *A Dictionary of Law*,(New York, USA : Oxford University Press Inc 6th edition, 2006)

৫৩. Alan Spooner, *Compact Oxford Dictionary, Thesaurus, and Wirdpower Guide*, (New Delhi: YMCA Library Building, 2006)

৫৪. *Shorter Oxford English Dictionary*, Vol-1, 15th Edition, A-M, (Newyork. Oxford University press, 1993)

৫৫. *Monthly Compilation of Violence Reports, January* 2008-16 December 2008 (based on 6 national newspapers), Bangladesh Shishu Adhiker Forum, Dhaka, accessed on 16 December 2008 at http://www.bsafchild.org/month.php.

৫৬. *Annual Drug Report of Bangladesh*, 2010, Department of Narcotics Control, Ministry of Home Affairs

৫৭. *Education- The states of world Children 1999*, Carol Bellamy, Executive Director, United Nations Children Fund

বাংলা পত্রিকা, জার্নাল, স্মারক ও সাময়িকী

৫৮. *জাতীয় শিশুনীতি* ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

৫৯. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান*, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

৬০. *গাইড টু ব্রেস্ট ফিডিং* (রিভাইজড এডিশন, সুইজারল্যান্ড, ১৯৮৬)

৬১. *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ভলিউম-১০, ১৫ সংস্করণ

৬২. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা (বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন সংখ্যা)

৬৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা (বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন সংখ্যা)

৬৪. *জাতীয় শিক্ষানীতি* ২০১০, (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ)

৬৫. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা (বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন সংখ্যা)

৬৬. *দেশসমূহের অগ্রগতি*, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৯

৬৭. *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা (বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন সংখ্যা)

৬৮. *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঢাকা (বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন সংখ্যা)

৬৯. *শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক ২০০৪* (ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৪)

৭০. *ঢাকা আহছানিয়া মিশন এ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০৮*

৭১. *জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম*, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, আগস্ট, ২০০৯

৭২. *BROCHURE, Muslim Aid Bangladesh*

৭৩. ইন্টারনেট